রহস্য-চক্র-সিরিজ--দ্বাবিংশ- গ্রন্থ

কুহকিনী

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

bengaliboi.com

it isn't cover photo

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.bengaliboi.com
Click here

রহস্য-চক্র-সিরিজ—দ্বাবিংশ-গ্রন্থ

কুহকিনী

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪১

বার আনা

রহস্য-চক্র-সিরিজ

১.	রক্ত-চক্র	১৩.	সপ্ত-চক্র
২.	রেশমী ফাঁস	১৪.	বহুরূপী
৩.	ছদ্মবেশ	১৫.	সর্প-চক্র
৪.	রাসিয়ার উর্বশী	১৬.	অদৃশ্য-শত্রু
৫.	মারণ-চক্র	১৭.	দেবীগড়-ষড়যন্ত্র
৬.	হীরা-চক্র	১৮.	ত্রিশূল-রহস্য
৭.	মৃত্যু-মুখে	১৯.	পীত-চক্র
৮.	হীরার খনি	২০.	রক্ত-পিশাচ
৯.	জালিয়াৎ	২১.	মৃত্যু-যাত্রা
১০.	চতুরঙ্গ	২২.	কুহকিনী
১১.	রহস্য-প্রাসাদ	২৩.	সুমাত্রার ডাকাত (যন্ত্রস্থ)
১২.	বৈজ্ঞানিকের বিপদ		

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কালিকা প্রেস ২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী-মুদ্রিত

কুহকিনী

পক্ষকালের মধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে দুইটী ব্যাঙ্ক লুঠ, প্রকাশ্য দিবালোকে তিনটি রাহাজানি ও পাঁচটি ডাকাতি হইবার পর এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

মিঃ ডেভেনহ্যাম তখনো বিলাতে। কমিশনর সাহেব মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত দলনের কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তরুণকে সরকারী তদন্তের পিছনে গুপ্তভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কমিশনর সাহেবের বিশ্বাস, এই সকল ডাকাতি, রাহাজানি ও ব্যাঙ্কলুঠ বিভিন্ন দস্যুদলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই—একজন লোক বা একটা দল ইহার পিছনে আছে! সে এক সাংঘাতিক দল। এ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন ঠিকানা, বা দলপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তরুণ যেন বিশেষ সাবধানতার সহিত তদন্তে লিপ্ত থাকে।

তরুণ নীরবে কমিশনর সাহেবের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া একটা ফাইল হাতে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই ফাইলের মধ্যে উপরি উক্ত চুরী ডাকাতির বিবরণ এবং তদন্তের ফলাফল লিপিবদ্ধ ছিল।

কাগজপত্রগুলি পড়িয়া তাহাদের যথা স্থানে রাখিয়া সেদিন-কার মতো কার্য্য শেষ করিয়া তরুণ এক বন্ধুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বন্ধু যে গাড়ীতে যাইবে সে ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব

নাই। সে তাড়াতাড়ি একখানি প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকেট্ কিনিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে সে মন্থর গমনে প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া আসিল। পাশেই একখানা বড় ট্রেণ আসিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে বহু যাত্রী নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিতেছে। সকলেই যে যাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র।

অলস নয়নে সেই সুবিপুল জনস্রোতের দিকে চাহিয়া সহসা সে চমকিয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া ওই যে লোকটা বাহির হইয়া আসিতেছে, ও রাজারাম নয়? হ্যাঁ, রাজারামই তো...

হঠাৎ পাঁজরার উপর কনুইএর গুঁতা খাইয়া তরুণ সবেগে ঘাড় ঘুরাইয়া অভাবিত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। দেখিল, একটি সুবেশা সুন্দরী নারী তাহাকে কনুইএর ঠেলা দিয়া অদূরে সরিয়া চোখের ইসারায় তাহাকে আহ্বান করিল! হতচকিত তরুণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইবার মানসে যেমন পা বাড়াইয়াছে, অমনি এক প্রবল ঠোক্কর খাইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল।

পড়িবার মুহূর্ত্ত পরেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কিন্তু কোথায় সেই রমণী? এদিকে ফিরিয়া দেখিল, ভীড়ের মাঝে রাজারামও অদৃশ্য; তাহারও কোন চিহ্ন নাই!

রাজারামকে দেখিতে না পাইয়া তরুণ নিরতিশয় হতাশ বোধ করিল। সচরাচর রাজারামকে এভাবে প্রকাশ্য লোকালয়ের মাঝে দেখা যায় না। সে যেখানকার বাসিন্দা সেখানে পুলিসের

গতিবিধি আছে বটে কিন্তু সাধারণ মানুষ সে সকল স্থান কল্পনাও করিতে পারে না। রাজারাম পশ্চিমাঞ্চলের একজন নামকরা গুণ্ডা। বাঙলাদেশেও তাহার অবাধ গতিবিধি আছে। লাক্ষ্ণৌ শহরে তরুণ এই রাজারামকে একবার দেখিয়াছিল; তারপর দেখিল আজ। রাজারাম কলিকাতায় আসিয়াছে! নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজে আসিয়াছে। তরুণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

একখানি যাত্রীপূর্ণ বাসের এক পাশে দাঁড়াইয়া সে গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। রাজারামকে সে যে মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এক রূপসী নারী তাহাকে চক্ষুর ইঙ্গিতে আহ্বান করিল! কেন করিল? কি তাহার উদ্দেশ্য ছিল? যদি আহ্বানই করিল, পরক্ষণেই আবার মিলাইয়া গেল কেন?

কণ্ডাক্টার হাঁকিল—লালবাজার। লালবাজার। আইয়ে বাবু, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, বাগবাজার, চিৎপুর...

বাস হইতে নামিয়া তরুণ থানায় প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টার ফটিক সুর তাহার বিশেষ বন্ধু; তাহার কাছে ঘটনাটি সে আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া ফটিক বলিল—এঃ! শেষে এতদিন পরে তুমিও পা পিছ্‌লে পড়লে? মেয়েটা বুঝি দেখতে খুব সুন্দর? তারপর মতলব কি বল দেখি? ঠিকানা চাই?

তরুণ বিরক্ত হইয়া বলিল—সব বিষয়েই তোমার রহস্য! আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে রাজারামের যোগ আছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। রাজারাম যে এখানে হাওয়া খেতে আসে নি, তা নিশ্চয়। এখন কি করতে চাও?

তরুণ কহিল—আমি একবার কমিশনরের সঙ্গে দেখা করি।

ফটিক হাসিয়া বলিল—তা কর। কিন্তু মেয়েটির কথা কিছু

ব'লো না। তিনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। স্ত্রীলোকের ছায়া দেখলেও আঁতকে ওঠেন।

তোমার সঙ্গে পারা গেল না; বলিয়া তরুণ কমিশনরের নিকট খবর পাঠাইল। কমিশনর কয়েকখানি টাইপ্-করা কাগজের উপর মনোযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—কিছু খবর আছে, গুপ্ত!

আজ্ঞে হ্যাঁ। এইমাত্র রাজারামকে দেখলাম।

কাকে?

রাজারাম। লাক্ষ্ণৌয়ের দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা; যার সঙ্গে আমাদেরও পরিচয়ের অভাব নেই; সেই রাজারামকে।

বল কি! কোথায় দেখ্‌লে?

তরুণ সমস্ত বলিল। ফটিকের উপদেশ মনে রাখিয়া সে রমণীর সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিল না। সংবাদ শুনিয়া কমিশনর কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন; তারপর কহিলেন—এইমাত্র রেলওয়ে পুলিস আমাকে টেলিফোন-যোগে একটি রেল-ডাকাতির কথা বলছিল। তার সঙ্গে রাজারামের সংযোগ আছে কি না, কে জানে!

তরুণ সবিস্ময়ে বলিল—রেল-ডাকাতি! কখন কোথায় হ'ল?

কমিশনর বলিতে লাগিলেন—আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে যে বোম্বাই মেল কলকাতায় এসেছে সেই ট্রেণে। লিলুয়ায় এক চেকার একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে দেখে একজন যাত্রী সীটের নীচে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। সে তাকে সেই-খানেই গাড়ী থেকে নামিয়ে নেয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ পেয়েছে, তার নাম, ফুলচাঁদ জহুরী। বোম্বাইএর এক বড়

জহরতের দোকানে কাজ করে। চন্দ্রগড়ের মহারাজা সেই জহরতের দোকানে একটী মূল্যবান্ মুক্তার কণ্ঠি মেরামত করতে দিয়েছিলেন। মহারাজ এখন এখানে থাকায় ফুলচাঁদ কণ্ঠিটি মহারাজকে দেবার জন্যে আনছিল। সেই কণ্ঠি চুরী গেছে।

তরুণ প্রশ্ন করিল—ফুলচাঁদের কাছ্ থেকে গহনাটি কেমন ক'রে অপহৃত হ'ল, সে-সম্বন্ধে সে কি বল্‌ছে ?

কমিশনার বলিলেন—সে বিষয়ে সে বিশেষ কিছু বলতে পারছে না। রাত্রে খানাগাড়ীতে সে আহার করেছিল ; তখন সেখানে একজন নীলসাড়ী-পরা তরুণী ভিন্ন অন্য কেউ ছিল না ; তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লে সে নিজের কামরায় চলে আসে। তার পরের ঘটনা তার কিছুই মনে নেই।

নীলাম্বরী-পরিহিতা রমণী ! চকিতে তরুণের মনে পড়িল ষ্টেশনে সে যে মেয়েটিকে দেখিয়াছিল তাহার পরণেও ছিল নীল বস্ত্র !

কমিশনর হঠাৎ কি ভাবিয়া কহিলেন—তরুণ! তুমি 'কুহকিনী'র নাম শুনেছো ?

সাশ্চর্য্যে তরুণ বলিল—'কুহকিনী' ! না ; শুনিনি তো ! কে সে ?

কমিশনর তখন 'কুহকিনী' নাম্নী এক অসাধারণ শক্তি সম্পন্না দস্যু রমণীর কথা বলিতে লাগিলেন। যেরূপ অদ্ভুত কৌশলের সহিত সেই রমণী বারবার পুলিস-বাহিনীর শক্তিকে পরাস্ত করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল। পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাহার আসল নাম জানিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া তাহাকে 'কুহকিনী' নাম দিয়াছে। যাদুমন্ত্রের

মতোই কুহকিনীর অসীম শক্তি। সে ভারতবর্ষীয়া, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু কী তাহার জাত আজও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই; ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত সকল ভাষাই সে সমান দক্ষতার সহিত বলিতে পারে এবং ভারতের সর্ব্বত্র তাহার অবাধ গতিবিধি। কেহ বলে সে বৃদ্ধা, কেহ বলে সে যুবতী; অসাধারণ সুন্দরী, কেহ বলে সে অত্যন্ত কুৎসিত, কেহ বলে সে ক্ষীণাঙ্গী, কাহারো মতে সে স্থূলকায়া। মোটের উপর আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার আসল চেহারা দেখে নাই। কুহকিনী চির-রহস্যাবগুণ্ঠনে আবৃতা।

কমিশনরের সুদীর্ঘ বিবৃতি শুনিয়া তরুণ যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি অভিভূত হইল। এবার তাহা হইলে কি এই অসামান্যা কুহকিনীর সহিত তাহার সংঘর্ষ? কমিশনর যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই কহিলেন—তরুণ! বোধ হয় এই কুহকিনীর সঙ্গেই তোমার সংঘর্ষ। এই য়্যাল্‌বাম্‌খানি নাও; এর মধ্যে রাজারামের এবং অন্যান্য আরও অনেকের আলোকচিত্র আছে বহুকষ্টে এখানি প্রস্তুত করেছি। তোমার কাজে লাগবে।

য়্যাল্‌বাম খানি হাতে লইয়া তরুণ বাহির হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ সেটি নাড়াচাড়া করিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা ছবি খুলিয়া লইয়া সে ফুলচাঁদ জহুরীর সহিত দেখা করিতে চলিল। সাক্ষাতের পর তরুণ নিজের পরিচয় দিলে ফুলচাঁদ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—তাহলে এইবার আপনাদের যাতায়াত সুরু হ'ল। একে মরছি নিজের জ্বালায় তার ওপর আপনাদের তহমৎ! কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, আপনারা তো খালি মানুষকে করবার জন্যেই জন্মেছেন!

জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তরুণ সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনার মুখে স্পষ্ট কথা শুনে ভারী আনন্দ হ'ল। এখন বলুন তো, কেমন করে নেক্‌লেস্‌টি খোয়া গেল ?

ফুলচাঁদ বলিল—অনেকবার তো সেকথা বলেছি। বোম্বাই মেলে কলকাতায় আসছিলাম। রাত্রে খানাগাড়ীতে ব'সে আহার করছিলাম। গাড়ীতে একটি তরুণী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তার সঙ্গে দু'চারটে কথা ব'লে আহার শেষ ক'রে আমি নিজের কামরায় এসে ঘুমিয়ে পড়ি। ব্যস, তারপর আর কিছু মনে নেই। ঘুম ভাঙ্‌লো, লিলুয়া ষ্টেশনে দুজন রেলকর্ম্মচারীর প্রবল ধাক্কায়।

তরুণ প্রশ্ন করিল—কণ্ঠহারটি কি চন্দ্রগড়ের মহারাজকে ফেরৎ দেবার জন্যে আনছিলেন ?

হ্যাঁ। মহারাজ ও মহারাণী দুজনেই এখন কলকাতায়। একটি মুক্তা খুলে গিছলো সেটি সেরে দেবার জন্যই নেক্‌লেসটি আঁমাদের কারখানায় যায়। টাকার জন্য ভাবছি না, তরুণ বাবু, কারণ নেক্‌লেসটি যথাযথভাবে বীমা করা ছিল ; ভাবছি এই যে আমার চাকরীটা বোধ হয় এযাত্রা রইল না।

বীমা করা ছিল ? কোন কোম্পানীতে, জানেন ? কত টাকায় বীমা করা ছিল ?

ফুলচাঁদ কহিল—এখানকার এক নতুন বীমা কোম্পানী—বেঙ্গল ইন্‌সিয়োরেন্স্‌ কোম্পানী। দু'লক্ষ টাকায় বীমা করা ছিল।

তরুণ প্রশ্ন করিল—টাকাটা তাদের দিতে হবে তো ?

ফুলচাঁদ কহিল—তা হবে বৈকি। মহারাজের শেষ প্রিমিয়ম সেদিন আমরাই দিয়ে দিয়েছি। কোম্পানীর কর্ত্তারা দু'মাস সময় নিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা নিজেরা তদন্ত করবে। দুমাস কাবার হলেই তাদের টাকা দিয়ে দিতে হবে।

তরুণ আপনমনে বলিল—কণ্ঠহার উদ্ধারের আশা বড় কম। যারা সেটা সংগ্রহ করেছে তারা নিশ্চয়ই তাকে ভেঙে মুক্তো-গুলো খুচ্‌রো খুচ্‌রো বিক্রয় ক'রে ফেলবে।

ফুলচাঁদ কহিল—উঁহু! নেক্‌লেস্‌ তারা না ভাঙ্‌তেও পারে; তার কারণ, ছোট বড় জুড়ী মিলিয়ে যে অপূর্ব্ব কৌশলে হারটিকে আমি গেঁথেছিলাম, সে কৌশল বড় সহজ নয়। মুক্তোগুলির জুড়ী মেলাতে বহু সময় নিয়েছিলো। সেটাই তার সেরা বাহার। আমার বোধ হয় দস্যুরা অন্য কোন দেশে গিয়ে সমগ্র নেক্‌লেসটি বিক্রয় করবার চেষ্টা করবে। তাতেই তাদের লাভ। দাম পাবে খুব বেশী।

তরুণ নোটবইএ কয়েকটা কথা লিখিয়া লইয়া কহিল—নেক্‌লেস্‌টিতে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি মুক্তা ছিল বলতে পারেন?

ফুলচাঁদ কহিল—পারি। আমরা সেই নেক্‌লেসটির এক নকল তৈরী করেছিলাম—একেবারে হুবহু নকল। সেটি আমার কাছেই আছে।

ফুলচাঁদ তাহার তোরঙ্গ খুলিয়া একছড়া মুক্তার কণ্ঠি বাহির করিয়া তরুণের হাতে দিল। বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া তিন সার মুক্তার শ্রেণী। সেই ভাবের নিটোল এবং আসল মুক্তা সংগ্রহ করা যে সহজ নয়, জহরত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তরুণও তাহা বুঝিতে পারিল।

ফুলচাঁদ কহিল—কারখানায় মোম আর পারা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তা'হলেও এটির দাম আছে।

তরুণ বলিল—কয়েকদিনের জন্য এটি আমায় ধার দেবেন? বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ফুলচাঁদ কহিল—নেবেন নিন, কিন্তু আবার আমায় ফিরিয়ে দেবেন।

তা দেব বৈকি।

তরুণ কণ্ঠিছড়া সযত্নে বুকের পকেটে রাখিয়া অন্য পকেট হইতে একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া তাহা ফুলচাঁদের সম্মুখে ধরিয়া প্রশ্ন করিল—এ লোকটিকে জানেন?

ছবি দেখিয়া জহুরী কহিল—জানি বৈকি। ইনি ভবনগরের জমিদার রাজাবাহাদুর মগনলাল ভট্ট। আমার দোকানে প্রায়ই আসতেন। মাসখানেক আগে আমায় বলেছিলেন, কলকাতায় আসবেন। তারপর থেকে তাঁকে দেখি নি।

তরুণ বলিল—ইনি তাহলে আপনার কাছে রাজা বাহাদুর মগনলাল বলে পরিচয় দিতেন?

তাহার কথার ধরণে সবিস্ময়ে ফুলচাঁদ কহিল—তার মানে! আপনি কি বলতে চান...

আমি বলতে চাই, যে-ফটোখানি এইমাত্র আপনাকে দেখালাম, তার মালিক হচ্ছে, রাজারাম নামে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু!

২

মেছুয়াবাজারের এক গলির মধ্যে একটি পাঞ্জাবী হোটেল আছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই সেই হোটেলে শুভাগমন করত নিজ নিজ জাতভাই এবং দলের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনা করিত। সদর থানায় এই হোটেল সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, বহু প্রদেশের বহু স্বনামধন্য দস্যু, তস্কর, জুয়াচোরদিগের নিয়মিত গতিবিধি এই হোটেলে আছে।

ফুলচাঁদ জহুরীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তরুণ কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণের বশীভূত হইয়া সেই হোটেলের অভিমুখে পা বাড়াইল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তথায় পৌঁছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

দুই তিনজন মুসলমান একধারে বসিয়া পানাহারে মত্ত। তাহাদের দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া তরুণ ঘরের একপ্রান্তে গিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল এবং ‘বয়’কে কয়েকটা খাবারের অর্ডার দিল।

এখানে বহু দুর্ব্বৃত্তের যাতায়াত আছে। তরুণের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত রাজারামকে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কোথায় রাজারাম?

খাবারগুলা একটু-আধটু মুখে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় একজন নবাগত আগন্তুককে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

নবাগত প্রথমে তরুণকে দেখিতে পায় নাই ; যখন পাইল তখন তাহার মুখে একই সঙ্গে ভয় ও সম্মানের চিহ্ন দেখা দিল। তরুণকে সে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন জানাইল।

তরুণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল—মাতঙ্গী যে ? কেমন আছ ?

ভাল আছি, হুজুর !

মাতঙ্গীচরণ নামে এই লোকটি আগে এক দুর্ব্বৃত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুদিন হইল সে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি কাশীতে একবার সে তাহাদেরই বিরুদ্ধে তরুণকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।* মাতঙ্গীচরণ এখন সৎপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

তরুণ তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এসো মাতঙ্গী, বসা যাক। তাহাকে লইয়া অপেক্ষাকৃত নিরালা স্থানে বসিয়া তরুণ কহিল—তারপর মাতঙ্গীচরণ, খবর কি ? নতুন কোন দলে ভর্ত্তি হয়েছো নাকি ?

সবিনয়ে ও সভয়ে মাতঙ্গী কহিল—আজ্ঞে, অমন কথা কেন বলছেন হুজুর ! আপনার দয়ায় আমি এ-যাত্রা বেঁচে গেছি। এখন আমি একটি মাড়োয়ারী বাবুর কাছে মটর ড্রাইভারের কাজ করি।

তা বেশ। ভালোই, শুনে খুসী হলাম। সে কথা যাক্, বলি, পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না পথে ঘাটে ?

মাতঙ্গী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—তা মাঝে মাঝে হয় হুজুর। রাস্তায় দেখতে পেলেই তারা ডাকে। সে তো আমার

---

* এই সিরিজের ৯নং গ্রন্থ জালিয়াৎ দ্রষ্টব্য।

কিছু দোষ নেই, হুজুর। তারা হাজার ডাকলেও আমি যাই না। এই তো কিছুক্ষণ আগে আমায় একজন তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কত খাওয়ালে, দুশো টাকা আগাম দেবে বল্লে, তবুও আমি রাজী হলুম না।

মনের অত্যুগ্র কৌতূহল দমন করিয়া নিস্পৃহকণ্ঠে তরুণ বলিল—বটে। কে সে?

তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। সে কলকাতায় এসেছে।

কোথায় থাকে?

আজ্ঞে...

মাতঙ্গী! আমার কাছে এখন আর আজ্ঞে নয়। বল সে কোথায় থাকে?

মাতঙ্গী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—কালীঘাটের আরও দক্ষিণে টালিগঞ্জের কাছে আনোয়ার শা রোডের মধ্যে একটা গলির ভিতর তার বাড়ী। বাড়ীর সামনে একটা হোটেল আছে। সন্ধ্যার পর সেখানে রোজ বায়োস্কোপ দেখানো হয়। রাজারাম যে বাড়ীতে থাকে সেটা একটা মেস্। আরও দু'তিনজন বাসাড়ে তার ভিতর থাকে।

মাতঙ্গীর হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া তরুণ বাহির হইয়া আসিল। রাজারামের দেখা না পাওয়া যাক, তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র সে যে সংবাদ পাইল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মূল্যবান্। কার্য্যারম্ভেই এতখানি সৌভাগ্য সে আশা করে নাই।

মেছুয়াবাজারের মোড়ে আসিয়া তরুণ একখানি ট্যাক্সীতে আরোহণ করিয়া ড্রাইভারকে দক্ষিণাভিমুখে চালাইবার আদেশ

দিল। এ সুযোগ বিলম্ব করিয়া নষ্ট হইতে দিবে না; এখুনি সে আনোয়ার শা রোডে হানা দিবে।

গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। গলির মোড়ে নামিয়া ট্যাক্সীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া তরুণ ধীরপদে ভিতরে অগ্রসর হইল। সম্মুখে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ীর ভিতর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে; সেইটিই বোধ হয় মাতঙ্গী-বর্ণিত ছবিঘর সংযুক্ত সরাইখানা। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিবার সময় তখন তাহার ছিলনা; তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তরুণ অগ্রসর হইল।

ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী দ্বার বন্ধ। সজোরে কড়া নাড়িতেই এক নেপালী ছোকরা দরজা খুলিয়া বলিল—কাকে চাই বাবু?

তরুণ ত্বরিতপদে ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—এ বাড়ীতে সাদিলাল নামে একজন ভদ্রলোক থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সাদিলাল! বেহারা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, ও নামে তো কোন লোক থাকে না, বাবু।

হ্যাঁ, থাকেন বৈকি। কাল কিম্বা আজ এসেছেন। নতুন লোক।

বেহারা কহিল—তা হবে। ওপরতলায় একজন নতুন লোক এসেছেন। তার নাম জানি না।

তরুণ সাগ্রহে বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই। কোন্ ঘর বল তো?

বেহারা বলিল—ওপরে তো একখানির বেশী ঘর নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে।

তরুণ আর বাক্যব্যয় না করিয়া সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইল। বেহারাটা অন্য কাজে প্রস্থান করিল।

উত্তেজনায় তরুণের বুক টিপ্‌টিপ্‌ করিতেছে। রাজারাম বোধ হয় ঘরেই আছে। তাহার সহিত মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইলে লোকটা কি করিবে কে জানে!

দরজা বন্ধ ছিল। অতি সন্তর্পণে সে তাহার উপর করাঘাত করিল। দ্বারে করাঘাত করিবার এই কৌশলটি অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইয়াছে; ভিতরকার লোক করাঘাতের ভীরু শব্দ শুনিয়া মনে করিয়াছে, বুঝি তাহাদেরই দলস্থ কেহ আসিল। টোকার সঙ্গে সঙ্গে চাপা ত্রস্তকণ্ঠে তরুণ ডাকিল—রাজারাম!

ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তার পরেই দরজা খুলিয়া রাজারাম আত্মপ্রকাশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ চৌকাঠ অতিক্রম করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—শুভ সন্ধ্যা! ভিতরে আসতে পারি কি?

পরিষ্কার বাঙ্‌লায় রাজারাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল—আপনি ভুল করেছেন মশায়। কাকে চান আপনি?

তরুণ হাসিয়া বলিল—আমায় চিনতে পারলে না বন্ধু। আমি তরুণ গুপ্ত—বাঙ্‌লা পুলিসের তাঁবেদার। তোমার সঙ্গে কাশীতে দেখা হয়েছিল—মনে পড়ছে না?

দরজাটি বন্ধ করিয়া রাজারাম ঘরের ভিতর আসিল। সেটি বৈঠকখানা। তরুণ চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, বৈঠকখানাটি মন্দ সজ্জিত নহে। একধারে একটি টেবিল অন্যদিকে একটি দেরাজ। দেরাজের একটি মাত্র টানা;

শ্যেনদৃষ্টিতে তরুণ দেখিল, টানাটি ঈষৎ উন্মুক্ত। ঘরের মধ্যস্থলে দুই তিন খানি চেয়ার ও সোফা ছড়ানো রহিয়াছে।

রাজারাম বলিল—যখন দয়া করে গরীবখানায় এসেছেন, তখন বসুন। আমি এখানে আসতে না আসিতেই জানলেন কেমন করে? সবে তো আজ সকালে এ বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু সে যাক্, এখন বলুন, কী চান আপনি?

তরুণ হাসিয়া বলিল—কিছু না, কিছু না, রাজারাম; তুমি আশ্বস্ত হও। এমনি দেখা করতে এলাম। তুমি কি সটান কাশী থেকে কলকাতায় এলে, না, অন্য দেশ ঘুরে?

রাজারাম মাথা নাড়িয়া বলিল—খবর সংগ্রহ করতে চান; কিন্তু বিশেষ খবর নেই। আমি এখানে সৎপথে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করছি, আমি আর কোন দলভুক্ত নই।

তরুণ বলিল—বটে! বটে! এতো খুব ভালো কথা। তাহ'লে তোমার কাছে না এলেই তো পারতাম। তুমি নিশ্চয়ই তাহ'লে মুক্তোর কণ্ঠি সম্বন্ধে কিছুই জানোনা?

মুক্তোর কণ্ঠি! সে কি!

হ্যাঁ, মুক্তোর কণ্ঠি। সে কথা পরে হবে। সর্ব্বাগ্রে বলত রাজারাম, সেই রমণীটি কে?

কোন্ রমণী?

আজ সকালে হাওড়া ষ্টেশনে তুমি যার সঙ্গে দেখা করলে এবং যে তোমার হাতে বামাল চালান ক'রে দিলে,—সে?

অন্ধকারে যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল তাহার ফল ফলিল হাতে হাতে। রাজারাম অভাবিত বিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া তরুণ কহিল—কেমন,

রাজা বাহাদুর মগনলাল ভাট্, আমি অনেক কথাই জানি, না ?

রাজারাম নবতর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তরুণ মুখ বাড়াইয়া গম্ভীর-নিম্নকণ্ঠে বলিল—শোন রাজারাম, আমি আজ তোমাদের কাছে বন্ধুভাবে এসেছি। তোমাদের পক্ষে সে কণ্ঠি বিক্রয় করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। আমি তোমাকে ও তোমার সেই বান্ধবীকে সে কাজে বিশেষ সাহায্য করতে পারি যদি তোমরা আমায় বখরা দাও। আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই।

রাজারাম সবিস্ময়ে তরুণের কথাগুলি মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। বিশ্বাস হয় না; কিন্তু যদি তরুণের মত লোককে দলে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের কাজের যা সুবিধা হইবে তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে কহিল—তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছো ?

তাহার এই তুমি সম্বোধনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তরুণ বলিল—একেবারেই না। আমার টাকার দরকার। সামান্য আয়; খরচ কুলোতে পারি না। তোমরা দলে নাও, ভালই; তা না হলে অন্য দল খুঁজে নেব।

তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া রাজারাম মনে মনে দ্বিধাগ্রস্থ হইল। তরুণ একাগ্র-উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে কহিল--হ্যাঁ, তোমায় দলে পেলে আমাদের সুবিধে হবে বটে। কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করব কেমন করে ?

তরুণ আগ্রহান্বিত মুখে রাজারামের কথা শুনিতেছিল, সহসা মুখের উপর একটা আঙ্গুল চাপিয়া কহিল—চুপ! বাহিরে যেন কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

সে দ্বারের দিকে আঙুল বাড়াইল। রাজারাম ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—তুমি ওই কোনে গিয়ে দাঁড়াও।

তরুণও তো তাহাই চায়! সে একলাফে দেরাজের পাশে গিয়া আত্মগোপন করিল।

মিনিট খানেক বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া ভালো করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাজারাম কহিল—কেউ নেই। দেখছি তুমি ভয়ানক ভীতু লোক।

নিজের আসনে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—ভীতু মোটেই নই; যদি দলে নাও, কাজের বেলায় দেখতে পাবে। তবে সব সময় সাবধান থাকা ভাল। যাক্, এখন কাজের কথা হোক। শোন আমি খবর পেয়েছি, কণ্ঠি যে বীমা আফিসে বীমা করা ছিল সেই বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর লোকেরা গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে। সুতরাং হারছড়া তোমাদের পক্ষে বেচে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। যদি আমার সঙ্গে বখ্‌রা ঠিক কর, আমি খদ্দের জোগাড় ক'রে বেচে দিতে পারি। তবে তোমার এবং তোমাদের সেই রমণীর সঙ্গে আমার সমান বখ্‌রা চাই।

রাজারাম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌বো। সেই আমার কর্ত্রী। আমি জানি না সে রাজী হবে কি না।

তরুণ বলিল—আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পাই না? তাহলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

রাজারাম কহিল—তা আমি মনে করলে দেখা করিয়ে দিতে পারি।

বেশ তো তাই কর না। কোথায় তাঁর দেখা পাব।

তার দেখা। তা আমি যদি মনে করি...

রাজারামের কথা শেষ হইল না; সহসা ঘরের অপর প্রান্তে নারীকণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—চুপ্ রও!

ঘরের এক প্রান্তে যে পরদা ঝুলিতেছিল তাহাকে দুইহাতে সরাইয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে এক নারী! তাহারই কণ্ঠ-নিঃসৃত বজ্র গর্জ্জন শুনিয়া তরুণ চমকিয়া দেখিল, রমণীর দক্ষিণ হস্তের ছোরার অগ্র তাহারই দেহের প্রতি নিবদ্ধ! রমণীর মুখে রেশমের মুখোস! তরুণকে ফিরিতে দেখিয়া পরিষ্কার বাঙ্লায় সে কহিল—চেয়ার থেকে ওঠ্বার চেষ্টা করবেন না, তরুণ বাবু! আমরা অকারণ নরহত্যা করি না বটে কিন্তু প্রয়োজন হলে দ্বিধাও করব না।

মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ থাকিয়া তরুণ সহজ কণ্ঠে বলিল—স্বনামধন্যা কুহকিনীর দর্শন পেলাম বোধ হয়? আমরা যে এতক্ষণ আপনার কথাই বলছিলাম!

রমণী কহিল—তা জানি। মিনিট খানেক হ'ল আপনাদের কথা আমি শুনেছিলাম। মূর্খ রাজারাম যে এতখানি বেকুব তা জানতাম না।

তরুণ তাড়াতাড়ি কহিল—কিন্তু রাজারাম তো কোন বেকুবি করে নি। আমি ওদের দলে আসবার জন্যে ওর কাছে আবেদন করছিলাম। আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করা যায় কি না, ও সেই কথাই ভাব্ছিল; এমন সময় আপনি এলেন।

রাজারাম মাথা নাড়িয়া বলিল—ঠিক তাই। আমি কোন ফাঁস করি নি।

রমণী তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার সুরে বলিল—চুপ করো; আর বাঁদ্রামি

কোরো না! এ লোকটা এতক্ষণ বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল। বুদ্ধি থাকলে, তা বুঝতে পারতে।

তরুণ কহিল—আপনি ভুল বুঝলেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি এখানে চালাকি করবার জন্যে আসিনি। আমি সত্যিই আপনাদের দলে কাজ করতে চাই। বিশ্বাস করছেন না। আচ্ছা, এই দেখুন—তরুণ ক্ষিপ্রবেগে পকেটে হাত পুরিয়া এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠি বাহির করিল এবং গর্ব্বিত ভাবে বলিল—দেখুন! আমি তো অনায়াসেই এটি নিয়ে চ'লে যেতে পারতাম; কিন্তু গেলাম না।

রমণী ব্যগ্রচরণে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিদ্যুতের মতো চকিত গতিতে হারছড়া তরুণের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—কোথায় পেলেন এটা?

ওই দেরাজের মধ্যে ছিল। রাজারাম যখন দরজার বাইরে কোন লোক আছে কি না দেখতে যায়, সেই সময় ওটা সরাই।

রমণী কণ্ঠিটি বারেক নিরীক্ষণ করিয়া তাহা গলায় পরিয়া বলিল—রাজারাম, তুমি দরজার কাছে দাঁড়াও। বসুন তরুণ বাবু, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এই বলিয়া সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৩

তরুণও তীক্ষ্ণ চঞ্চল চোখে অদূরে উপবিষ্টা রমণীকে দেখিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মূল্যবান্ সাড়ীতে আচ্ছাদিত। মুখমণ্ডলের প্রায় সমস্তই মুখোসে ঢাকা শুধু তাহার উন্নত নাসিকা

সুডোল কপালের কিয়দংশ, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম এবং সুগঠিত বাহু যুগলের নিম্নাংশ তরুণের নজরে পড়িল। রমণী একখানি সোফায় আসন গ্রহণ করিয়াছে; ছোরাটি পাশের একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত।

কিছুক্ষণ পরে রমণী কহিল—একটু আগে আপনি আমাকে কুহকিনী নামে সম্ভাষণ করলেন। বোঝা গেল, পুলিস মহলে আমি তাহলে ওই নামেই পরিচিত। যাক্ সে কথা। এখন বলুন দেখি, তরুণ বাবু, কেমন ক'রে আপনি এখানে এলেন? আজ সকালে হাওড়া ষ্টেশনেই বা ঘোরাঘুরি করছিলেন কি উদ্দেশ্যে?

সত্য কথা সহজ ভাবে বলাই এখন শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচনা করিয়া তরুণ বলিল—অত্যন্ত সরল ব্যাপার। বিশ্বাস করুন, গোয়েন্দাগিরি করতে আমি ষ্টেশনে যাইনি। এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে ঘটনাক্রমে রাজারামকে দেখতে পাই। রাজারাম পুলিস মহলে পরিচিত ব'লে তার বাসার সন্ধান করি। পরে অবশ্য কণ্ঠির ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।

রাজারাম বলিল—কিন্তু আমার বাসার সন্ধান তুমি পেলে কেমন ক'রে? দু'একজন ছাড়া কেউ তো···

কুহকিনী ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—তোমায় বলি নি আমি, এ লোকটা তোমায় নাচাচ্ছে! মূর্খ কোথাকার! তুমি কি ভেবেছো সে কথা ও তোমার কাছে বলবে? তুমি যদি ঠিক মত সতর্ক হতে তাহালে এ ব্যাপার ঘট্‌ত না। যাক্; এখন শুনুন তরুণ বাবু! আপনাকে এখন কিছুদিন আমাদের কাছে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। যখন এসেছেন, তখন শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছিনে।

রমণীর কথা শুনিয়া তরুণের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল; মুখে সে নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—যাবার জন্যে তো আমি আসি নি। অবশ্য যদি আপনারা আমায় দলে না নেন, সে আলাদা কথা।

কথা বলিতে বলিতে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমণীর পার্শ্বস্থিত ছোরাটিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; ঐটিকে যদি সে হস্তগত করিতে পারে তাহা হইলে সে এই দুইজনকে কাবু করিয়া অনায়াসেই পলাইতে পারিবে।

কুহকিনী সহসা সুর নরম করিয়া বলিল—আপনাকে দলে পেলে আমাদের সুবিধা হবে জানি; কিন্তু ঠিক মতো আপনাকে বিশ্বাস করতে পার্চ্ছি না।

তরুণ সাগ্রহে বলিল—মুক্তার মালাটা হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিলাম—তাতে আপনাদের সন্দেহ ঘুচ্‌লো না?

ওটা আপনার চালাকি। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, পরদার পাশ থেকে আপনার হাত-সাফাই আমি দেখে ফেলেছি; তাই আমি বলবার আগেই আপনি ওটা বার ক'রে এক চাল্ দিলেন। কিন্তু ওতে আমি ভুলি নি।

তরুণ প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিল। অদূরে ছোরাটি পড়িয়া আছে। দুই হাত আলস্যভরে শূন্যে তুলিয়া সহসা সে ছোরাটি লইবার জন্য সেই দিকে নিজের দেহ রক্ষা করিল। কিন্তু কুহকিনী বোধ হয় তাহার মতলব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল; তরুণের হাত ছোরাটি স্পর্শ করিবার আগেই রমণী বিদ্যুৎবেগে তাহা উঠাইয়া লইল এবং বিপুল অট্টহাস্য করিয়া সবেগে ছোরার পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তরুণের মাথায় আঘাত করিল। তরুণ বিহ্বল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন লইতে রাজারাম তাহার ঘাড়ের

উপর লাফাইয়া পড়িয়া নিমেষমধ্যে তাহাকে অনড় অচল করিয়া দিল। কপালের উপর ছোরার আঘাত পাইয়া তরুণের মাথার ভিতর দপ্ দপ্ শব্দ হইতেছিল; তাহার উপর রাজারাম দেহের 'পরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই পুনরায় তাহার মাথা সজোরে মেঝেয় ঠুকিয়া গিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে ক্ষণকালের জন্য অন্ধ করিয়া দিল।

পিছন হইতে রমণী কহিল—ধ'রে থাকো, রাজারাম।

একটা দড়ি আনিয়া তদ্বারা তরুণকে বাঁধিতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যেই তরুণ শত্রুহস্তে বন্দী হইল।

রমণী বলিল—রাজারাম, ওকে এই চেয়ারে বসাও। চেয়ারে বসানো হইলে রমণী স্বয়ং তাহার পকেট খানাতল্লাস করিতে সুরু করিল। বিপদ বুঝিয়া তরুণ অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হইল এবং বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

রমণী কহিল—কি হ'ল? ছট্‌ফটানি কেন? আরও ঘা কতক চাই নাকি?

তরুণ বলিল—আজ্ঞে না। মাপ করবেন। যা পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। ছট্‌ফট্ করছি এক বিশেষ কারণে।

কি কারণ।

তরুণের ভঙ্গী দেখিয়া রাজারাম হাসিয়া উঠিল; কিন্তু রমণী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল—চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। আমার সঙ্গে চালাকি চল্‌বে না।

দেখিতে দেখিতে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র এবং অবশেষে ফুলচাঁদ-প্রদত্ত নকল-কণ্ঠিটা বাহির হইল। তাহা চোখে পড়িবামাত্র রাজারাম সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—কী তাজ্জব!

কুহকিনী ক্ষিপ্রহাতে নিজের গলা হইতে কণ্ঠি খুলিয়া নকলের পাশে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মিলাইয়া দেখিল, তারপর প্রসন্ন মুখে আসল কণ্ঠিটা পুনরায় গলায় পরিধান করিল।

রাজারাম কহিল—উঃ! কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! আমি তো কিছুতেই...

চুপ করো। এখন বুঝছো, লোকটা কি রকম আয়োজন ক'রে এখানে এসেছিল? এ নকল কণ্ঠি করাতে ওকে কম মেহনৎ করতে হয় নি। তোমার জন্যে এ বাড়ী ছাড়তে হ'ল।

কুহকিনীর কথা শুনিয়া তরুণ বুঝিল, তাহারা এখনি এস্থান পরিত্যাগ করিবে। নকল হারছড়া কোমরে গুঁজিয়া রমণী কহিল—রাজারাম! গোয়েন্দার মুখে কাপড় গুঁজে দাও, যাতে না চেঁচাতে পারে। চল্লাম তরুণ বাবু, কাল সকাল নাগাদ পুলিসে টেলিফোন ক'রে দেব'খন; তারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

দুইজনে প্রস্থান করিলে তরুণ ক্ষণকাল অসাড় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া যখন দেখিল যে কোথাও কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না তখন সে নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

দুই দিকের দ্বার দুইটি বাহির হইতে বন্ধ। মুখ বন্ধ থাকাতে চিৎকার করিবারও উপায় নাই। শুধু এক উপায় আছে,—অদূরে একটা বড় কাচের আলমারি রহিয়াছে। ওই আলমারিটা তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। তরুণ কোন রকমে দেহ টানিয়া আলমারিটার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং শরীরের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। টানা-হেঁচ্‌ড়ানিতে তাহার কাঁধ অসহ্য বেদনায় টন্‌ টন্‌ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার পর সে আলমারির কাঁচের উপর কনুই স্থাপন করিয়া বল প্রয়োগ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের কাঁচখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত কাঁচখণ্ড ভাঙিয়া পড়িল না, কিয়দংশ ভাঙিয়া অবশিষ্ট অংশ ধারালো ফলার মতো খাড়া হইয়া রহিল।

তরুণ ইহাই চাহিতেছিল। সেই কাঁচের উপর দুই হাত স্থাপন করিয়া সে ক্রমাগত হাতের দড়ির গিঁট তাহার সঙ্গে ঘষিতে লাগিল। দুই একবার অসাবধানে হাত সরিয়া গিয়া মাংস কাটিয়া গেল; কিন্তু তাহাতে তরুণের ভ্রূক্ষেপ নাই। আশু মুক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া সে উৎফুল্ল অন্তরে হাত ঘষিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই হাত মুক্ত করিয়া দেহের অবশিষ্ট বাঁধন খুলিয়া তরুণ প্রথমে দ্বার দুইটি পরীক্ষা করিল। দুইটা দরজাই বন্ধ। তখন, ঘরের কোণে যে পরদা ঝুলিতেছিল এবং যে পরদার অন্তরাল হইতে কুহিকিনী আবির্ভূতা ও অন্তর্হিতা হইয়াছিল সেই পরদার দিকে সে ধাবিত হইল।

তাহার অনুমান সত্য। পরদার পিছনে একটি ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে। সাধারণ লোকের চোখে সেটি একটি দেওয়াল, কিন্তু তরুণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহার অসল রূপ অনুদ্ঘাটিত রহিল না। দরজাটি পাতলা কাঠের তৈরী। চাড় দিতেই সশব্দে তাহা চিরিয়া গেল এবং ভিতরে হাত গলাইয়া সে তাহার অর্গল খুলিয়া ফেলিল।

পিছনে এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ। এ-পথ কোথায় শেষ হইয়াছে? সেই অন্ধকার পথের ভিতর পা বাড়াইয়া তাহার

দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই সর্পিল পথের শেষে তাহার জন্য কি অপেক্ষা করিতেছে, কে জানে! কিন্তু এখন আর পিছাইয়া যাওয়া চলে না। পথ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়াছে। মিনিট তিনেক পরে সে যেখানে গিয়া দাঁড়াইল, তাহা একটি রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎ ভাগ। আশে পাশে ইলেক্‌ট্রিকের তার ঝুলিতেছে; অদূরে শাদা স্ক্রীন্ টাঙানো।

সন্তর্পণে পরদার আড়ালে উপস্থিত হইয়া তরুণ দেখিল, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগার; শ'খানেক চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। অন্ধকার প্রেক্ষাগারের পিছনে আলোকিত কক্ষ হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সে বুঝিল, ইহাই মাতঙ্গী-বর্ণিত রাধিকানারায়ণের হোটেল-সংযুক্ত প্রমোদ ভবন—"রঙ্-মজলিস্"! রঙ্-মজলিসের সহিত রাজারামের বাসভবনের গুপ্ত যোগ আছে। বোধ হয়, প্রয়োজন হইলে রঙ্-মজলিসের আড্ডাধারীরা এই গুপ্ত পথ ব্যবহার করে

অদূরে লোকজনের সাড়া পাইয়া সে সতর্ক পদক্ষেপে গুপ্ত পথে পুনরায় রাজারামের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। ঘরটি খানা-তল্লাস করিতে হইবে। আসবাবের মধ্যে ছিল একটি দেরাজ এবং একটি কাঁচের আলমারি। আলমারি শূন্যগর্ভ। দেরাজের মধ্যে কাপড় চোপড় ছাড়া অন্য জিনিষ নাই।

ঘরের কোণে ব্র্যাকেটের উপর টেলিফোন রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। টেলিফোনের কাছে গিয়া রিসিভার উঠাইয়া সে থানার কমিশনরের নম্বর বলিল।

টেলিফোন করিবার মিনিট পনেরোর মধ্যেই এক টেলিগ্রাফ

পিওনের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফটিক আসিয়া হাজির হইল। উপরে উঠিয়া বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে হাঁকিল—তার হ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে দরজার শিকল পড়িয়া গেল।

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তরুণ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, দ্বার খুলিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া বলিল—ওরে বাস্‌রে! এ যে রীতিমতো পিওন। হঠাৎ ছদ্মবেশ...

তাহাকে বাধা দিয়া ফটিক কহিল—তাহলে কি ধড়াচুড়ো পরে সব্বাইকে জানাতে জানাতে আসবো যে আমি স-সঙ্গী তরুণ উদ্ধারে চলেছি?

তা বটে! সঙ্গীদের ঠিক জায়গায় রেখেছো তো?

সে আর আমায় বলতে হবে না। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলত? মারধোর খেয়েছো দেখছি! আবার কি কোন স্ত্রীলোকের পিছু নিয়েছিলে নাকি?

তরুণ তাহার পরিহাস উপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কমিশনর কিছু বলেনি তোমায়?

ফটিক বলিল—বিশেষ কিছু না। শুধু জানালেন যে তুমি নাকি 'কুহকিনীর' সাক্ষাৎ লাভ করেছো এবং তার কাছে বোকা বনেছো।

কতকটা ঠিকই বলেছেন—শোন:

তরুণের কাহিনী শুনিয়া ফটিক বলিল—যাক্, অল্পে রেহাই পেয়েছো দেখে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এইমাত্র থানায় কি খবর পেলাম জানো?

কি?

তোমার বিশ্বাসী চর মাতঙ্গীচরণ অদৃশ্য শত্রুদের হাতে জখম

হ'য়ে হাঁসপাতালে গেছে। ও বলছে যে গুণ্ডারা নাকি ওকে অন্যলোক ভেবে ভুল ক'রে মেরেছে।

তরুণ চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলিল—তাই নাকি! কে জানে!

৪

রাধিকানারায়ণের নামে কোন সঠিক অপরাধের বিবরণ থানার খাতায় না থাকিলেও তাহার প্রমোদ-ভবন রঙ্-মজলিসের উপর পুলিসের বহুদিন হইতেই নজর আছে। তাহার কথা শুনিয়া ফটিক উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—তা ওখানে লুকিয়ে থাকার কি দরকার? চল না, প্রকাশ্যভাবেই হানা দি?

তরুণ ব্যগ্রভাবে বলিল—না না; তাতে সব কাজ পণ্ড হবে। আমার বেশ মনে হচ্ছে, এই নৈশ-আড্ডার সঙ্গে কুহকিনী এবং রাজারামের যোগ আছে; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে হানা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। আমি একাই যাব। তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে কাছাকাছি থাকো। বাঁশীটা আমায় দাও; বাজালেই তোমরা আক্রমণ করবে।

ফটিক কহিল—বেশ, আমরা গলির মোড়েই রহিলাম। কিন্তু তোমায় তো ওরা সহজেই চিন্‌তে পার্‌বে? তার চেয়ে একটা ভূমিকা নিলে হ'ত না?

সে সময় নেই। যেমন-তেমন ভাবে ছদ্মবেশ পরলে তাতে কাজ হবে না। সহজেই ধরা প'ড়ে যাব। তার চেয়ে নিজ মূর্ত্তি ধ'রে যাওয়াই ভাল।

রাস্তায় নামিয়া ফটিক তাহার দুই অনুচর লইয়া প্রস্থান

করিল। তরুণ ধীর মন্থর পদে স্প্রিং-এর কাটা দরজা ঠেলিয়া রঙ্-মজলিসের ভিতর প্রবেশ করিল।

সম্মুখে অনতি প্রশস্ত হল ঘর। তাহার ভিতর যে দুই চার জন নর-নারী বসিয়াছিল, তাহারা তরুণের আগমন লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করিল না। তরুণ হলের এক পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল।

অদূরে দেওয়ালের গায়ে কালো একখানা বোর্ড ঝুলিতেছে। আজ রাত্রি বারোটার সময় যে বায়োস্কোপ হইবে তাহারই বিজ্ঞাপন তাহার উপর খড়ি দিয়া আঁকা। হলঘরটি রঙ্-মজলিসের ভোজন-কক্ষ। বেহারা আসিয়া তরুণের সম্মুখে দাঁড়াইতেই খাদ্যতালিকা দেখিয়া সে তাহাকে পরোটা এবং মাংসের তরকারি আনিতে আদেশ করিল।

খাদ্যতালিকাটিকে চোখের সুমুখে রাখিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রঙ্-মজলিসে নানা জাতীয় লোক আসা যাওয়া করে। যাহারা বসিয়া আলাপ করিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি মুসলমান স্থূলাঙ্গী রমণী ছাড়া অপর সকলেই পুরুষ; কেহ বা কোট-পাৎলুন পরিহিত; কাহারো অঙ্গে নিভাজ হিন্দুস্থানী পোষাক শোভা পাইতেছে। হলের পাশে একটি বন্ধ-দ্বার ঘরের ভিতর হইতে বহুতর লোকের কলগুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে। সেই ঘরটি দেখিবার জন্য তরুণের চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

পিছন হইতে অকস্মাৎ নারীকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—একী! উঠে পড়লেন যে? বেহারা যে খাবার নিয়ে আসছে!

চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া তরুণ দেখিল, থামের পাশে দাঁড়াইয়া

এক অনিন্দ্যসুন্দর রমণীমূর্ত্তি! কুহকিনী? না, এ অন্য স্ত্রীলোক! কুহকিনীর কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ এবং মোটা; তদ্ব্যতীত এ রমণী কুহকিনী অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী; মাথার কেশরাজীও অন্যরূপ। সম্ভবতঃ এ রমণী এই নৈশ আড্ডার বিলাসিনী। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত তরুণের পূর্ব্বেও দুই একবার পরিচয় ঘটিয়াছে। নিজেকে প্রস্তুত করিয়া হাসিমুখে সে কহিল—চ'লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াইনি। তোমারই মতো একজন সঙ্গিনীর জন্যে উঠেছিলাম। এসো; বসা যাক।

রমণী দুই চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া তরুণ প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। তরুণ বলিল—এখানে আজ এই প্রথম এলাম। কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি; অবসর একদম্ পাই না। তুমি বুঝি এইখানকার...

তাহার অসমাপ্ত কথা যুবতী সম্পূর্ণ করিল—হ্যাঁ, আমি এখানকার গায়িকা। আজ বায়োস্কোপ হবে, কাল আমার নাচ গানের পালা।

রমণীর বেশভূষার ভঙ্গী হিন্দুস্থানীর মতো; কিন্তু কথায় তাহার কোন রেশ নাই। তরুণ প্রশ্ন করিল—তুমি বাঙালী তো?

রমণী বলিল—কি মনে হয়?

বাঙালীই। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। দেখবোই বা কোত্থেকে বল; মার্চ্চেণ্ট্ আপিসের কেরাণী আমি—এসব স্থানে আসবার সৌভাগ্য তো বড় একটা হয় না! আমার নাম—তরুণ গুপ্ত।

রমণী কহিল—আমার নাম কৃষ্ণকুমারী। আগেই তো বলেছি, আমি এ মজ্‌লিসের মাইনে করা গায়িকা। এখন বলুন দেখি, কার সঙ্গে লড়াই ক'রছিলেন?

তরুণ হতচকিত হইয়া বলিল—লড়াই! কৈ না তো?

কৃষ্ণকুমারী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কপালের ওপর, হাতের মণিবন্ধে স্পষ্ট দাগ রয়েছে; তবু বলছেন, না?

তরুণ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—ও এই! তা এ লড়াই নয়—হঠাৎ খানায় পড়ে গিয়েছিলাম।

তাই নাকি! বোধ হয় তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। যাক, এবার থেকে আর একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তরুণ কহিল—আদেশ শিরোধার্য্য। আচ্ছা, এখানে কি মোট এই ক'জন লোক আসে? না, আরও এসেছিল। কাজ সেরে চলে গেছে?

যুবতী মাথা দুলাইয়া বলিল—কত লোক আস্‌ছে, যাচ্ছে। কে কার খোঁজ রাখে বলুন।

বেহারা আসিয়া তরুণের সম্মুখে আহার্য্য স্থাপন করিল। কৃষ্ণকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া তরুণ বলিল—তোমার জন্যেও কিছু আনতে বলি?

ধন্যবাদ, দরকার নেই। আমি এইমাত্র খেয়েছি।

বেহারা চলিয়া গেল। তরুণ কৃষ্ণকুমারীর দিকে তাকাইয়া বলিল—এখান ছাড়া আর কোথায় তোমার দেখা পাবো, বল। তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে।

কৃষ্ণকুমারী হাসিমুখে বলিল—খুবই সু-সংবাদ বটে। আমার দেখা এইখানেই পাবেন; আর কোথাও নয়। রঙ্-মজলিসের বাহিরে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সে কি কথা! তরুণ বিস্মিত হইল। এ রমণী প্রথম হইতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে; অথচ তাহার ব্যবহারের কোনরূপ

দূরত্বের সঙ্কোচ নাই। কে এ? নৈশ-আড্ডার এক সামান্য নাচওয়ালী বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু সেই কি তাহার সত্যকারের পরিচয়!

কৃষ্ণকুমারী তরুণের এই বিহ্বলভাব লক্ষ্য করিল। কহিল —কী ভাবচেন? অন্য কারুর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

মোটেই না—মোটেই না। আচ্ছা, কৃষ্ণকুমারী, ওই ঘরটায় কি হচ্ছে?

সহজভাবে যুবতী বলিল—ওখানে জুয়াখেলা হচ্ছে। পকেটে রেস্ত যদি থাকে ঢুকে পড়ুন।

চল। দু'জনে যাই।

আসুন।

জুয়ার ঘরে পাঁচ সাত জন লোক নিজেদের খেলায় মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। তরুণ ও কৃষ্ণকুমারী ভীড় ঠেলিয়া টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবতী তরুণের কানে কানে বলিল—খেলুন।

তরুণ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহা কৃষ্ণকুমারীর হাতে দিয়া বলিল—তুমি ধর।

যুবতী অবহেলাভরে নোটখানি একটা নম্বরের উপর স্থাপন করিল। একজন পাশা গড়াইয়া দিল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—তরুণের নম্বর উঠিয়াছে। দশ টাকায় তরুণ একশো পঁচিশ টাকা লাভ করিল?

রমণী কহিল—এইবার আপনি নিজে খেলুন। আমি চল্লাম।

টাকাগুলি পকেটে রাখিয়া তরুণ বলিল—তুমি আমার ভাগ্য লক্ষ্মী! তুমি যদি পাশে না থাকো, তা'হলে খেল্‌বো না।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাহির হইবার পূর্ব্বে তরুণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার সমগ্র কক্ষটি দেখিয়া লইল। বাহিরে আসিয়া সে কৃষ্ণকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, ওরা তো বেআইনী ভাবে জুয়া খেলচে, পুলিস যদি হানা দেয় তাহলে ওরা কেমন ক'রে ছক আর টেবিল লুকোবে?

যুবতী তরুণের মুখের দিকে বক্র দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—ওসব আমার এলাকার বাইরে! আপনি অত্যন্ত কৌতূহলী দেখছি। অত যদি জানতে চান তাহলে 'পুলিস', 'পুলিস' ব'লে চেঁচিয়ে দেখুন না, ওরা কি করে।

তরুণ তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া বলিল—যাক্ গে ওসব কথা; এখন বল, কোথায় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

কৃষ্ণকুমারী হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি তো প্রায়ই আপিস অঞ্চলে ঘোরা ফেরা করি, একদিন আপনার আপিসে দেখা করব। কোথায় আপনার আপিস? কি নাম?

যুবতীর প্রশ্ন শুনিয়া তরুণ নিমেষের জন্য বিহ্বল হইল; বারেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল—আমার আপিসের নাম প্রেস্‌লাণ্ড্ কোম্পানী; ...নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দোতালায় আপিস। এখন বল, তোমার ঠিকানা কি?

কিন্তু যদি আমি বলি, আপনার নামটি ছাড়া কোন কথাই বিশ্বাস করলাম না—তাহলে?

তরুণ বলিল—বিশ্বাস না করবার কারণ জানতে পারি কি?

কারণ সমস্তই আপনি মিথ্যা বলছেন। নামটা আপনার তরুণ গুপ্ত সত্য। কিন্তু আপনি পুলিসের লোক। আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন শুনবেন?

তোমার সন্ধানে বোধ হয় ?

রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল—না আমার সন্ধানে এলে আপনাকে থানায় পড়ে হাত পা কাটতে হ'ত না এটা সত্য। আমি বোধ হয়, দুই নম্বর শিকার।

তোমার অনুমান সত্যবলে আমি স্বীকার করলাম। কিন্তু নিজের পরিচয় এমন ক'রে গোপন রাখবার কারণ কি ?

আমার অনুমান নয়—সমস্তই সত্য বলুন। কিন্তু আমার মত একজন নাচওয়ালীর খবর নেবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? মাত্র কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নয় বোধ হয়।

তাই যদি সত্যই হয়—তাহলে কি প্রকৃত পরিচয়টা আমি পেতে পারিনা ?

নিশ্চয় পারেন। আমার প্রকৃত পরিচয় আপনাকে দেবার প্রয়োজন যে আমারই বেশী তরুণবাবু। কিন্তু সে এখানে নয়। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে। রাজী আছেন ?

তরুণ জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া প্রশ্ন করিল আপনার প্রয়োজন ! তার মানে ?

কৃষ্ণকুমারী বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—আপনাকে রূপমুগ্ধ করবার জন্যে নয় সত্য—আরো কোন কারণও ত থাকতে পারে।

অকস্মাৎ তরুণের মনে হইল, এ নারী হয়ত দুরাত্মা দলের অন্তর্ভুক্তা ; ইহার সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়ত নিরাপদ নয়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সে কবে তাহার ইপ্সিত সন্ধান হইতে বিরত হইয়াছে ? এ নারীর পরিচয় তাহাকে জানিতেই হইবে। কহিল—হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। যতক্ষণ

না তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই, ততক্ষণ তোমার সঙ্গ ছাড়বো না।

কৃষ্ণকুমারী বলিল—আপনার জেদ্ তো খুব দেখ্ছি। আসুন, যাবার আগে একটা জিনিষ দেখাই।

তরুণকে লইয়া রমণী জুয়ার ঘরে ঢুকিল। কি আশ্চর্য্য, সে ঘরে কোন লোকজন তো দূরের কথা, টেবিল চেয়ার এবং অন্যান্য আসবাবপত্র কিছুই নাই। শূন্য ঘর যেন তরুণকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল।

তাহার বিস্মিত মুখাবয়ব লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকুমারী ঈষৎ নিম্ন-কণ্ঠে বলিল—ওরা জানতে পেরেছে যে, এ বাড়ীর আশেপাশে পুলিস ঘোরা ফেরা করছে—যে কোন মুহূর্ত্তে হয়ত হানা দেবে। গোয়েন্দাই হোন বা কেরাণীই হোন, এখন এখান থেকে চট্‌পট্ স'রে পড়াই ভাল। আসুন আমার সঙ্গে।

কৃষ্ণকুমারী তরুণকে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অন্য এক দ্বার দিয়া সদর রাস্তায় উপস্থিত হইল। অদূরে ফটিক আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তরুণ তাহাকে কোন ইঙ্গিত করিবার সময় পাইল না। নিকটে যে ট্যাক্সীখানি দাঁড়াইয়াছিল কৃষ্ণকুমারী তরুণকে তাহার ভিতর তুলিল। নিমেষে ট্যাক্সী ছুটিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ীর গদির উপর দেহ এলাইয়া দিয়া শ্রান্তকণ্ঠে রমণী বলিল—এত অল্পে নিষ্কৃতি পেলেন ব'লে ভগবানকে ধন্যবাদ দিন তরুণবাবু! আর-একটু হ'লেই অত্যন্ত বিপদে পড়তেন!

ড্রাইভারের প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ রোডের একটি ঠিকানা বলিয়া যুবতী চিন্তামগ্নভাবে মৌন মুখে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া রহিল; সারাক্ষণ তরুণের সহিত একটি কথাও বলিল না। তাহার আচরণের মধ্যে এ পরিবর্ত্তন তরুণের নজর অতিক্রম করিল না। হোটেলে সে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো কথা কহিয়াছে, হাসিয়াছে, তাহার সহিত পরিভ্রমণ করিয়াছে কিন্তু এখন সে যেন অতি দূরের মানুষ; তাহার নাগাল পাওয়া ভার।

গাড়ী আসিয়া একখানি সুগঠিত দ্বিতল বাটীর বারান্দার তলায় দাঁড়াইল। বিস্মিত তরুণ দেখিল, এক বিশালকায় গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত দ্বারবান দেউড়ি হইতে নীচে নামিয়া আসিল। যুবতী তরুণকে লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

নিম্নতলে বড় একটি হলঘর; তাহার মধ্যে কয়েকখানা সোফা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যুবতী বলিল—আসুন; ওপরে আমার ঘর।

যন্ত্র চলিতের মতো তরুণ গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে দ্বিতলে উঠিয়া একটি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরটির দেওয়ালে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর তৈল চিত্র। আসবাব পত্রের বাহুল্য নাই। যুবতী কহিল—বসুন তরুণ বাবু।

নিকটস্থ একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া তরুণ মনের বিস্ময় যাহাতে মুখে না প্রকাশ পায় তজ্জন্য দেওয়ালে-টাঙানো নিকটস্থ ছবির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

একজন দাসী ঘরে ঢুকিল। রমণী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—রাধে! বাড়ীতে একজন নতুন অতিথি এসেছেন। এত রাত্রে তাঁকে তুমি এখন কি খাওয়াতে পারো?

দাসী সবিনয়ে বলিল—যা হুকুম করবেন, তাই ক'রে দিতে পারি।

বটে! আচ্ছা, বলুন তো তরুণ বাবু, কি খাবেন? তরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—শুধু এক গ্লাস জল্।

আর কিছু নয়?

না। হোটেলে যথেষ্ট খেয়েছি।

আচ্ছা; তাহলে তুমি যাও রাধে। জল এইখানেই আছে।

ঘরের কোণে রক্ষিত একটি জয়পুরী কলসী হইতে রমণী জল গড়াইয়া তরুণকে দিল। তাহা পান করিয়া আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া তরুণ বলিল—আঃ বাঁচলাম।

রমণী কহিল—এইবার, আমার ঠিকানা তো পেলেন, এখন বলুন, আমার সম্বন্ধে কি ভাবচেন?

পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিয়া তরুণ বলিল—ভাবছি অনেক কথাই। কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করছি না। তবে একথা ঠিক যে কৃষ্ণকুমারী দেবী একজন সাধারণ নর্ত্তকী নয়। অন্য পরিচয় আছে। সেটাই জানতে বাসনা। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কেন আমাকে এখানে আনা হ'ল?

সে তো অত্যন্ত সহজ কথা। আপনি আসতে চেয়েছিলেন তাই। তাছাড়া, দেখলাম আপনি ওখানে থাকলে শীঘ্রই অত্যন্ত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। সে কারণেও আপনাকে অত তাড়াতাড়ি

ওখান থেকে সরিয়ে আনলাম। আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলেই আপনার বিপদ ঘট্‌ত। আপনি বাইরে পুলিস রেখে ভিতরে ঢুকেছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমি ইচ্ছা করিনা যে পুলিস রঙ্‌-মজলিসে হানা দিক। আপনি আমার সঙ্গে দুচারটে কথা বলবার পরেই আমি বুঝেছিলাম যে আপনি একজন গোয়েন্দা। আপনার অনর্গল প্রশ্ন এবং অসংযত কৌতূহলই আপনাকে আমার কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া আমাদের স্বত্বাধিকারী রাধিকানারায়ণ থামের আড়াল থেকে যেভাবে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আপনাকে দেখছিল, তাতে আমার সন্দেহ বাড়ছিল বৈ কম্‌ছিল না।

তরুণ বলিল—আমি যে সত্যিই একজন গোয়েন্দা একথা বোধহয় আর গোপন করবার প্রয়োজন নেই।

রমণী হাসিয়া বলিল—বলবারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। আচ্ছা, তরুণ বাবু মেয়ে-গোয়েন্দার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

তরুণ বলিল—বিশেষ ভালো অভিমত নেই। দু-একজনের নাম শুনেছি বটে। আমাদের পুলিসেও আছেন কয়েকজন। কিন্তু কারুর দ্বারা কোন বড় কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে ব'লে শুনি নি। আমাদের ও-কাজ বড্ড শক্ত, ভয়ানক বিপদ; এসব কাজে—

মেয়েদের যোগ্যতা কম। কেমন, এই তো আপনি বলতে চান? কিন্তু যদি সুযোগ পাই, দেখিয়ে দেব, মেয়েরা কোন অংশেই অযোগ্য নয়।

তরুণ কতক বিস্ময়ে কতক কৌতূহলে বলিল—আপনি তাহলে একজন...

হ্যাঁ; আমি একজন সখের মেয়ে-গোয়েন্দা। তা'হলে সব কথা খুলেই বলি। আমার বাবা ছিলেন, বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তিনিই চন্দ্রগড়-মহারাণীর এক মহামূল্য মুক্তার কণ্ঠি বীমা করিয়েছিলেন; সেই কণ্ঠি চুরী গেছে। বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, এই ধরণের গোয়েন্দাগিরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে দেখবো, আমরাও একাজ পারি কি না। সুবিধা পেয়ে ইন্সিওর কোম্পানীর তরফে আমি কণ্ঠি-চুরীর তদন্ত আরম্ভ করেছি। আমার বাবার সঙ্গে কমিশনর সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে। বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সে আসবার আগে বাবা ছিলেন সিঙ্গাপুরে। ছেলেবেলায় মা মারা গেছেন। আমার পনেরো-ষোল বছর সিঙ্গাপুরের এক কন্‌ভেণ্টে কেটেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি আপনাদের সাধারণ প্যানপেনে নির্জ্জীব বাঙালী লবঙ্গ লতিকা মেয়ে নই।

তরুণ প্রশংসা-মুগ্ধ নেত্রে মেয়েটির কথা শুনিতেছিল; শেষ হইলে স্মিত মুখে বলিল—তা খুবই বুঝতে পারছি; এবং এও বুঝছি যে নিজের সুখ্যাতি নিজের মুখে ঘোষণা করতে আপনি অদ্বিতীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আসল নামটাই এখনো জানা গেল না।

রঞ্জিত-স্মিত মুখে যুবতী উত্তর দিল—আমার নাম মণিকা। আমার বাবার নাম—চিত্তরঞ্জন রায়। রঙ্‌-মজলিশে আমি কৃষ্ণ-কুমারী নামে পরিচিত।

তরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার নাম আমি শুনেছি।

মণিকা সহাস্যে বলিল—তাই নাকি! তাহলে আমাকে দেখে মেয়ে গোয়েন্দা সম্বন্ধে কি হতাশ হলেন?

না। তা হই নি। তবে কি জানেন, এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনার দ্বারা কাজের কোন সুবিধা হবে কি না।

মণিকা বলিল—আচ্ছা দেখাই যাক। ফলেন পরিচয়তে! গত দু-তিনটি ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে দল এই সকল দস্যুবৃত্তি করছে তাদের পিছনে আছে এক নারী। সেই নারীকে করায়ত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। খবরাখবর নিয়ে জেনেছি রঙ্-মজলিশে তার গতিবিধি আছে।

তরুণ বলিল—হ্যাঁ, স্থানটি তার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, তাতে আর সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ। সেখানে সে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের নানাবিধ আদেশ দেয়। তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই আমি ওখানে গায়িকা এবং নর্ত্তকীর ভূমিকা নিয়ে যাতায়াত করি। ওরা সকলেই আমাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে; আজো কেউ সন্দেহ করে নি।

তরুণ সাগ্রহে কহিল—কুহকিনীর আসল পরিচয় জান্তে পেরেছেন কি?

না। এখনো পারি নি। আমার বিশ্বাস, তার প্রধানতম সহকারীও তা জানে না।

তাকে দেখেছেন?

আপনি দেখেছেন কি?

তরুণ বলিল—হ্যাঁ, আমি দেখেছি দুবার। একবার হাওড়া ষ্টেশনে; আর একবার রাজারামের বাড়ীতে।

মণিকা কহিল—আচ্ছা, তাহলে আমি আপনাকে একটা জিনিষ দেখাবো। পাঁচ মিনিট সবুর করুন।

মণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল এবং এক রমণী-মূর্ত্তি নম্র পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই তরুণ চিনিতে পারিল; সেই নীল শাড়ী; পায়ে সেই লাল চামড়ার চটি; দুই কানে সেই চাঁদ-আঁকা ঝুম্‌কা;—'কুহকিনী' তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

বিস্ময়ে অস্ফুট উক্তি করিয়া তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল; কুহকিনী মুখের আবরণ আরও একটু টানিয়া দিয়া মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল—তাহলে আবার সাক্ষাৎ হ'ল!

সেই কণ্ঠস্বর! তরুণ এক লাফে দ্বারের কাছে গিয়া কুহকিনীর পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া ক্রূরকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ, আবার সাক্ষাৎ হল এবং এবার আর সহজে তোমকে ছাড়চিনে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কুহকিনীর হাত ধরিতে উদ্যত হইল; এমন সময় তীক্ষ্ণ চটুল হাসিতে সহসা সে যেন নিদ্রোত্থিতের মতো চমকিয়া উঠিল। মুখোস খুলিয়া মণিকা কহিল—স্ত্রীলোকের সামনে নিজেকে অতটা অপ্রকৃতিস্থ করবেন না তরুণ বাবু। সেটা আপনার ন্যায় স্বনামধন্য গোয়েন্দার পক্ষে শোভাও পায়না এবং উচিতও নয়।

৬

বিস্ময়ের ঘোর অপনোদিত হইলে তরুণ প্রশংসাদীপ্ত কণ্ঠে বলিল—আশ্চর্য্য! আমাকে আপনি অভিভূত করে দিয়েছেন।

মাথার পরচুলা প্রভৃতি খুলিয়া মণিকা হাসিমুখে বলিল—একমাস ধরে চেষ্টা ক'রে ছদ্মবেশটি তৈরী করেছি, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত কারুর ওপর পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাই নি। মনে করছি, এই ছদ্মবেশে একদিন রঙ্-মজলিশে যাব। কিন্তু আপনি বলুন, কেমন করে আজ হঠাৎ রঙ্-মজলিশে এসে উপস্থিত হলেন? আমার মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

তরুণ কহিল—কুহকিনীর কাছ থেকে কিছু সম্ভাষণ পেয়েছি কপালে তারই চিহ্ন। বলিয়া সে রাজারামের গৃহে গিয়া যে ভাবে বন্দী হইয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই কাহিনী বিবৃত করিল।

মণিকা চিন্তিত কণ্ঠে বলিল—তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে ভাল কাজ করেন নি। কুহকিনী সাধারণ দস্যু-রমণী নয়। সর্ব্ব দিকে তার চোখ। সে নিশ্চয়ই আপনার পিছনে লোক লাগিয়েছে। হয়ত তারা ইতি মধ্যে আপনার পিছু নিয়েছে।

তরুণের চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখিয়া মণিকা কহিল—বিশ্বাস করছেন না, আমি আপনাকে হাতে হাতে তার প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি; আসুন আমার সঙ্গে।

তাহাকে রাস্তার ধারের একটি অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া মণিকা গবাক্ষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিল—মনে করেছিলাম,

কেউ আমাদের অনুসরণ করে নি; কিন্তু আসলে তা নয়, সম্ভবত ট্যাক্সী-ড্রাইভারটা ওদেরই চর। ওই দেখুন।

অন্ধকার গবাক্ষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তরুণ দেখিল—পথের বিপরীত ফুটপাথে দুইটা লোক আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত করিয়া পায়চারী করিতেছে এবং মাঝে মাঝে মণিকার বাড়ীর দিকে দৃষ্টি ফেলিতেছে।

সে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—বুঝেছি। এতরাত্রে এভাবে ঘোরা বেআইনী। আমি এখুনি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েদিচ্ছি! আপনার এখানে টেলিফোন আছে?

মণিকা তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল—তা আছে। কিন্তু টেলিফোন করতে আমি দেব না; আমার নিজের দিকটাও তো দেখতে হবে। আপনি এখন পুলিসে খবর দিলে ওরা নিশ্চয়ই মনে করবে, আপনার সঙ্গে আমার যোগ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বিশ্বাস আমি হারাবো এবং আমার চাকরী কাল থেকেই থাকবে না।

তরুণ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—আপনার কথা যুক্তিহীন নয়। কিন্তু আমাকে তো বাড়ী ফিরতে হবে। তখন যে…

মণিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছোট্ট সুদৃশ্য পিস্তল বাহির করিয়া তরুণের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—এটি আপনাকে উপহার দিলাম। ওদের ব্যবস্থা পরে করছি। এখন, আমাদের মধ্যে কিছু কাজের কথা আলোচনা করা যাক। আমার বোধ হচ্ছে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। কাল রাত্রে কুহকিনী রঙ্-মজলিশে হাজির হবে।

তরুণ প্রশ্ন করিল—আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?

মাথাটা একটু পরিষ্কার করুন তরুণ বাবু—যে কুহকিনীকে আপনি কিছুক্ষণ আগে দেখলেন সেই কাল রঙ-মজলিশে যাবে। সেখানে গিয়ে আমি ম্যানেজার রাধিকানারায়ণের সঙ্গে কথা কইব, বল্‌ব—রাধিকাবাবু! আপনি আমার বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে বলে দিন তো, ফিরতে আমার দেরী হবে। রাধিকা টেলিফোন করলে, নম্বরটি আমি মুখস্থ ক'রে নেব। তখন কুহকিনীর ঠিকানা জানা আমাদের পক্ষে বিশেষ শক্ত হবে না। আমার এই প্ল্যান্‌ সম্বন্ধে কি বলেন?

তরুণ বলিল—শুনতে মন্দ নয়; কিন্তু এর মধ্যে গলদও যথেষ্ট আছে। ধরুন, যদি ঠিক সেই সময়ে কুহকিনী মজলিশে উপস্থিত হয়; তাছাড়া রাধিকা বাড়ীতে ফোন করলে কুহকিনী যদি নিজেই ফোন ধরে,—সেক্ষেত্রে আপনি যে বড়ই বিপদে পড়বেন।

মণিকা হাসিয়া বলিল—তখন আপনি আছেন।

তারপর সুর বদ্‌লাইয়া বলিল—একটু আধটু বিপদের সম্ভাবনা থাকবে বৈকি। আমার মনে হয়, কুহকিনী দিন কয়েক এখন রাধিকার আড্ডায় আসবে না। বাড়ীতে থেকে যদি নিজে ফোন ধরে তার জন্যে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই; যে কোন রকমেই হোক, তার ঠিকানাটা জানতেই হবে। আপনি মজলিশের বাইরে থাকবেন, দরকার হলে আপনাকে ডাক দেব।

তরুণ দেখিল, মণিকা কুহকিনীর ছদ্মবেশে রঙ-মজলিশে যাইবার জন্য বদ্ধ পরিকর; এখন আর তাহাকে বাধা দিয়া লাভ নাই। ইহা ভাবিয়া সে তাহার সহিত আরও বিশদ ভাবে

বিষয়টি আলোচনা করিল; তারপর বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া জানালার কাছে আসিয়া দেখিল, লোকদুইটা তখনো পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া মণিকা বলিল —এখনো ওরা অপেক্ষা করছে। আপনি পাঁচ মিনিট দেরী করুন; আমি ওদের ব্যবস্থা করছি।

মণিকা টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া একটা নম্বর বলিল, তারপর মিনিটখানেক পরে কথা আরম্ভ করিল—হ্যাল্লো .. রঙ-মজলিশ? রাধিকাবাবু আছেন? ও আপনিই...আমি কৃষ্ণকুমারী কথা বলছি, হ্যাঁ...দেখুন, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে একজন লোক ছিল, দেখেছিলেন তো...হ্যাঁ ..আমি জানতে পেরেছি লোকটা একজন গোয়েন্দা!

তাহার কথা শুনিয়া তরুণ চম্‌কাইয়া উঠিল; হাত নাড়িয়া তাহাকে বিচলিত হইতে বারণ করিয়া মণিকা বলিতে লাগিল— অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিলাম, আপনাকে জানাবো। লোকটা আড্ডায় আমায় একশো রকম প্রশ্ন করেছে অবশ্য আমি তার একটারও ঠিক জবাব দিই নি; তারপর বল্লে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে; উপায়ান্তর না দেখে আমাকে এক বান্ধবীর বাড়ী এসে উঠতে হ'ল ..নিজের বাড়ীতে নয়! পাগল, নিজের বাড়ীতে কখনো যাই...এ আমার এক বন্ধুর বাড়ী। তারপর শুনুন, এখানে এনে লোকটাকে খুব মদ খাইয়ে দিয়েছি...হ্যাঁ, খুব। লোকটা গাধার মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তার সব কথা জেনে নিয়েছি; হ্যাঁ আমাকে বিশ্বাস করুন...কোন ভয় নেই। কাল সকালে দেখা করব...হ্যাঁ; খানিক বাদে চাকর দিয়ে লোকটাকে রাস্তায় বের ক'রে দেবো'খন...হ্যাঁ...গুডনাইট।

রিসিভার রাখিয়া তরুণের ক্ষুব্ধ বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া সহাস্যে মণিকা বলিল—রাগ করবেন না, তরুণ বাবু! ম্যানেজারকে আমি এমন কোন কথাই বলি নি, যা সে জানে না বা অনুমান করেনি। ওদের সঙ্গে সরল ভাবে কথা বলাই ভাল। আজকের ঘটনার পর আপনি আর কোন দিনই আড্ডায় যেতে পারতেন না; কিন্তু আমায় যেতেই হবে, তাই আমার কেস্ পাকা ক'রে রাখলাম। এখন তর্ক না ক'রে চুলগুলো উস্কোখুস্কো ক'রে মাতাল হোন দেখি, আমি আপনাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিই।

মণিকার উপদেশ মতো তরুণ জামার বোতাম খুলিয়া, মাথার চুল ঝুলাইয়া টলিতে টলিতে তাহার বাড়ী হইতে পথে নামিল। লোকদুইটা তখন অদূরে দাঁড়াইয়া বলাবলি করিতেছিল—দেখেছিস্, বেটা একেবারে বুঁদ হ'য়ে গেছে। কর্ত্তা ঠিকই বলেছে, ঝানু মেয়ে কৃষ্ণকুমারী!

টলিতে টলিতে ডানদিকে একটা গলি দেখিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া তরুণ অদৃশ্য হইল।

৭

পরদিন থানায় আসিয়া তরুণ কমিশনরের সহিত দেখা করিয়া গতরাত্রের ঘটনাবলী বিবৃত করিল। শুনিয়া কমিশনর বিশেষ কোন মন্তব্য করিলেন না; শুধু বলিলেন যে, তরুণ এই কাজে অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যেন কুহকিনীকে গ্রেপ্তার করে। সবিনয়ে যে আজ্ঞে বলিয়া তরুণ কমিশনরের ঘর হইতে বাহির হইল।

থানা হইতে সে মাতঙ্গীচরণের বাসায় গিয়া তাহার সহিত দেখা করিল; মাতঙ্গী তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তরুণকে দেখিয়া সে বিষম ভীত ও উত্তেজিত হইল; কহিল—বাবু! আপনি এ ভাবে দিনের বেলা এখানে আসবেন না। কুহকিনীর চর যে চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে!

তরুণ তাহাকে ভরসা দিয়া নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন সদুত্তর পাইল না। মাতঙ্গীর বাসা হইতে বাহির হইয়া সে চলিল—পার্ক ষ্ট্রীটে। সেখানে কয়েকটা বড় বড় জহুরীর দোকান আছে; তাহাদের কাছে কণ্ঠি সম্বন্ধে খোঁজ লইতে হইবে।

রাস্তার শেষে ছিল বেরমজি গজদারের বাড়ী। লোকটা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জহুরী; বোম্বাই ও কলিকাতায় তাহার বিরাট কারবার। দুই-একটা ছোট ছোট দোকানের মালিকদের সহিত দেখা করিয়া তরুণ বেরমজির গৃহে উপনীত হইল।

খবর পাইয়া বেরমজি নিজে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া নিজের ঘরে বসাইল। ঘরে ঢুকিবামাত্র তরুণের নাকে এক প্রকার মিষ্ট সৌরভ ভাসিয়া আসিল। এ গন্ধ যেন সে পূর্ব্বেও কোথাও পাইয়াছে। কোথায়?

বেরমজির প্রশ্নের উত্তরে তরুণ বলিল—না, গজদার সাহেব। আমি কোন তদন্ত করিতে আসিনি; আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এদিকে এসেছিলাম, তাই একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলাম মাত্র! আচ্ছা, গজদার সাহেব, চন্দ্রগড়-মহারাজের মুক্তার কণ্ঠি সংক্রান্ত ব্যাপারটা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়?

বেরমজি মাথা দোলাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কিন্তু কিছু শুনেছি বৈকি। ভারী দামী জিনিষ ছিল। আপনি বুঝি……

বাধা দিয়া তরুণ বলিল—না, তা নয়। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। যারা সেকাজ করেছে তাদের পিছনে আছে এক নারী; তার নাম কুহকিনী!

তাচ্ছিল্য সহকারে বেরমজি বলিল—ও কথা আমি তেমন বিশ্বাস করি না। এসব কাজ মেয়েলোকের দ্বারা সম্ভব নয়। কুহকিনীর অস্তিত্বও সন্দেহজনক।

সম্মুখে টিপাইএর উপর একটি চুরুট-দানীতে একটা অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট পড়িয়াছিল; রাজারামের ঘরেও তরুণ এমনি চুরুটের টুক্‌রা দেখিয়াছিল। তাহার মন চঞ্চল হইল। বেরমজি যতখানি নির্ব্বিকার ভাব দেখাইতেছে, আসলে সে ততখানি সরল নয়। হয়ত কণ্ঠিছড়া তাহার কাছেই আসিয়াছে। ওরূপ দামী জিনিষ লইয়া একমাত্র বেরমজিই কারবার করিতে পারে। পূর্ব্বেও তাহার নামে এই ধরণের দুই একটা অপবাদ পুলিসের কাণে আসিয়াছে। হঠাৎ তরুণ মনে মনে এক সঙ্কল্প আঁটিয়া মাথা তুলিয়া গম্ভীর-নিম্নকণ্ঠে বলিল—কুহকিনী যে কিছুক্ষণ আগেই আপনার আপিসে এসেছিল, আর আপনি বলছেন তার অস্তিত্বও সন্দেহজনক?

বেরমজি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—সেকি! কি বলছেন আপনি! আমি তো কিছুই জানি না। আচ্ছা, আমি এখনি খবর নিচ্ছি। ফিরোজ, ফিরোজ।

হাঁকাহাঁকিতে ওধারের অফিস কামরা হইতে একজন কেরাণী বাহির হইয়া আসিল। বেরমজি প্রবলকণ্ঠে কহিল—ফিরোজ; কোন স্ত্রীলোক কি এখন এখানে এসেছিল?

কেরাণী ঢোঁক গিলিয়া বলিল—আজ্ঞে না।

তরুণ বুঝিল, লোকটা মিথ্যা বলিল। কেরাণী প্রস্থান করিলে বেরমজি বলিল—দেখলেন তো! তাও কখনো হয়!

তরুণ শান্তকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ, হয়। আধঘণ্টার মধ্যেই সে ধরা পড়বে, এবং তখন ওয়ারেণ্ট নিয়ে পুলিস এখানে এসে আপনার বাক্স-তোরঙ্গ তল্লাস করতে সুরু করবে।

বেরমজি কম্পিতস্বরে বলিল—বলেন কি মিঃ গুপ্ত! বিশ বছর ব্যবসা করছি, কিন্তু এমন বিপদে তো কখনো পড়ি নি! এখন কি উপায় হবে?

তরুণ বলিল—এক উপায় আছে। আমাকে যদি আপনার ঐ লোহার সিন্দুকটি দেখতে দেন, তাহলে আমি আপনার কথা বিশ্বাস ক'রে পুলিসে বারণ ক'রে দিতে পারি।

বেরমজির চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। আমতা আমতা করিয়া এক গোছা চাবী বাহির করিয়া তাহা তরুণের হাতে দিয়া কহিল—দেখুন। কিন্তু দেখবেন পুলিস যেন না আসে; তাহলে আমার ব্যবসার সর্ব্বনাশ হবে।

কোন ভয় নেই।

তরুণ চাবীর গোছা লইয়া সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইল। যতক্ষণ সে বেরমজির সহিত কথা বলিয়াছিল ততক্ষণ বারবার সে লক্ষ্য করিয়াছিল, বেরমজি ভয়-চকিত নেত্রে থাকিয়া থাকিয়া ঐ সিন্দুকটির উপর তাহার দৃষ্টি বুলাইতেছিল। দেখা যাক, উহার মধ্যে কি আছে।

মেঝের উপর কার্পেট্ বিছানো। অকস্মাৎ তরুণের পায়ের নীচে হইতে কার্পেটখানা সরিয়া গেল এবং টাল সামলাইতে

না পারিয়া সে সশব্দে ধরাশায়ী হইল; সম্মুখেই ছিল একখানা ভারী চেয়ার তাহার অঙ্গে মাথা ঠুকিয়া সে ক্ষণকালের জন্য নিস্পন্দ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরমজি লোহার সিন্দুক খুলিয়াই পুনরায় চকিতের মধ্যে তাহা বন্ধ করিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মিনিট কতক পরে চোখ চাহিয়া তরুণ দেখিল, একগ্লাস জল হাতে একজন ভৃত্যকে পিছনে লইয়া বেরমজি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তরুণ ধীরে ধীরে উঠিয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ব্যস্ত-ভাবে জহুরী বলিল—এই যে! কেমন আছেন? বেশী লাগে নি তো? ইস্! বড্ডই প'ড়ে গিছলেন! মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল বুঝি? এই যে জল এনেছি; মুখে-চোখে একটু জল ছিটিয়ে দিন, এখুনি ও-ভাবটা কেটে যাবে।

বরফ-সংযুক্ত শীতল পানীয়। কপালে একটু বরফ ঘসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত তরুণ জলটুকু পান করিল। বেরমজি কহিল—সিন্দুক খুলবো; দেখবেন?

তাহার প্রচ্ছন্ন হর্ষ-বিকশিত মুখের পানে তাকাইয়া তরুণ বলিল—না থাক। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আচ্ছা, এখন উঠ্‌লাম, মিঃ গজদার। নমস্কার!

পথে বাহির হইয়া তাহার দেহ যেন আলস্যে ও নিদ্রায় শিথিল হইয়া আসিল। কোন মতে বাড়ী আসিয়া জামাকাপড় পরিয়াই সে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন বহুক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন তাহার মনে পড়িল, মণিকা আজ সন্ধ্যায়

কুহকিনীর ছদ্মবেশে রঙ-মজলিশে যাইবে এবং তথায় তাহারও উপস্থিত থাকিবার কথা আছে !

৮

দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে বারবার সদর থানায় ফোন করিয়াও যখন তরুণের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন মণিকা অত্যন্ত হতাশ বোধ করিল। কথা ছিল, দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্নে টেলিফোনে তরুণ তাহার সহিত কথা বলিয়া ছোট খাটো পরামর্শগুলা সারিয়া লইবে। কিন্তু কোথায় তরুণ ?

সন্ধ্যার পর কথামতো মণিকা কুহকিনীর ছদ্মবেশে রঙ-মজলিশে উপস্থিত হইল। উত্তেজনায় তাহার বুক দুরুদুরু করিতেছিল; সঙ্গে তরুণ বা অন্য কোন সাহায্যকারী নাই; একান্ত একাকিনী সে—বারবার এই কথাটি মনে উদয় হইয়া তাহাকে বিচলিত করিতেছিল।

মজলিশের সম্মুখে ট্যাক্সী হইতে নামিয়া মণিকা ভাড়া চুকাইয়া দিতেছে এমন সময় হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটিল। একটি পশ্চিমা ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্ণিমেষ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এইবার যেমন সে আড্ডার ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি লোকটি তাহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিয়া বলিল—এই যে ! পেয়েছি এতদিনে ! নমস্কার শ্রীমতী !

মণিকা লোকটাকে চিনিতে পারিল না, গম্ভীরভাবে বলিল—আপনি ভুল করছেন ! আপনাকে তো আমি চিনি নে।

বটে ! বটে !

লোকটা তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল —আমার নাম ফুলচাঁদ জহুরী। এক সঙ্গে বোম্বাই থেকে কলকতা পর্য্যন্ত এলাম; আর বলছেন চিনি না!

মণিকা এক ঝটকায় তাহার হাত মুক্ত করিয়া লইল। লোকটার নাম শুনিয়া সে নিমিষে সকল কথা বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া বিমূঢ় হইল। কেমন করিয়া এখন ইহার হাত হইতে ছাড়ান পাওয়া যায়? এই সময় বিপদের উপর বিপদ, আড্ডার অধিকারী রাধিকানারায়ণ সদর দরজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বারেক তাহার দিকে চাহিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান ট্যাক্সীর নিকট গিয়া ড্রাইভারের সহিত দুই চারিটা কথা বলিয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া গেল। মণিকা তখন নিম্ন-কণ্ঠে ফুলচাঁদকে বলিল—আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আমি সত্যিই সে নারী নই; আমি তরুণ গুপ্তের সঙ্গে কাজ করছি। এ আমার ছদ্মবেশ। আপনি চেঁচামেচি ক'রে আমার বিপদ বাড়াবেন না।

ফুলচাঁদ সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। এ মিথ্যা কথায় সে কি আর প্রতারিত হয়? এতদিন অন্বেষণের পর সে তাহাকে পাইয়াছে; সুতরাং অল্পে তাহার নিষ্কৃতি নাই। ক্রুরকণ্ঠে সে বলিল—তরুণ বাবুর সঙ্গে কাজ করছেন! বেশ, চলুন আপনাকে তরুণ বাবুর কাছেই নিয়ে যাই।

জহুরী পুনরায় মণিকার হাত ধরিল। ব্যাকুলকণ্ঠে মণিকা কহিল—গণ্ডগোল করবেন না, ফুলচাঁদ বাবু। বিশ্বাস না হয়, চলুন থানায়।

মণিকা দেখিল, এখানে দাঁড়াইয়া ফুলচাঁদের সহিত তর্ক

বিতর্ক করা অপেক্ষা তাহার সহিত থানায় গমন করাই ভাল। এখানে তাহাকে কিছুতেই বুঝানো যাইবে না?

সম্মুখেই একখানা ট্যাক্সী দাঁড়াইয়াছিল তাহার নিকট গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফুলচাঁদ কহিল—ওঠ।

তাহার এহেন সম্বোধনে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া মণিকা মোটরে উঠিল। ফুলচাঁদ ভিতরে বসিয়া ড্রাইভারকে বলিল—সদর থানায় যাবে, বুঝেছো।

ড্রাইভার মাথা নাড়িল। মোটর ছুটিতে লাগিল।

গাড়ীতে উঠিয়া ফুলচাঁদ আত্মপ্রসাদের হাসিয়া কহিল—খুব ধ'রে ফেলেছি তোমায়। এবার আর চালাকি চলছে না।

সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা পাইয়া মণিকা মনে মনে যারপরনাই হতাশা ও বিরক্তি বোধ করিতেছিল; জহুরীর কথায় উত্তরে কহিল—এমন মোটা বুদ্ধি আপনার থাকাই স্বাভাবিক।

ফুলচাঁদ অট্টহাস্য করিয়া বলিল—এখনো ঝাঁজ টুকু যায় নি দেখছি! কিন্তু বলতো রূপসী, মুক্তোর কণ্ঠিটা কোথায় আছে? সেটা কি ভেঙেছো, না আস্তই আছে?

প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে ছুটিতে গাড়ী সহসা ডানদিকে মোড় ঘুরিল। নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল বলিয়া মণিকা এতক্ষণ খেয়াল করে নাই। এইবার চোখ চাহিয়া দেখিল, মোটর রাসবিহারী য়্যাভিনু হইতে দক্ষিণ মুখো একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সম্ভবতঃ গড়িয়াহাটা রোড!

একি! গাড়ী এপথে ছুটিয়াছে কেন? উদ্বিগ্নকণ্ঠে মণিকা বলিল—এ তো থানার পথ নয়! এ যে গড়িয়াহাটা! গাড়ী থামান ফুলচাঁদ বাবু!

ফুলচাঁদ মনে করিল, ইহা হয়ত রমণীর কোন নূতন ছলনা। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—চুপ ক'রে বস। গাড়ী ঠিক চল্‌ছে। কলকাতার রাস্তা আমি চিনি না বটে, কিন্তু ট্যাক্সী ড্রাইভার নিশ্চয়ই চেনে। আর কোন চালাকি তোমার খাটবে না।

গাড়ী বাঁদিকে মোড় ঘুরিয়া রেল লাইনের গুম্‌তি পার হইয়া ঢাকুরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিল। মণিকা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল—আমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রতারিত হয়েছি। গাড়ী থামান, ফুলচাঁদ বাবু। এই ড্রাইভার, রোখো, রোখো!

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে; মোটর ঢাকুরিয়ার ইট্ কাঁকর বিছানো অসংস্কৃত পথের উপর দিয়া পল্লীবাসীদের সচকিত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। মণিকার ত্রস্তভাব দেখিয়া ফুলচাঁদও অবশেষে বিস্মিত ও ভীত হইল এবং ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে কহিল—এই! তুমি এ বনের ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছো?

ড্রাইভারের মুখে কথা নাই। দেখিতে দেখিতে গাড়ী এক নির্জ্জন অন্ধকার মাঠের ধারে উপস্থিত হইল। কাছাকাছি লোকালয় নাই। ফুলচাঁদ হাঁকিল—সবুর! এই ড্রাইভার, বদ্‌মাস্! সবুর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝুঁকিয়া মোটর চালকের কাঁধ চাপিয়া ধরিল। এইবার ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। মণিকা চাহিয়া দেখিল, গাড়ী একটি উদ্যানবেষ্টিত বাটীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে। গাড়ী থামিতেই সে মাটিতে নামিয়া পড়িল এবং আত্মরক্ষার জন্য বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছোরা বাহির করিল।

অকস্মাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎবেগে

তাহার হাত হইতে ছোরাটি ছিনাইয়া লইয়া বলিল—আপনারা আমাদের অতিথি। ছোরা বার ক'রে আমাদের ভয় দেখাবেন না, কৃষ্ণকুমারী দেবী। নেমে আসুন ফুলচাঁদ বাবু।

বিহ্বল ফুলচাঁদ ও ত্রস্ত অথচ মুখে নির্বিকার মণিকাকে লইয়া রাজারাম ও মোটর ড্রাইভার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গ্যারেজ। পিছনে দ্বিতল অট্টালিকা। নিম্নতলের হলঘরে ঢুকিয়া তাহারা দেখিল, অনতিদূরে একটি ভাঙা চোরা সোফার উপর দেহ ঢালিয়া এক নারী বসিয়া আছে। রাজারাম দুইজনকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া কহিল—কৃষ্ণকুমারী দেবী এবং ফুলচাঁদ বাবু।

রমণী বারেক তাহাদের দিকে চাহিয়া পিছনে দণ্ডায়মান ড্রাইভার ও অন্য দুইজনকে বলিল—তোমরা এইবার যেতে পারো।

রাজারাম ব্যতীত অন্য অনুচরগণ প্রস্থান করিলে রমণী কহিল—আপনারা বসুন।

ফুলচাঁদ এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া একবার মণিকা আর একবার কুহকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল; এইবার কহিল—কী তাজ্জব!

দুইজন রমণীকেই হুবহু এক রকম দেখিতে! অবশ্য একজন ঈষৎ দীর্ঘকায়া বটে কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই দুইজনে যেন যমজ ভগ্নী। এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্যে ফুলচাঁদের বিস্ময় অস্বাভাবিক নহে। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ফুলচাঁদ কহিল—তোমরা যেই হও, কিন্তু আমার সঙ্গে এরূপ ছলনা করার জন্য তোমরা শাস্তি পাবে। এই যে, তুমিও রয়েছো দেখ্ছি

(রাজারামের উদ্দেশ্যে)! তুমি বোম্বাইএ মগনলাল ভাট্ সেজে আমায় ঠকিয়েছিলে। তার জন্যে আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে অগ্রসর হইয়া রাজারামের হাত ধরিতেই সে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারের ওপর বসাইয়া দিয়া কহিল—বেশী বক্‌বক্ ক'রো না। ঠাণ্ডা হোয়ে বোসে থাক।

কুহকিনী এইবার শান্ত কণ্ঠে কহিল—আশা করি, শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী তাঁর এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণের কৈফিয়ৎ আমাদের কাছে প্রদান করে বাধিত করবেন।

কথার শেষে কুহকিনীর দুই চোখে বারেকের জন্য যেন বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

৯

যতখানি সম্ভব মুখের উপর নির্ভীকভাব ফুটাইয়া মণিকা বলিল—কতক্ষণ এখানে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ চল্‌বে?

কুহকিনী বলিল—ব্যস্ত কি! এই তো এলে! ঘণ্টাখানেক আগেও আমি কল্পনা করতে পারি নি যে তুমি এখানে আসবে।

মণিকা কহিল—রাধিকানারায়ণই বোধ হয় খবর দিয়েছে?

হ্যাঁ। লোকটা বোকা হ'লে কি হবে, বুদ্ধি আছে। তুমি যাবার মিনিটখানেক আগেই সে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, সুতরাং আমি যে একই সময়ে দুজায়গায় থাক্‌তে পারি না, এ বুদ্ধি তার মাথায় আসতে বেশী দেরী হয় নি। তাই সে

ড্রাইভারকে বোলে আমার কাছে তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে টেলিফোন ক'রে তোমাদের অভ্যর্থনা করতে বলেছে।

এতক্ষণে ফুলচাঁদ বোধ হয় কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল; মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল—আমাকে মাপ করুন; আমি বুঝতে পারি নি।

কুহকিনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আমরা আজ এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি; ফুলচাঁদবাবুকে পেয়ে ভারী সুবিধা হয়েছে। আপনি তো কণ্ঠিটি উদ্ধার করতে চান। বলুন, কত টাকা সেটি উদ্ধারের জন্যে আপনি খরচ করতে পারেন?

ফুলচাঁদ কহিল—কিছু না। কণ্ঠি ইন্‌সিওর করা আছে। দুলক্ষ টাকার ইন্‌সিওরেন্স।

কুহকিনী বলিল—এই খবরটিই জানতে চাইছিলাম। এইবার কৃষ্ণকুমারী, তোমার সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্ত্তা হোক। তুমি তো বেঙ্গল ইন্‌সিওর কোম্পানীর তরফে কণ্ঠি উদ্ধারের কাজে লেগেছিলে; এখন বল দেখি, যদি তোমার কোম্পানীর কাছ থেকে লাখ টাকা নিয়ে আমি কণ্ঠিটি তাদের ফিরিয়ে দিই, তাহলে তাঁরা কি অন্ততঃ এক লাখ টাকা লাভ করেন না?—মহারাজকে তো তাঁদের দুলাখ দিতে হবেই।

এবংপ্রকার বেআইনী কেনা বেচা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা মণিকা ভালরূপই জানিত, কিন্তু ইহার মধ্য হইতেই তাহার মুক্তির পথ পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া সে গম্ভীর ভাবে কহিল—হ্যাঁ, তা হয় বটে; কারণ টাকাটা তো তাঁদের গিছলোই। তাহলেও লাখ টাকা বড্ড বেশী; ওটা পঞ্চাশ হাজার করলেই ভাল হয়।

লাখ টাকার এক আধ্‌লা কম নয়।

বেশ। আমি ব'লে দেখবো।

হ্যাঁ, বলবে ; আর সেই সঙ্গে এই সর্ত্তও করবে যেন, আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে না দেওয়া হয়।

তাও বলব।

কুহকিনী বলিল—বেশ। তাহলে তুমি সেই মর্ম্মে আপিসের কর্ত্তাদের চিঠি লিখে দাও। লিখে দাও যে, যদি তাঁরা রাজী না হন, তাহলে আজই কণ্ঠি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভারতবর্ষের নানা দেশে এবং ভারতের বাইরে চালান করে দেওয়া হবে। রাজারাম, কাগজ কলম নিয়ে এসো।

মণিকা মনের বিমূঢ়ভাব দমন করিয়া বলিল—চিঠি লেখার চেয়ে দেখা করাই ভাল। পত্রে সব কথা বোঝানো যাবে না।

কুহকিনী বক্র হাসি হাসিয়া বলিল—তা কেমন ক'রে হবে ; যতদিন টাকা না পাই ততদিন তুমি আমাদের কাছেই থাকবে।

মণিকাও তদনুরূপ বক্রভাবে বলিল—তাহলে আমাকেই রাখো ; টাকাটা বোধ হয় আসবে না।

শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধকণ্ঠে কুহকিনী বলিল—যথেষ্ট ন্যাকামি হয়েছে ; আর নয়। শোন কৃষ্ণকুমারী, তুমি যদি আমার কথায় রাজী না হও তাহ'লে তোমার পরিণাম মোটেই শুভ নয়—একথা ভুলে যেও না। আমার এখন টাকার অত্যন্ত দরকার। টাকা আমার চাই। কিন্তু টাকা পাবার আগে তোমাকে যদি মুক্তি দিই তাহলে আর আমরা তোমার বা তোমার মনিবের কোন পাত্তাই পাব না—একথা ঠিক। সুতরাং আর বেশী বাক্‌বিনিময় না করে যা বলছি, তাই লেখো। লেখো যে, কণ্ঠি যাদের কাছে

আছে তুমি তাদের জানো, এক লাখ টাকা পেলে তারা কণ্ঠি ফিরিয়ে দিতে রাজী আছে। যদি তারা রাজী থাকে তাহলে তারা "ভারতবন্ধু" দৈনিকপত্রে পার্সোনাল্ (ব্যক্তিগত খবরাখবর) কলমের ভিতরে শুধু "সম্মত" এই কথাটি বিজ্ঞাপিত করুক। তখন তাদের জানানো হবে যে অমুক স্থানে দুই পক্ষের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করবে এবং সেইখানে কণ্ঠি ও টাকা বিনিময় করা হবে। টাকা যেন ছোট ছোট নোটে দেওয়া হয়। তুমি একথাও লিখে দেবে যে তাদের বিশ্বাস রক্ষা করার ওপরেই তোমার ও ফুলচাঁদের জীবন নির্ভর করছে।

প্রস্তাব শুনিয়া মণিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর বলিল—কিন্তু তোমরা যে তোমাদের কথা রাখবে, তার নিশ্চয়তা কি?

কুহকিনী হাসিয়া বলিল—সেটুকু বিশ্বাস আমাদের করতেই হবে। আমাদের টাকার দরকার; সুতরাং বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, আর পত্রের মধ্যে একথাও লিখে দিও যে, এই চিঠি পাবার পর দিনরাত্রি প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের উপর আমার লোক নজর রাখবে, সুতরাং কোন প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা করলেই আমরা তা জানতে পারবো। তার ফল মোটেই ভাল হবে না।

মণিকা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—আমার মনে হচ্ছে, এ চিঠি লেখা আমার পক্ষে যুক্তি সিদ্ধ নয়।

কুহকিনী গর্জ্জন করিয়া উঠিল—লিখবে না?

মণিকা নীরবে ঘাড় নাড়িল। অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মতো কুহকিনী মণিকার দেহের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়া তাহার গলা

টিপিয়া ধরিয়া কহিল—লিখবে না! তোমার ঘাড় লিখবে! লেখো! এখনি লেখো!

অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া মণিকা বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল; রাজারাম তাহাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিল; কুহকিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল—আহা, হা! অত তাড়াতাড়ি কেন? ওঁকে একটু ভাবতে দাও। লিখবে বৈকি! নিশ্চয়ই লিখবে। না লিখলে যখন ছাড়ান নেই...

বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া কুহকিনী বলিল—বেশ, আজকের দিনটা সময় দিলাম। কাল যদি রাজী না হও; তপ্ত লোহা দিয়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া দেব। মনে থাকে যেন। টাকা আমাদের চাই। যাক্, আর কোন কথা নয়; রাজারাম, এদের দুজনকে পৃথক ঘরে বন্দী করে রাখো।

এদিকে তরুণ তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিয়া রঙ মজলিশের সম্মুখে হাজির হইল। ভিতরে লোকজন বিশেষ কেহ নাই। অদূরে পথিপার্শ্বস্থ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে আড্ডার সদর দরজার উপর চক্ষু ন্যস্ত করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কৈ, মণিকা তো আসিল না? তবে সে কি ইতিমধ্যে কোন বিপদে পড়িয়াছে? তরুণ চঞ্চল হইল। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া গলির মোড়ে যে কনষ্টেবল দাঁড়াইয়াছিল তাহার নিকট গিয়া কুহকিনীর চেহারা এবং বসনের বর্ণনা দিয়া প্রশ্ন করিল—বলতে পারো, তেমন কোন মেয়েলোক কিছুক্ষণ আগে রঙ-মজলিশে এসেছিল কি না।

কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, হুজুর এসেছিল তো! যেমন বলছেন, ঠিক তেমনি একজন আওরাৎ। এই কিছুক্ষণ হ'ল একজন মোটা গুজরাটী বাবুর সঙ্গে ট্যাক্সী ক'রে কোথায় চলে গেল। সে ট্যাক্সীটা রোজ রাতে এইখানেই দাঁড়ায়, তার নম্বর হচ্ছে, টি ৩৯৪২১।

মোটা মতো গুজরাটী ভদ্রলোক! বোধ হয় ফুলচাঁদ। কিন্তু কোথায় গেল তাহারা?

কনষ্টেবল বলিল—ওই যে হুজুর। ট্যাক্সীখানা এসে দাঁড়ালো।

চকিত হইয়া তরুণ বলিল—তাই নাকি! আচ্ছা, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে এসো; ড্রাইভারটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক্; ওর কাছ থেকে খবর পাওয়া যেতে পারে।

ট্যাক্সীচালক দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল যে একজন কনষ্টেবলের সহিত একজন লোক তাহার দিকেই আসিতেছে। সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। কিন্তু চালাইবার পূর্ব্বেই তরুণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—একজন পশ্চিমে বাবু আর একটি রমণীকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এলে?

ড্রাইভার থতমত খাইয়া বলিল—তাঁরা চৌরঙ্গীতে ছবিঘরে ঢুকলেন হুজুর।

তরুণ কহিল—আচ্ছা, তুমি এখন ঢুকবে চল সদর থানায়। সিপাই, তুমিও ওঠ গাড়ীতে।

থানায় গিয়া ফটীকের সাহায্যে তরুণ এই লোকটির সম্বন্ধে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই যে সকল সংবাদ পাইল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর। লোকটার আসল নাম, জিন্দা-

রাম। তিনবার জেল খাটিয়াছে। তাহার লাইসেন্স মিথ্যা, ঠিকানা মিথ্যা, এমন কি গাড়ীখানার নম্বরও মিথ্যা।

প্রথমে জিন্দারাম কোন কথাই বলিতে সম্মত হয় নাই। পরে প্রহার এবং কঠিন শাস্তির ভয়ে সে মুখ খুলিল।

রঙম-জলিশের আড্ডায় যথাসময়ে খবর আসিল, জিন্দারামকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেছে এবং সে খবর তৎক্ষণাৎ কুহকিনীর কাছে প্রেরণ করা হইল। সংবাদ শুনিয়া কুহকিনী ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। জিন্দারামকে সম্মুখে পাইলে বোধ হয় সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত।

রাজারাম তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—তুমি অত উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? জিন্দারামকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি; সে জানে যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম হচ্ছে—অনিবার্য্য মৃত্যু।

কুহকিনী অস্থিরভাবে কহিল—তাহলেও সাবধান হতে হবে রাজারাম। আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলবে না। তুমি ওদের নিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের পুরোণো আড্ডায় চলে যাও।

তুমি আসবে না সঙ্গে?

না। আমি দেখবো, ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে। তোমরা আগে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব। কিন্তু আর দেরী নয়, রাজারাম। মেয়েটাকে রাজী করিয়ে টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। রেঙ্গুণে দিন্ মহম্মদকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, সে আমাদের জন্যে বাড়ী ঠিক করছে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

বেশ তাই হবে। ওদের দুজনের মুখ বেঁধে নেওয়া যাক, কি বল ?

নিশ্চয়। মুখচোখ বেঁধে গাড়ীর ভিতরে তুলে ওদের দেহের ওপর একখানা কম্বল চাপা দিয়ে দাও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মণিকা ও ফুলচাঁদকে সেইভাবে বাঁধিয়া লইয়া রাজারাম প্রস্থান করিল। কুহকিনী তখন ঘর দুয়ার অল্পস্বল্প গুছাইয়া নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। আধঘণ্টা পরে সে যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার বেশ দেখিয়া তাহার নিজস্ব বেহারাটা পর্য্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারিল না। মাথার চুল টান টান করিয়া বাঁধা ; কপালের উপর তৈল চিক্ চিক্ করিতেছে। মোটাসোটা এবং নিতান্ত গেঁয়ো ধরণের একজন পরিচারিকা ; দুই হাতে দুইগাছা মোটা গালার চুড়ী ; দেহে অন্য কোন অলঙ্কার নাই। নববেশ ধারণ করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতে করিতে সে বেহারাকে ডাকিয়া বলিল—দেখ ছকু, আজ রাতটা আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। যদি দরকার হয় তাহলে অবশ্য সরে পড়ব ; কিন্তু বোধ হয় দরকার হবে না। যাই হোক, খুব সতর্ক থাকবি। গেটের কাছে ব'সে থাকগে যা, কেউ এলেই আমায় খবর দিবি।

ছকু ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল। কুহকিনী নিজের জন্য এবং বেহারার জন্য তরকারী কুটিতে বসিল।

আধঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছকু আসিয়া বলিল—পুলিসের লোক আসছে, হুজুর !

আসছে !

কুহকিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনুমান তাহা হইলে সত্যে পরিণত হইয়াছে; জিন্দারাম ভয়ে পুলিসের কাছে এই বাড়ীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক জিন্দারাম!

সদর দরজায় করাঘাত হইল। ভিতর হইতে নিদ্রাবিজড়িত স্বরে ছকু বলিল—কে?

দরজা খোল, জল্‌দি!

দ্বার খুলিয়া সদ্যো নিদ্রোত্থিত ভৃত্যকে সম্মুখে দেখিয়া তরুণ বলিল—এই, তোর মনিব কোথায়?

আজ্ঞে, গিন্নিমা আর বাবু ত তীর্থ করতে গেছে, হুজুর।

এ বাড়ীতে আর কে আছে?

আজ্ঞে, আমার ইস্তিরি ছাড়া তো আর কেউ নেই।

এমন সময় কে গা বলিয়া দুই হাতের কনুই পর্য্যন্ত বাটনার দাগলাগা চাকরাণী-বেশিনী কুহকিনী বাহির হইয়া আসিয়াই সম্মুখে পরপুরুষ দেখিয়া ভীষণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া দ্বারের পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া আঁচল মাথায় তুলিয়া দিল। তরুণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইল কিন্তু চিনিতে পারিল না। দ্বারের আড়াল হইতে অনুচ্চকণ্ঠে কুহকিনী বলিল—ওঁনাদের জিজ্ঞাসা কর না গো ওঁনারা কি চায়।

তরুণ মুহূর্ত্তের জন্য বিমূঢ় বোধ করিল। জিন্দারাম কি শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ঠকাইল? যদিও লোকটা বলিয়াছিল যে সে কুহকিনীর সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না, তাহাকে সে কখনো দেখে নাই, সে আদেশ পাইত রাধিকানারায়ণের নিকট হইতে, তথাপি সে বলিয়াছিল, ঢাকুরিয়ায় এই বাড়ীতে যাইলে তরুণ কুহকিনী ও মণিকার সন্ধান পাইবে। কিন্তু কোথায় মণিকা?

কুহকিনীই বা কোথায় ? এত রাত্রে শেষে কি এক ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে হানা দিয়া সে দুর্নামের ভাগী হইল ?

মিনিটখানেক চিন্তা করিয়া পরিচারিকার কথার উত্তরে সে কহিল—আমরা পুলিসের লোক, কলকাতা থেকে আসছি। আমাদের কাছে খবর এসেছে যে এই বাড়ীতে ডাকাতি হবে; এমন কি, আমরা জানতে পেরেছি যে একজন লোক সন্ধ্যা থেকে এই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তাই আমরা একবার বাড়ীটির ভিতর চারিদিক দেখতে চাই।

খবর শুনিয়া পরিচারিকা ও ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; রমণী বলিল—কী সর্ব্বনেশে কথা গো! ভাগ্যে বাবুরা এলেন, আপনারা দেখুন, চাদ্দিক ভালো করে দেখুন।

পিছনের সাব-ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া তরুণ ভিতরে ঢুকিল। নীচেকার ঘরগুলি দেখা হইলে তাহারা উপরে উঠিল কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্দেহজনক কোন কিছুই আবিষ্কৃত হইল না। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে কেহ যে ছিল এরূপ প্রতীয়মান হয় না।

নীচে নামিয়া ভীত ত্রস্ত ভৃত্য ও পরিচারিকার মুখের পানে চাহিয়া তরুণ বলিল—না। লোকটা ওপরে নাই। আমরা এইবার বাগানটা দেখে আসি।

টর্চ্চের আলোর সাহায্যে উভয়ে বাগানে উপস্থিত হইল। অদূরে গ্যারেজের মতো একটা একতালা ঘর, দ্বার খোলা। তরুণ তাহার নিকট গিয়া মাটিতে আলো ফেলিতেই চকিত-বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল—নরম মাটীর উপর মোটরের চাকার দাগ গভীর

ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে! পিছন হইতে সাব-ইনস্পেক্টর হাঁকিল—একি! এ জিনিস এখানে পড়ে কেন?

কি?

মেয়েদের হাতব্যাগ। কি লেখা রয়েছে দেখুন।

তরুণ একটানে ব্যাগটি ছিনাইয়া লইয়া তাহার উপর আলো ফেলিয়া দেখিল, ব্যাগের গায়ে পেন্সিল দিয়া লেখা রহিয়াছে—

"যে কেহ একটি পাইবেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি কলিকাতার সদর থানায় তরুণ গুপ্তের কাছে লইয়া যান। কৃষ্ণ-কুমারী ফুলচাঁদের সহিত এই বাড়ীতে আবদ্ধ ছিল; ইহারা উভয়কে অন্যত্র লইয়া যাইতেছে। কুহকিনী এইখানেই আছে...

লেখা পড়িয়া তরুণ লাফাইয়া উঠিল। পাশের সঙ্গীকে চাপা কণ্ঠে বলিল—পিস্তল বাগাও। চাকর আর দাসী, এই দুজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সাবধানে আমার পিছু পিছু এসো।

সতর্ক পদক্ষেপে উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নীচে কেহ নাই। তরুণ হাঁকিল—কোথায় গেলে তোমরা?

উত্তর নাই। উভয়ে চঞ্চলপদে নীচের ঘরগুলি, পরে উপর তালা সন্ধান করিল; কিন্তু শূন্য বাড়ী। কেহ কোথাও নাই। সারারাত তরুণ সেই বাড়ী বাগান এবং পল্লী তোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু কাহারো দেখা মিলিল না।

১০

তরুণের মণ অপরিসীম নিরাশায় আচ্ছন্ন। হাতের কাছে পাইয়াও সে কুহকিনীকে ধরিতে পারে নাই, পরিচারিকার ছদ্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিয়া সে অনায়াসে পলায়ন করিল।

শুধু কি তাই, মণিকা আজ শত্রুদের কবলে বন্দী। না, এ-ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অসহ্য বোধ হইতেছে। কিন্তু করিবেই বা কি ?

রঙ-মজমিসে প্রকাশ্যভাবেই হানা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার অধিকারী রাধিকানারায়ণকে নানাভাবে জেরা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন তথ্যই অবগত হওয়া যায় নাই। মণিকাকে তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেছে ; তাহাকে যে তাহারা সহজে মুক্তি দিবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু মণিকাকে উদ্ধার করা চাই-ই।

কী এক নূতন সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় বেহারা এক পত্র আনিয়া দিল। পত্র আসিতেছে—বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাই-রেক্টার প্রতাপ সেন-এর নিকট হইতে। পত্রে তিনি তরুণকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পত্রপাঠ আসিলেই ভাল হয়।

তরুণ কাপড় বদ্‌লাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রতাপ সেনের আপিসে উপস্থিত হইল। তাহাকে পরম সমাদরের সহিত নিজের ঘরে বসাইয়া প্রতাপ বলিল—একটা বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। তার আগে জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণকুমারী দেবী অর্থাৎ মিস রয়, মানে যিনি আমাদের আপিসের সংশ্লিষ্ট, তিনি এখন কোথায়, আপনি জানেন ?

তরুণ বুঝিল, মণিকা এখানে কৃষ্ণকুমারী নামে পরিচিতা ; সে কহিল—আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছিল কবে ?

কাল দুপুরে। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, আপনিও অনুসন্ধান সুরু করেছেন, তাই আপনাকে ডাকতে সাহসী হলাম।

তরুণ তখন সংক্ষেপে কল্য রাত্রের ঘটনাগুলি বিবৃত করিল। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া গম্ভীর ভাবে প্রতাপ কহিল—এইবার আপনি পত্রখানা পড়ুন।

সে একখানা খামে-মোড়া চিঠি তরুণের হাতে দিল। ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া তরুণ পড়িল।

"প্রিয় প্রতাপ বাবু,

কণ্ঠি যাহাদের কাছে আছে আমি তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। তাহারা অর্থ পাইলে কণ্ঠিটি আপনাকে ফিরাইয়া দিতে পারে। তাহাদের সর্ত্ত এই যে, আপনি পুলিসে কোনরূপ খবর দিতে পারিবেন না এবং এবিষয়ে কাহাকেও কিছু জানাইবেন না। এক লক্ষ টাকা পাইলেই কণ্ঠি তাহারা আপনার হাতে অর্পণ করিবে। আমি যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে আপনি তাহাদের কথায় রাজী হইলেই ভাল করিবেন, তাহা না হইলে দুই একদিনের মধ্যেই কণ্ঠি লইয়া তাহারা দেশ ছাড়িয়া যাইবে। তখন তাহাদের কোন সন্ধানই আর পাওয়া যাইবে না। আমি কি অবস্থায় ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছি তাহা এখানে ব্যক্ত করিতে পারিব না; আপনি যতক্ষণ না এই পত্রের জবাব দেন ততক্ষণ আমি আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব না। যদি আপনি তাহাদের প্রস্তাবে রাজী থাকেন তাহা হইলে ভারতবন্ধু পত্রিকার নিজস্ব-খবরাখবরের স্তম্ভে "সম্মত" এই কথাটির বিজ্ঞাপন দিবেন। পরে অর্থ ও কণ্ঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। তখন

আমি সে-সম্বন্ধে আপনাকে বিস্তারিত জানাইব। অন্যথায় শুধু "না" এই কথাটি অবশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়া আমার কাজের সুবিধা করিবেন। আশা করি, আপনি সম্মত হইবেন। ইতি

নিবেদিকা

শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী রায়।"

তরুণ দ্বিতীয় বার পত্রখানা পড়া শেষ করিলে প্রতাপ কহিল—এই জাল চিঠি পেয়ে আমি যে কি করব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

তরুণ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল—জাল বলছেন কেন? আমার তো মনে হয় শ্রীমতী রায়ই এ পত্র লিখেছেন।

তাহলে এখন উপায়?

আমার তো মনে হয়, "সম্মত" বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখা যাক, কি ফল হয়? কিন্তু আমার আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা সমীচীন হয় নি?

কেন?

তার কারণ, খুব সম্ভব ওদের লোক আপনার ওপর নজর রাখতে সুরু করেছে। যাক, ক্ষতি যা হবার হয়েছে; আপনি "সম্মত" বিজ্ঞাপন দিন।

প্রতাপ যথারীতি সেইরূপ করিলে পরদিন সন্ধ্যার সময় আর একখানা পত্র আসিল:

"আপনার সম্মত বিজ্ঞাপন পাঠে আমার বন্ধুরা বিশেষ উৎফুল্ল। কিন্তু একটা বিষয়ে তাহারা কথঞ্চিৎ ভয় পাইতেছে। তাহারা শুধু আপনারই সহিত কারবার করিবে, অন্য কাহারো

সহিত নয়। যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে এ-বিষয়ে আপনি অন্য কাহারো সাহায্য লইতেছেন বা তাহাদের সহিত চাতুরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহারা কণ্ঠি লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। যাই হোক, এক্ষণে আপনি কাল দিবা বারোটার সময় শিয়ালদহের বেলেঘাটা ষ্টেশনের টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়াইবেন; গলায় একখানি লাল রুমাল বাঁধিবেন, তাহা হইলেই আমাদের লোক আপনাকে চিনিতে পারিবে। সঙ্গে টাকাটা লইবেন, সব যেন নোট হয়। সেইখানে আপনি অপরাপর নির্দ্দেশ পাইবেন। কিন্তু সাবধান যেন অন্য কেহ সঙ্গে থাকে না। ইতি

নিবেদিকা

শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী রায়।"

পত্র পড়িয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রতাপ কহিল—লোকগুলোর মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি। একা আমি যাব এক লাখ টাকা নিয়ে! পাগল না খ্যাপা! হ্যাঁ, আমি যাব; কিন্তু টাকা নেব না এবং আমার সঙ্গে থাকবে লাল পাগড়ীর সার।

তরুণ কহিল—এই যদি আপনি মনে ক'রে থাকেন প্রতাপ বাবু, তাহলে সব কাজ পণ্ড হবে।

কেন; পণ্ড হবে কেন? প্রকাশ্যভাবে না হোক, আপনি লোকজন নিয়ে আশেপাশে থাকবেন; তারপর যেমন তাদের লোক আসবে অমনি...

তরুণ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল—কিন্তু আপনি তাদের এতখানি

বোকাই বা ভাবচেন কেন? যারা এভাবে ব্যবসা চালাতে সাহসী হয়, আপনি কি মনে করেন তাদের গুপ্তচরের অভাব, না সেই সব গুপ্তচরের দক্ষতা কারুর চেয়ে কম? আমরা যেমন অনেক সময় লোককে দেখে বুঝতে পারি, এ লোকটা কোন অসদভিপ্রায় মনের মধ্যে পুষে নিয়ে চলেছে, তারাও তেমনি বুঝতে পারে কোন্ লোকটা তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। সুতরাং, লোকজন নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করতে যাওয়া আর ঢাকঢোল বাজিয়ে শহর সরগরম করা একই কথা। ওতে কোন কাজ হবে না। কাজ হতে পারে অন্য উপায়ে; কিন্তু তা আপনার পক্ষে একটু বিপজ্জনক।

প্রতাপ কহিল—তা হোক বিপজ্জনক। বলুন, কি উপায়?

তরুণ বলিতে লাগিল—এক লোককে তারা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখবে না, সে হচ্ছে ষ্টেশনের পুলিশ। আমি কাল সেই রকম একজন ষ্টেশন-পুলিশ সেজে উপস্থিত থাক্‌বো। আপনি কতকগুলি কাগজের তাড়া বেঁধে সুটকেশের মধ্যে নেবেন—সেইগুলি হবে নোট। সম্ভবত, তাদের লোক আপনাকে কোন দূরাঞ্চলে নিয়ে যাবে। আমি গোপনে অনুসরণ করব; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া বলিল—কিন্তু একটা দলের কাছে, আমরা মাত্র দুজন...

তাই তো বলছিলাম, বিপদের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য আপনি একটা পিস্তল লুকিয়ে সঙ্গে রাখবেন।

প্রতাপ বলিল—আমি রাজী। জীবনের এতগুলো বছর

ধরে কেবল খাতাকলমের কাজই করে এলাম, এত বড় য়্যাডভেঞ্চারের সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে ছাড়বো না।

তরুণ তখন তাহার সহিত আগামী কালের প্ল্যান বিশদভাবে আলোচনা করিতে লাগিল।

১১

প্রায় সারারাত মোটর চালাইবার পর মণিকা ও ফুলচাঁদকে লইয়া রাজারাম এক লোকালয়-বর্জ্জিত পল্লীগ্রামের বাসভবনে উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া বন্ধনমুক্ত করিয়া রাজারাম কহিল—আপাতত কিছুদিন এইখানেই আপনা-দের থাক্‌তে হবে; আশা করি. বিশেষ অসুবিধা হবে না।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন রমণীকে ডাকিয়া রাজারাম কহিল—মোক্ষদা, তুমি শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারীর দেখা শোনা করবে। আর ফুলচাঁদ বাবুর দেখা শোনা করবে তোমার স্বামী তিনকড়ি। তিনকড়ি কোথায় গেলে হে?

আহ্বানে সাড়া দিয়া যে লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে চাহিয়া মণিকা মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল; এরূপ কদাকার বীভৎস মনুষ্যমূর্ত্তি সে জীবনে দেখে নাই। তিনকড়ির একটা চোখ নাই; চোখের পরিবর্ত্তে সেই স্থানে প্রকাণ্ড একটা ভুতুড়ি, তাহা দিয়া অনরত রস নিঃসরণ হইতেছে; চিবুকের কাছে দগ্‌দগে একটা ক্ষতচিহ্ন তখনো শুষ্ক হয় নাই। তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজারাম ফুলচাঁদকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল—তিনকড়ি ভারী শিকারী;

ওর একটা দুনলা বন্দুক আছে, তাছাড়া এমন দুটো ডালকুত্তা কুকুর আছে—যারা রাত্রে মানুষ দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। যাক, পরে আরও সকলের পরিচয় পাবেন, এখন বিশ্রাম করুন গে। মোক্ষদা, ঘর ঠিক করে রেখেছো তো? যাও, এঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তিনকড়ি, ফুলচাঁদ বাবুর ভার তোমার ওপর।

মোক্ষদা মণিকাকে দ্বিতলের একটি অনতিপ্রশস্ত ঘরে আনিয়া কহিল—এই খানিতে তুমি থাক্‌বে বাছা! চা খাও তো বল নিয়ে আসি। রাত তো পুইয়ে এলো।

ঘরের এক কোনে একখানা ছোট খাটিয়ার উপর বিছানা পাতা ছিল; মণিকা তাহার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া কহিল—চা খেতে ইচ্ছে করছে না; তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে গল্প করি। তোমরা স্ত্রীপুরুষে এই বাড়ীতে কাজ কর?

মোক্ষদা সংক্ষেপে কহিল—হঁ্যা।

এজায়গাটি তো ভারি নির্জ্জন। তোমরা এখানে থাকো কি ক'রে? আচ্ছা, তোমাদের মনিব কি ওই রাজারাম বাবু? না, অন্য কোন স্ত্রীলোক?

উত্তরে মোক্ষদা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—দেখ বাছা, গোড়াতেই তোমায় বলি, আমার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা ক'রো না; খাও-দাও থাকো, আমিও ভালো মানুষের মতো আছি; কিন্তু যদি আমার পেট থেকে কথা নেবার চেষ্টা কর, তাহলে ভাল হবে না।

এই বলিয়া মোক্ষদা ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

সকাল দশটায় সে পুনরায় আসিয়া মণিকাকে স্নান ও আহার করাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

স্নানাহার সারিয়া মণিকা নিজের কারাকক্ষের ক্ষুদ্র গবাক্ষটির কাছে গিয়া বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সারা আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে; চারিদিকে কুয়াসার অবগুণ্ঠন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মণিকা বিগত ঘটনাগুলি চিন্তা করিতে লাগিল। সে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের হাতে পড়িয়াছে। দস্যুদলপতি যদি পুরুষ হইত, তাহা হইলে সে তাহার মুক্তির জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে পারিত, কিন্তু কুহকিনীর কাছে সে সকল পন্থা একেবারেই কোন কাজে আসিবে না। অসাধারণ চতুরা এই কুহকিনী।

গবাক্ষের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া মণিকা দেখিল, নীচে অযত্নবর্দ্ধিত বাগান কাঁটাগাছে দুর্গম; কাছেই পরিত্যক্ত রান্নাবাড়ীর নীচু ছাদ। হঠাৎ একটা বস্তুর প্রতি নজর পড়িয়া মণিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল। গবাক্ষ হইতে হাত কয়েক দূরে দেওয়ালের গা বাহিয়া একটা মোটা নল রান্নাবাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত নামিয়া গেছে; কোনমতে সেই নলটিকে যদি ধরা যায় তাহা হইলে সেই নীচু ছাদের উপর নামা নিতান্ত শক্ত হইবে না। মণিকা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল। অপরাহ্নও উত্তীর্ণ হইল। আসন্ন রাত্রির সঙ্গে বর্ষণের বেগও বাড়িয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে আর্দ্র বাতাস বহিতে লাগিল। মণিকা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

রাত্রের আহার শেষ করিয়া সে শয্যায় উপবেশন করিল। তখনও আশেপাশে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীচে কয়েকটা দরজা বন্ধ হইল। কে যেন কাহাকে বলিল—আলো গুলো নিবিয়ে দাও। তিনকড়ির সাড়া পাওয়া গেল; উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ী অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত হইল। মণিকা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া যখন দেখিল যে বাহিরে আর লোকজনের সাড়াশব্দ নাই তখন সে শয্যার কাছে আসিয়া বিছানা হইতে চাদরখানা তুলিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিল। দুইখণ্ডে গিঁট বাঁধিয়া তাহা টানিয়া দেখিল, নিতান্ত কম শক্ত নহে; অনায়াসেই তাহার লঘুদেহের ভার বহন করিতে পারিবে।

চাদরের একপ্রান্ত খাটের পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া সে খাটখানাকে জানালার কাছে টানিয়া লইয়া গেল এবং নিজের কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরিয়া সাবধানে জানালা দিয়া পা বাড়াইল। নীচে গাঢ় অন্ধকার, বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া 'ইল্‌সে গুঁড়ি' সুরু হইয়াছে; চারিদিক যেন কুয়াসায় অবলুপ্ত।

দুই একবার হেঁচকা টান দিয়া চাদরের শক্তি পরীক্ষা করিয়া সে ধীরে ধীরে নিজের দেহ ঝুলাইয়া দিল। হাত চারেক নীচে নামিবার পরেই চাদর শেষ হইয়া গেল। মণিকা তখন দেওয়াল-সংলগ্ন নলটী ধরিবার চেষ্টা করিল। প্রথমে তাহার চেষ্টা সফল হইল না; অবশেষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে নিজের দেহকে ঘড়ির দোলন-যন্ত্রের মতো আন্দোলিত করিতে করিতে নলটি ধরিতে সক্ষম হইল।

নলটি বহু পুরাতন; তাহার অঙ্গে মরিচা ধরিয়াছে; কোথাও

বা ভাঙিয়া গিয়া লোহার ফলা উঁচু হইয়া আছে; তাহার উপর হাত ঘষিয়া মণিকার সুকোমল করতল রক্তাক্ত হইল। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার সময় নাই। সে প্রাণপণে নল চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে রান্নাবাড়ীর ছাদে অবতরণ করিল। চারিদিক নিঝুম আচ্ছন্ন; প্রকৃতি যেন আজ সর্ব্ববিষয়ে তাহার সহায়তা করিতেছে; প্রাচীর বাহিয়া সে নরম মাটির উপর লাফাইয়া পড়িল।

কিন্তু বাগান হইতে বাহির হইবার পথ কোন্ দিকে? ঘুরিতে ঘুরিতে সে তিনকড়ির ঘরের কাছে উপস্থিত হইল; মনে হইল, প্রবল কণ্ঠে কে যেন তিনকড়িকে কি আদেশ করিতেছে। কাহার কণ্ঠস্বর? বোধ হয় রাজারামের। মণিকা চঞ্চলপদে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে কণ্ঠস্বর থামিয়া গেলে সে পুনরায় তাহার যাত্রা আরম্ভ করিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সেখানে প্রাচীর নাই বটে, কিন্তু কাঁটাতারের ঘন বেড়ার জন্য সে পথ একেবারেই দুর্গম। সে বেড়ার ধার দিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইল।

অকস্মাৎ সেই গাঢ় অন্ধকারের বুকে আলেয়ার মতো আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং দূর হইতে একাধিক মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মণিকা ভীতবিহ্বল হইয়া দূরে চলিয়া যাইবার জন্য ত্রস্ত পদে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে এক বিপদ বাধিল; ক্ষণকাল পূর্ব্বের মতো পুনরায় তাহার পা এক কর্দ্দমাক্ত গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া মচ্‌কাইয়া গেল এবং দারুণ যন্ত্রণায় তাহাকে অসহায় করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণের মতো তাহার চলিবার শক্তি লুপ্ত হইল।

কোন মতে পা টানিয়া টানিয়া একটা ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে আসিয়া মণিকা সেইখানে সেই কর্দ্দমাক্ত মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। পায়ে ভীষণ বেদনা; সর্ব্বদেহে অপরিসীম অবসাদ!

বিপরীত দিক হইতে লণ্ঠনের আলো ও মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহারা যেন কিসের অন্বেষণে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই তাহারই খোঁজে আসিতেছে। মণিকা ঝোপের পাশে জড়সড় হইয়া বসিল।

ক্রমে তাহাদের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। একজন মালী অপরজন তিনকড়ি। মালী বলিতেছিল—কিন্তু আপনি যে বলছেন মেয়েটা পাগল, তাহলে তো বড্ড ভাবনার কথা আছে। এই আঁধার রেতে কোথায় গিয়ে কি করলে......পাশের জমিতে একটা পুকুর আছে; যদি তারই মধ্যে......

তিনকড়ি বলিল—আরে না না না। সেরকম পাগল নয়। অল্প মাথার ছিট্ আর কি! তবে, অষ্টপ্রহর দেখাশোনা করতে হয়। তার মাথায় ঢুকেছে যে সে একজন মেয়ে-গোয়েন্দা এবং পৃথিবীশুদ্ধ সবাই চোর। এমন জোর করে বলবে যে তুমি যদি তাকে না জানো তাহলে হয়ত বিশ্বাস ক'রেই ফেলবে।

মালী বলিল—আমি জানি। পাগল যারা, তারা এমনি করেই বলে। এদিকটায় আসেন তো, বাবু?

মালীর তীক্ষ্ণ চক্ষুকে মণিকা ফাঁকী দিতে পারিল না; সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। লণ্ঠন লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া তিনকড়ি বলিল—বাঁচলুম। বেশীদূর যেতে পারে নি তাহলে। আসুন, উঠে আসুন। রাত্রি হয়েছে; বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ীর ভিতর আসুন।

মালী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মণিকা হাত বাড়াইয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল—আমায় তোল।

মালী ভয়ে ভয়ে ও সাবধানে তাহাকে দাঁড় করাইল। তিনকড়ি বলিল—পায়ে লেগেছে বুঝি; লাগবেই তো! এই রাত্রিতে কি বাগানে ঘোরাফেরা করে? আচ্ছা, মালী তুই এবার যা? আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।

মণিকা বলিল—মালী! তুমি কি এই বাড়ীতে কাজ কর?

না; মাঠান। আমি অন্য বাগানে কাজ করি।

তবে তুমি এদের ভয় করবে কেন? শীঘ্র থানায় গিয়ে বলগে, এই বাড়ীতে একদল চোর বাস করছে; তারা এখুনি সদর থানার তরুণ গুপ্তকে খবর দিক। এখনি যাও; বুঝেছো?

তিনকড়ি মালীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—দেখলে তো; বলেছিলুম?

মালী মাথা নাড়িয়া বলিল—বুঝেছি! হাঁা, মাঠান আপনি বাড়ীর ভিতর যান; আমি এখুনি যাচ্ছি।

হাঁা, যাও। এদের কোন কথা বিশ্বাস কোরো না। এখুনি যাও। আমি তোমায় একশো টাকা দেব।

তিনকড়ি চুপী চুপী মালীকে কহিল—মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়েছে; একশো কেন, এখুনি তোমায় এক লাখ দিয়ে দেবখ'ন।

মালী হাসিল; তারপর মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি চল্লাম, মাঠান। আপনি বাড়ী যান।

বাড়ীর ভিতর আসিলে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মতো গর্জ্জন করিয়া কুহকিনী বলিল—রাতে বুঝি বাগানে হাওয়া খেতে গিছলে;

দেখছি, তোমার জন্যে খাঁচা দরকার। তিনকড়ি, একে কোণের সেই অন্ধকার ঘরটায় বন্ধ ক'রে রেখে দাও। আর, এই বালা-জোড়া হাতে পরিয়ে দাও। দেখি, এতে পাখী আবার কেমন ক'রে ওড়ে?

কুহকিনী অগ্রসর হইয়া নিজে মণিকার হাত হাতকড়ার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিল।

মণিকা কহিল—পায়ের যন্ত্রণায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি, তা নাহলে এই বালা উপহারের জন্যে তোমায় ধন্যবাদ জানাতাম।

১২

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই প্রতাপ সেন বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। কণ্ঠে তাহার একখানি রক্ত-রাঙা রুমাল শোভা পাইতেছে; হাতে একটি নাতিক্ষুদ্র সুটকেশ; বক্ষে উপচীয়মান উত্তেজনা।

সশব্দে একখানি ট্রেণ আসিয়া থামিল। যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে; হঠাৎ তাহার কানের কাছে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—ব্যারাকপুর ষ্টেশনে যান। সেখানকার বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে কাগজ কিনবেন। এখুনি যান।

প্রতাপ চকিতের মধ্যে ঘাড় ফিরাইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না; পাশদিয়া তিন চার জন লোক যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে যে কেহ হইতে পারে। বিহ্বল চিত্তে সে তরুণের খোঁজে চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কোথায় তরুণ? তাহার অনুপস্থিত প্রতাপকে বিচলিত করিল।

পকেটে হাত দিয়া পিস্তলের স্পর্শ অনুভব করিয়া মনে কথঞ্চিৎ

ভরসা পাইয়া সে ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আসিয়া টিকিট কিনিয়া একটি ব্যারাকপুর-গামী ট্রেণে উঠিল।

সেদিন ব্যারকপুরে ঘোড় দৌড় ছিল। প্রতাপ যে ট্রেণে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সে মন্থর পদে পুস্তকের দোকানের কাছে আসিয়াছে এমন সময় দূর হইতে একজন যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—আপনই প্রতাপ বাবু ?

হ্যাঁ ; আমারই নাম।

এই চিঠিখানা নিন।

পত্রখানা প্রতাপের হাতে গুঁজিয়া দিয়া লোকটা চক্ষের নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। খামখানা ছিঁড়িয়া ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া প্রতাপ দেখিল, তাহার উপর এই কয়টি কথা লেখা আছে—বেলঘরিয়া ষ্টেশনে যান।

পত্র পড়িয়া প্রতাপের অনুমান দৃঢ় হইল ; তাহাকে এই ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া শত্রুপক্ষ তাহার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছে। নিশ্চয়ই দলের লোক তাহার উপর নজর রাখিয়াছে এবং দেখিতেছে সে অন্য লোকের সঙ্গে সংবাদ আদন-প্রদান করে কি না। তরুণকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কাকুল ও চিন্তান্বিত চিত্তে প্রতাপ টিকিট ঘরের গবাক্ষের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় যাবেন ?

বেলঘরিয়া।

টিকিট বিক্রেতা কহিল—ট্রেণ এলো বলে। এই নিন

টিকিট আর এই···(নিম্নকণ্ঠে) আপনার বন্ধু সেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

টিকিট কেরাণীর কথা শুনিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইল। তরুণ তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যথাবিহিত ভাবে কাজ করিতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোথাও তাহার দেখা পাওয়া গেল না, অথচ কেমন করিয়া সে ইতিমধ্যে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইল? নিশ্চয়ই সে যাদুবিদ্যা জানে!

প্রতাপ ব্যারাকপুরে আসিয়া টিকিট কিনিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব হইতে টিকিট ঘরের মধ্যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীর পোষাক পরা যে লোকটি কেরাণীর পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে যদি প্রতাপ চিনিতে পারিত, তাহা হইলে আর এতখানি বিস্মিত বোধ করিত না। সে লোকটি আর কেহ নয়, তরুণের বন্ধু ইন্স্‌পেক্টর ফটিক সুর। সকাল বেলা তরুণ ও ফটিকের মধ্যে যে পরামর্শ হইয়াছিল তাহারই ফলে সে এখানে আসিয়াছে।

তরুণ বুঝিয়াছিল, তস্কর দলের কর্ত্তা বা কর্ত্রী কেহই বেলেঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না; অপরপক্ষে নিশ্চয়ই তাহাদের লোক প্রতাপের উপর নজর রাখিবে এবং তরুণকে ষ্টেশনে দেখিতে পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। সুতরাং, সে স্থির করিল, ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা থানায় সে বসিয়া থাকিবে; ষ্টেশনে যাইবে ফটিক।

সেই পরামর্শমত ফটিক এক রেল কর্ম্মচারীর পোষাক পরিয়া প্রতাপের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার গতিবিধি অবগত হইতে লাগিল। ব্যারকপুরের টিকিট কেরাণী ছিল তাহার পরিচিত; তাহার দ্বারা প্রতাপকে আশ্বাস দিয়া সে তাহার নূতন গন্তব্যস্থান

জানিয়া লইল এবং সেখান হইতে টেলিফোন যোগে তরুণকে সকল কথা জানাইল।

এদিকে প্রতাপ উত্তেজিত বিহ্বল অন্তরে পুনরায় ষ্টেশনে আসিয়া নামিল। কুহকিনীর যে সকল চর তাহার উপর নজর রাখিয়াছিল, তাহারা দেখিল ইতিমধ্যে সে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই; তাহারা নিশ্চিন্ত হইল।

ষ্টেশনে নামিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়াছে এমন সময় তাহার একজন সহযাত্রী নিকটে আসিয়া বলিল—আপনাকে এতখানি ঘোরাঘুরী করাতে বাধ্য হলাম ব'লে মার্জ্জনা করবেন, প্রতাপ বাবু। কিন্তু কি জানেন, আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রতাপ তাহার পানে তাকাইয়া বলিল—তা বুঝেছি। এখন কোথায় যেতে হবে?

লোকটা বলিল—বেশী দুর নয়। কাছেই হেঁটে যেতে মিনিট দশেক লাগবে।

উভয়ে গ্রামের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। অদূরে মাঠের উপর চাষার দল গরুগুলাকে লইয়া বাড়ীমুখো হইয়াছে। চারিদিকে মন্থর নির্জ্জনতা। কয়েক হাত দূরে গ্রামের ঝাঁড়ী। পিছন হইতে একজন পাহারালা তাহার ডিউটি শেষ করিয়া জুতার শব্দ করিতে করিতে তাহাদের অতিক্রম করিয়া ঝাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাহারালার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ চমকিয়া উঠিল।

এ যে তরুণ! যদিও অতি অল্প সময়ের জন্যই তাহার উপর চোখ পড়িয়াছিল, তথাপি তাহার ভুল হয় নাই।

সঙ্গী পথ দেখাইয়া চলিল। প্রতাপ মৌনমুখে তাহার অনুগামী হইল। কয়েকটা ছোট ছোট পল্লী পার হইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এক প্রান্তরের কাছে আসিয়া লোকটা একটা রুদ্ধদ্বার বাটীর বন্ধ সদর দরজার কাছে আসিয়া মুখের অদ্ভুত আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার উন্মুক্ত হইল।

দিনমান হইলেও বাড়ীর ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার। চারি-দিককার আলো আসিবার পথগুলি বোধ হয় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিতেই দরজা পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে এক লম্বা কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গেছে; সঙ্গী বলিল—ওপরে চলুন। সাবধানে উঠ্‌বেন।

সিঁড়ির উপর পা দিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য প্রতাপ বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ শিহরণ অনুভব করিল; পরক্ষণেই হাতের ব্যাগটি সবলে বগলে চাপিয়া সে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতলের একটি ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গী রহিল—দরজার মুখে।

ভিতরে জীর্ণ খাটিয়ার উপর বসিয়া একজন মুখোস-পরিহিতা রমণী ও এক গুম্ফশ্মশ্রুধারী ব্যক্তি বোধ করি তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল; প্রতাপ ভিতরে ঢুকিলে রমণী বাহিরের লোকটিকে বলিল—শম্ভু!. তোমার এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই; দরজা বন্ধ ক'রে নীচে যাও।

শম্ভু দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—রাস্তায় কেউ নেই।

সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রমণী তখন প্রতাপের দিকে চাহিয়া কহিল—আমরা ভেবেছিলাম, আপনি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আসবেন না।

প্রতাপ বলিল—কথা যখন দিয়েছি তখন আসবো বৈকি; কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কোথায়?

রমণী উদাসীন কণ্ঠে বলিল—কৃষ্ণকুমারী? সে আসতে পারে নি। তার জন্যে ভাবনা নেই, এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বলিল—তার আগে জানতে চাই, কণ্ঠি কি আপনাদের কাছেই আছে?

আছে বৈকি।

রমণী তাহার কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালাটি খুলিয়া হাতের উপর রাখিয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রতাপ এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—ওটা একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি কি?

রমণী হাসিয়া বলিল—দেখবেন বৈকি! অত তাড়া কেন? কিন্তু তার আগে জানতে হবে তো যে টাকাটা আপনি এনেছেন কিনা?

প্রতাপ বগল হইতে স্টুটকেশটি সামনে ধরিয়া বলিল—কার-বার যখন করতে এসেছি তখন জচ্চুরী করবো না! টাকা আছে বৈকি।

পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া ব্যাগের মুখ খুলিতেই শ্মশ্রুধারী রাজারাম কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিল, ব্যাগের মধ্যে নোটের আকারের বহু সংখ্যক বাণ্ডিল সাজানো রহিয়াছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আর কথা কাটাকাটির দরকার নেই। কাজ শেষ ক'রে ফেলা হোক।

প্রতাপ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমি জানতে চাই,

কৃষ্ণকুমারী কোথায়? আর কণ্ঠি আমার হাতে না এলে এ ব্যাগও আমার হাত ছাড়া হবে না।

নিজের সাহসপূর্ণ নির্ভীক কণ্ঠস্বরে প্রতাপ নিজেই অবাক হইয়া গেল। শত্রুপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের এতো জোর সে কোথা হইতে কেমন করিয়া লাভ করিল? প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা করিতেছিল এইবার সদলবলে তরুণ আসিয়া ইহাদের গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু কোথায় তরুণ?

কুহকিনী কহিল—আপনার সাহসের প্রশংসা করি প্রতাপ বাবু; কিন্তু ভুলে যাবেন না, আপনি এখন সম্পূর্ণ আমার হাতের মধ্যে। ইচ্ছা করলে, ব্যাগটা আমরা অনায়াসেই আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি।

সে জন্যেও আমি প্রস্তুত আছি।

চক্ষের নিমেষে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া প্রতাপ সগর্জ্জনে হাঁকিল—খবরদার; নড়াচড়া করলেই গুলী করব। হাত তুলুন, দুজনেই।

প্রতাপের এই আকস্মিক আচরণের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না; উভয়ে বিব্রতভাবে যন্ত্রচালিতের মতো হাত উঠাইল। প্রতাপ কহিল—কণ্ঠি দেবেন কি না?

উত্তরে রমণী তাহার হাত হইতে কণ্ঠিটি তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বিরক্ত ভাবে কহিল—এই নিন। এইবার পিস্তলটা পকেটে রাখুন।

প্রতাপ বারেক কণ্ঠিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তারপর ব্যাগটি পায়ের কাছে ফেলিয়া পা দিয়া তাহা কুহকিনীর দিকে ঠেলিয়া দিল। তারপর নীচু হইয়া অলঙ্কারটি কুড়াইয়া লইল।

কেমন করে যে কণ্ঠি বদল হ'ল তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার মাথা আগুন হ'য়ে উঠেছে। যাক ; তুমি এক কাজ কর, তুমি এই লোকটার পোষাক প'রে নাও ; সাবধানের মার নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত পুলিস এর পিছনে আছে।

প্রতাপের অঙ্গে ইংরেজী পোষাক ছিল ; রাজারাম তাহা খুলিয়া নিজের দেহে চড়াইল এবং সেই অবসরে কুহকিনীও নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। উভয়ে যখন পথে বাহির হইল, তখন সাধারণ লোকের সাধ্য নাই তাহাদের চিনিতে পারে শম্ভু তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

অদূরে মোড়ের মাথায় এক মুদীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন চৌকিদার দোকানের মালিকের সহিত আলাপ করিতে-ছিল ; মানুষের সাড়া পাইয়া অপাঙ্গে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুহকিনীর সহিত প্রতাপ আবার কোথায় চলিয়াছে ? সে রাজারামকে চিনিতে পারিল না।

যেথায় যাক, তরুণ তাহাদের অনুসরণ করিবে। পুলিস লইয়া ফটিক এখনি এখানে আসিবে এবং এই মুদীর দোকানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু ফটিকের জন্য অপেক্ষা করিবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি নোটবইএর পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে ফটিককে এখানে আসিয়াই কুহকিনীর আড্ডা আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠিখানি মুদীর হাতে দিয়া সে দ্রুত চলিয়া যাইল। মুদীকে তরুণ হাত করিয়া লইয়াছিল। সে জানাইল ইনস্পেকটার আসিলেই এই পত্র পাইবে।

দূরে দূরে থাকিয়া তরুণ তিনজনকে অনুসরণ করিতে লাগিল ; ক্রমশঃ ফাঁড়ী পার হইয়া তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল।

প্রতাপকে তাহারা আবার কোথায় লইয়া চলিল? তরুণ বিস্ময়াপন্ন হইল। রমণী ও শম্ভু একপাশে দাঁড় করাইয়া প্রতাপ টিকিট কিনিতে গেল। ট্রেণের শব্দ হইতেছে। প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপর দুই চারিজন যাত্রীর কোলাহল জাগিয়া উঠিল। প্রতাপ টিকিট হাতে বাহির হইয়া আসিল। তরুণ দূর হইতে তাহার মুখ দেখিয়া সহসা যেন বজ্রাহত হইল,……এ তো প্রতাপ নহে! প্রতাপের পোষাক পরিয়া এ যে রাজারাম! প্রতাপ কোথায় গেল?

কিন্তু তখন আর প্রতাপের জন্য ফিরিয়া যাইবার উপায় ছিল না। কুহকিনী ও রাজারাম কলিকাতাগামী ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিল। তরুণও উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল অন্তরে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিল। কুহকিনীর অনুচর ট্রেণে উঠিল না।

ট্রেণ দম্‌দমায় আসিতেই, কুহকিনী ও রাজারাম নামিয়া পড়িল। তরুণও সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্মে অবতরণ করিয়া অন্য একটি রেলওয়ে পুলিশের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। ট্রেণ চলিয়া গেল; কিন্তু তাহারা তাহাতে আরোহণ করিল না। বিস্ময়ান্বিত অন্তরে তরুণ ভাবিল, ইহাদের উদ্দেশ্য কি? কাণ্ড-কারখানা তো সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

কিয়ৎকাল পরে অন্য লাইনে একখানি ট্রেণ যাত্রার আয়োজন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতেই রাজারাম ও কুহকিনী ত্বরিতপদে তাহার একটি যাত্রীশূন্য কামরায় উঠিল; ট্রেণ বাঁশী দিয়া গতিশীল হইল। তাহাদের এই আকস্মিক আচরণের জন্য তরুণ প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া সেই চলন্ত ট্রেণের দিকে ধাবিত হইল; তখন আর টিকিট ক্রয় করিবার সময় ছিল না। কোথাকার টিকিটই বা কিনিবে? এ গাড়ী যে কোথায় যাইতেছে তাহাই সে জানিত না!

কোন রকমে প্ল্যাটফর্ম্মের শেষে উপস্থিত হইয়া সে এক লাফে গার্ডের কামরায় উঠিয়া পড়িল। কুহকিনী ও রাজারাম তাহাকে দেখিতে পাইল না।

অকস্মাৎ একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে দেখিয়া গার্ড বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—ব্যাপার কি? আমার গাড়ীতে...

তরুণ কহিল—গোল করবেন না। ব্যাপার গুরুতর।

গার্ড বলিল—চোর?

চোর নয়, বন্ধু—ডাকাত!

ডাকাত! বল কি!

তরুণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুদ্ধিমান গার্ড বুঝিল যে, সে একজন সাধারণ কনষ্টেবল নয়; কহিল—আপনি কি সি. আই. ডি?

তরুণ হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, বিনা মাইনের। কিন্তু সে কথা যাক্, আমার একটি উপকার করতে হবে বন্ধু?

কি উপকার বলুন?

আমাকে একটা রেল কর্ম্মচারী বা টিকিট চেকারের পোষাক দিতে হবে।

গার্ড কহিল—এ আর শক্ত কথা কি? ট্রেণ থামুক।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিতে গার্ড নামিয়া গিয়া ষ্টেশনের ঘর হইতে একটা টিকিট কলেক্টরের পোষাক লইয়া

আসিল। তরুণ হাসিয়া বলিল—একেবারে আপনার সহকর্ম্মী করে নিলেন দেখছি। এতেই হবে।

পোষাক বদ্‌লাইয়া সে কহিল—এইবার একবার কামরাগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে। কি বলেন?

ঘাড় নাড়িয়া গার্ড কহিল—একটা অনুরোধ আছে, ইন্‌স্পেক্টার!

কি অনুরোধ?

খবরের কাগজে যখন খবরটা উঠ্‌বে তখন যেন আমার কথাটাও থাকে।

নিশ্চয়ই। সব প্রথমেই আপনার কথা ও আপনার ছবি থাক্‌বে।

তরুণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া অন্য একটি কামরায় উঠিল। ট্রেণ চলিতে লাগিল।

এক কাম্‌রা হইতে অন্য কামরা—এইভাবে ধীরে ধীরে তরুণ অবশেষে কুহকিনী যে কামরায় ছিল তাহার সংলগ্ন একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য কামরায় প্রবেশ করিল।

গাড়ীতে বসিয়া কুহকিনীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তরুণ শুনিতে পাইল—এমন জানলে লোকটাকে একেবারে শেষ ক'রে আসতাম! কেবল কতকগুলি কাগজের টুক্‌রো। এমন ঠকান্ জীবনে কখনও ঠকিনি।

রাজারাম শান্তকণ্ঠে বলিল—এই রকম যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম!

চুপ কর! তুমি তো সবই জানো! অপদার্থ কোথাকার! দিতে পারো এখনি আমায় পাঁচ হাজার টাকা; তাহলে বুঝতে পারি!

রাজারাম নীরব হইল। কুহকিনী বলিতে লাগিল—টাকা চাই; তা না পেলে কোন কাজই হবে না। রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলে, তবে বুঝবো, কতকটা নিরাপদ হলাম।

রাজারাম বলিল—কিন্তু তার জন্যে পাঁচ হাজার চাই কেন? রেঙ্গুনের ভাড়া তো......

শুধু ভাড়া? এখানকার লোকজনদের দিয়ে যেতে হবে না। তোমার মতো যদি নিজের দলের সঙ্গে বেইমানী করি তাহলে ফিরে এসে আর কোন কাজ করতে হবে না।

ট্রেণের গতি মন্দীভূত হইল। বোধ হয় কোন ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী! কুহকিনী উঠিয়া বলিল—এসে পড়ল!

দূরে ষ্টেশনের কেবিন দেখা যাইতেছে। তাহার উপর বড় বড় হরফে লেখা—বনগাঁ।

গাড়ী ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিল। তরুণ আশা করিয়াছিল—গাড়ী থামিলে কুহকিনীর আলোচনা ভাল করিয়াই শুনিবে। কিন্তু ষ্টেসনের ভেণ্ডারদের পান সিগারেট বীড়ীর তীব্র চীৎকারে ষ্টেশন মুখরিত হইল। মাত্র দুই মিনিট—তরুণ আর কোন আলোচনা শুনিতে না পাইয়া তাড়াতাড়ি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল কুহকিনী ও রাজারাম টিকিট দিয়া ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেল। আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া তরুণ এক লাফে গাড়ী হইতে লাফাইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে আসিবার পূর্ব্বেই কুহকিনী রাজারামকে লইয়া একখানি মোটরে করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে বন্দিনী মণিকা কুহকিনী ও রাজারামের অনুপস্থিতির সুবিধা লইয়া মোক্ষদাকে বশ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার উপর বিরূপ থাকিলেও ক্রমশঃ মোক্ষদা এই সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া একে একে তাহার নিরানন্দ ও সদা শঙ্কাতুর জীবনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

তাহার কাহিনী হইতে মণিকা জানিল, মোক্ষদার স্বামী তিনকড়ি কলিকাতায় অবস্থান কালে অত্যন্ত কুসংসর্গে মিশিয়া এবং জুয়া খেলিত। এমনি এক জুয়ার আড্ডায় একদিন এক ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয়—তিনকড়ির এক বন্ধু একজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। গোলমালের মধ্যে আসল লোকটাকে কেহ দেখিতে পায় নাই—সকলেই তিনকড়িকে হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করে। তখন তিনকড়ি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রেঙ্গুন পালাইয়া যায় এবং সেইখানে কুহকিনীর সংস্পর্শে আসে। কুহকিনী তাহার কাহিনী জানিত, সে তিনকড়িকে পুলিসের হাত হইতে চিরদিন রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়া তাহাকে বাঙ্গালা দেশে লইয়া আসে এবং এই বাড়ীতে তাহার ও মোক্ষদার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে কুহকিনী তাহার অনুচরদের লইয়া এইখানে আসিয়া কখনো বা দু'একদিন আবার কখনো বা দু'এক সপ্তাহ বাস করে। সে যে কোন দুর্ব্বৃত্তদলের নায়িকা তাহাতে মোক্ষদার সংশয় ছিল না; কিন্তু তিনকড়ির জন্য মোক্ষদা ছিল নিরুপায়। মোক্ষদার দেশ নদীয়ার এক গ্রামে;

সেখানে গিয়া সে যদি তিনকড়িকে লইয়া থাকিতে পায় তাহা হইলে সে আজই এই নরক পরিত্যাগ করে। কিন্তু সেখানে বাস করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন; বাড়ীঘর মেরামত অভাবে পড়িয়া গেছে; সংস্কার না করিলে তাহা বাসোপযোগী হইবে না।

মণিকা তাহাকে বলিল যে, সে মুক্তি পাইলেই মোক্ষদার গৃহ সংস্কার করিয়া দিবে এবং যাহাতে তিনকড়িকে পুলিসে গ্রেপ্তার না করে তাহার ব্যবস্থা করিবে। পুলিসের সহিত তাহার বিশেষ জানাশোনা আছে।

তাহার আশ্বাসে মোক্ষদা বিগলিত হইয়া মণিকার হাতের হাতকড়া খুলিয়া দিল এবং জানাইল যে তিনকড়িকে বলিয়া শীঘ্রই তাহার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

সেদিন রাত্রে মণিকার অন্ধকার কারাকক্ষে বসিয়া সেই পলায়ন সংক্রান্ত কথা হইতেছে এমন সময় বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মোক্ষদা, মোক্ষদা!

মোক্ষদা চুপি চুপি কহিল—কুহকিনী এলেন! তুমি চুপচাপ বসে থাকো। যেন এখন পালাবার চেষ্টা কোরো না; তাহলে মারা পড়বে।

কর্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়া মোক্ষদা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় সে দরজার তালায় চাবী বন্ধ করিয়া গেল না। মণিকা তাহা দেখিতে পাইল এবং দেখিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইল। বাহিরে কুহকিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—শীঘ্র আমার স্নানের যোগাড় কর মোক্ষদা; আমি কলঘরে যাচ্ছি।

কলঘরটি ছিল বাড়ীর এক কোণে অবস্থিত। মণিকা তাহা জানিত। তাই যখন কুহকিনীর ক্ষিপ্র পদশব্দ মিলাইয়া গেল

তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

কুহকিনী কলিকাতায় গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল তাহা সে জানে না বটে, তবে তাহার সন্দেহ হইয়াছিল হয়ত তাহার নাম জাল করিয়া তাহারা প্রতাপের সহিত চিঠিপত্র চালাইয়াছে এবং হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা কলিকাতায় গিয়াছিল। যাই হোক, ইত্যবসরে কুহকিনীর ঘরটি সে একবার পর্য্যবেক্ষণ করিবে; যদি কোন তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা সে কাজে লাগাইবে। মনের মধ্যে অদম্য সাহস সঞ্চয় করিয়া সে নম্রপদে কুহকিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। স্নান সমাপন করিতে কুহকিনীর বহুক্ষণ সময় লাগিত, তাহা মণিকা ইতিমধ্যে জানিয়া লইয়াছে।

ঘরের মধ্যে নীল কাচ-মণ্ডিত একটি চিম্‌নী জ্বলিতেছে! তাহার অনুজ্জ্বল আলোয় ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না। কম্পিত বক্ষে মণিকা টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর কিছুই নাই। টেবিলের একটি দেরাজে চাবী লাগানো রহিয়াছে। মণিকা চাবী ঘুরাইয়া দেরাজ খুলিল।

দেরাজ উন্মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃৎপিণ্ড যেন লাফাইয়া উঠিল। ভিতরে একটি মুক্তার কণ্ঠি! সে চকিতের মধ্যে কণ্ঠিটি তুলিয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দ্বারের কাছে শব্দ হইল—খুট্! অত্যন্ত মৃদু শব্দ, কিন্তু তাহা মণিকার কাণ এড়ায় নাই। ত্রস্ত বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল, কে যেন বাহির হইতে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে দরজা খুলিতেছে। মণিকা এদিক ওদিক চাহিয়া

ঘরের এক কোণে অবস্থিত একটি আলমারির পিছনে আত্মগোপন করিল। যুগপৎ ভয়ে ও উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইল।

ক্রমে দ্বার খুলিয়া গেল এবং এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া মণিকার ভয় অপরিসীম কৌতূহলে পর্য্যবসিত হইল—তিনকড়ি এভাবে চোরের মতো কুহকিনীর ঘরে প্রবেশ করিতেছে কেন?

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সে তিনকড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। তিনকড়ি পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের এক স্থানে হাত দিয়া কী যেন অনুভব করিতে লাগিল। মণিকার বোধ হইল, সে যেন দেওয়াল-সংলগ্ন কোন গুপ্ত দ্বার বা গহ্বর উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এমন সময় অসাবধানে হাত নাড়িতে গিয়া মণিকার কনুই আলমারির গায়ে ঠুকিয়া গেল এবং তাহার হাতের চুড়ী ঠুন ঠুন শব্দ করিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিবামাত্র তিনকড়ি ভয়ে চমকিয়া চারিদিক চাহিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মণিকাকে দেখিতে পাইল না। সে তখন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিনকড়ি প্রস্থান করিলে মণিকা অসংবরণীয় কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে দেওয়ালের কাছে গিয়া তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল, কোন গুপ্ত-দ্বার পাওয়া যায় কি না। প্রথমে তাহার চেষ্টা সফল হইল না, কিন্তু সে বেশ বুঝিতে পারিল এই স্থানের দেওয়াল কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং তাহার ভিতর ফাঁপা। সে অধিকতর নিবিষ্ট মনে স্থানটি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি স্থানের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া সে সজোরে সেই স্থানটি চাপিয়া ধরিল ; এইবার তাহার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল ; যাহার উপর সে চাপ দিয়াছিল তাহা একটি গুপ্ত স্প্রিং। চাপ পড়িতেই ভিতরে মৃদু শব্দ হইল এবং সেই স্থানের দেওয়ালের কিয়দংশ বাহির হইয়া আসিল।

মণিকা দেখিল, তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে একটি গুপ্ত দেরাজ। দেরাজের ভিতর কি আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সে হেঁট হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। যে কণ্ঠি তাহার হাতে, ঠিক তাহারই অনুরূপ আর একটি অলঙ্কার দেরাজের ভিতর রহিয়াছে।

কম্পিত হস্তে দুইটি অলঙ্কার চোখের কাছে ধরিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেই কোনটি আসল এবং কোনটি নকল তাহা সে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইল এবং নকল কণ্ঠিটি দেরাজে রাখিয়া আসলটি আঁচলে বাঁধিল।

দেরাজ বন্ধ করিয়া লঘুপদক্ষেপে কুহকিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মণিকা নির্ব্বিঘ্নে নিজের কারাকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই অসামান্য চৌর্য্যবৃত্তির সাফল্যের উল্লাসে তাহার দেহমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ; আনন্দে উচ্চকণ্ঠে তাহার গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে ;·সারা দেহে তাহার বিপুল হর্ষের আবেগ।

ঘরের কোণে রক্ষিত কতকগুলা তিষির বস্তার নীচে কণ্ঠিটি রাখিয়া মণিকা তাহার ছিন্ন শয্যার উপর বসিয়া পরমানন্দে হাতকড়া দুইটি হাতে লাগাইয়া আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হাতের কাছে পাইয়াও রাজারাম ও কুহকিনীকে ধরিতে না পারিয়া আহত তরুণ ব্যর্থ ক্ষোভে অভিভূত হইল। মোটরে আরোহণ করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। এ অঞ্চলে মোটর গাড়ী বেশী লোকের নাই। সুতরাং ঐ মোটর গাড়ীর সাহায্যেই তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সদর থানায় টেলিগ্রাম করিয়া প্রতাপের বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

তরুণ তখন ফাঁড়ীর প্রধান সাবইন্‌স্পেক্টারের সাহায্যে সেই স্থানের একখানি মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এখানকার জমিদারের বাড়ী কোথায়? জমিদারের মোটর আছে কিনা; এ গ্রামে বা ইহার আশেপাশে অন্য কোন মোটরকারওয়ালা বড়লোক বাস করে কিনা—ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তরে তরুণ জানিল, এখানকার জমিদারের মোটর আছে বটে, কিন্তু তিনি মাসখানেক হইল হাওয়া বদল করিতে রাঁচি গিয়াছেন এবং মোটরগাড়ী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। একজন জমাদার মানচিত্রের একস্থানে আঙ্গুল স্থাপন করিয়া জানাইল যে সেই গাঁয়ের নাম দেবীপুর; সেই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এক ধনী পরিবার বাস করে; বাড়ীখানিকে প্রথম দর্শনে পাথরের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়, তাই লোকে তাহাকে "পাথর-কুঠী" বলে। এই পাথর-কুঠীতে পূর্ব্বে এক জমিদার বাস করিতেন, এক্ষণে সেখানে থাকে এক রমণী। ইনিও খুব ধনী—পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক রাজপরিবারের কন্যা; মহারাণী রত্নময়ী নামে তিনি এখানে পরিচিতা। রত্নময়ী পাথর-কুঠীতে বৎসরের অল্পদিনই

থাকেন। বাড়ীটি এক সরকারের হেফাজতে আছে। রত্নময়ী এখন এখানে নাই।

রত্নময়ী গ্রামে নাই থাক, তাঁহার পরিচয় শুনিয়া তরুণ তাঁহার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দেবীপুরের ফাঁড়ীতে যাইতে হইবে। সে জমাদারকে সেই মর্ম্মে অনুরোধ করিল।

উত্তরে জমাদার জানাইল, সে ফাঁড়ী এখান হইতে ক্রোশ দুই দূরে অবস্থিত; হাঁটিয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর। সে ইহাও জানাইল যে, এখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের একখানি ফোর্ড গাড়ী আছে; সেই গাড়ীখানি যদি তরুণ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে খুব সুবিধা হয়।

প্রস্তাবটি তরুণের মন্দ লাগিল না। একখানি মোটর থাকিলে কাজের যে অনেক সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে সাব-ইন্‌স্পেক্টারকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত দেখা করিল। ষ্টেশন মাষ্টার লোকটি ভাল; প্রয়োজনের কারণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সোফারকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করাইলেন; তরুণ জানাইল, সোফারের প্রয়োজন নাই; সে নিজেই গাড়ী চালাইবে।

ষ্টেশন মাষ্টারের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তরুণ যখন মুখ হাত ধুইয়া গুরু জল-যোগান্তে দেবীপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন সন্ধ্যা সমাগত। জমাদারকে পাশে বসাইয়া সে নিজে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় সোরগোল করিতে করিতে একজন সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার ফটিক সুর আসিয়া হাজির হইল।

তাহাকে দেখিয়া তরুণ সবিশেষ আনন্দিত হইল এবং শুনিল যে প্রতাপকে বেলঘরিয়ার বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে; সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ, ফটিক ও সার্জ্জেণ্টকে লইয়া দেবীপুর থানা অভিমুখে মোটর চালাইল।

থানায় পৌঁছিবার পর, যে কনষ্টেবলটি রাণী রত্নময়ীর বাড়ীর রাস্তায় রাত্রে পাহারা দেয়, তাহাকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। কনষ্টেবল আসিয়া কলিকাতার উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী-দিগকে আভূমি প্রণত কুর্ণিশ করিয়া জানাইল, সে আজ দশ বছর যাবৎ এই অঞ্চলে আছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে কখনো সে মহারাণীর বাড়ীতে সন্দেহজনক কোন কিছু ঘটনা ঘটিতে দেখে নাই। সে-বাড়ীতে যাহারা বাস করে তাহারা অতিশয় সৎ লোক ; সন্দেহের কিছুই নাই।

তরুণ হতাশ হইল। অনর্গল বকিতে বকিতে কনষ্টেবল বলিল—কয়েকদিন হ'ল ওই বাড়ীতে এক পাগ্‌লী মেয়ে এসেছে; অসুখে অসুখে তার মাথা নাকি একদম খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি তাকে দেখিনি ; তাকে দেখেছে, নন্দন-বাগানের মালী।

তরুণ চকিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—মাথা খারাপ মেয়ে! কি রকম দেখতে? কত বয়েস?

কনষ্টেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি তো বলতে পারবো না, মালী জানে।

কোথায় তোমার মালী? তাকে নিয়ে এসো।

কনষ্টেবল বাহির হইয়া গেল। যেটুকু সংবাদ সে ইতিমধ্যে পাইয়াছিল, তাহাতেই তরুণের উত্তেজনার অবধি ছিল না। কে

এই রাণী রত্নময়ী? উন্মাদ রোগগ্রস্ত এই মেয়েই বা কে? কুহকিনী না মণিকা?

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফটিক কহিল—কি ভাবছ হে?

তরুণ চমকিয়া কহিল—য়্যাঁ, কি বলছ?

ফটিক বলিল—মালীটির কথা শুনে আমরা যা অনুমান করছি তা যদি সত্য হয়, তাহলে আজ রাত্রেই রত্নময়ীর বাড়ী হানা দেবে নাকি?

তরুণ সংক্ষেপে বলিল—নিশ্চয়। মণিকাকে উদ্ধার করা চাই—যেমন ক'রে হোক্।

ষ্টেশন হইতে এখানে আসিবার সময় তরুণ ফোনে ফটিকের কাছে বিগত ঘটনা বিবৃত করিয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবল এক খর্ব্বাকৃতি উদ্যান-পালককে তাহাদের সম্মুখে আনিয়া সেলাম করিয়া বলিল—এরই কাছ থেকে শুনেছিলুম, হুজুর।

তাহার দেখাদেখি মালীও মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিল।

তাহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াই তরুণ বুঝিতে পারিল, মালী যে মেয়েটির কথা বলিতেছে খুব সম্ভব সে মণিকা। লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—খবরদার! যেন মিথ্যে কথা ব'লো না। মেয়েটির নাম শুনেছো?

মালী ভয়ে ভয়ে বলিল—আজ্ঞে, নাম তো শুনিনি।

তরুণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—মেয়েটা কি অনবরত পাগলের মত বক্‌ছিল, না চুপচাপ ছিল?

মালী বলিল—একেবারে যে চুপচাপ ছিল, তাও নয়; আবার

খুব যে বক্‌ছিল, তাও নয়। তার ধারণা, একদল ডাকাত তাকে ধরে এনেছে, তাই সে আমায় পুলিশে খবর দিতে বলছিল। বলছিল, আমায় একশো টাকা, হাজার টাকা দেবে। মাথাটা একেবারেই বিগড়েছে।

আরও দুই চারিটা কথার পর তরুণ মালীকে বিদায় দিয়া কনষ্টেবলকে বলিল—তুমি মহারাণীর বাড়ী চেন ত? বেশ, তুমি চল আমাদের সঙ্গে। সার্জ্জেণ্ট, তুমি এইখানেই থাকো, যদি দরকার হয় তোমায় ডেকে পাঠাবো বা যা করতে হবে সেই সঙ্গে খবর পাঠাবো। এসো ফটিক।

ফটিক বলিল—গাড়ী নেবে না?

না। তাতে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। আমরা হেঁটেই যাব। কতখানি পথ, কনষ্টেবল?

কনষ্টেবল জানাইল, পথ অতি সামান্যই; আধ ক্রোশটাক হবে। তিনজনে নীরবে ও চিন্তান্বিত অন্তরে পল্লীগ্রামের সেই জনহীন ঝিল্লীমুখরিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

থানা হইতে গন্তব্যস্থানের দূরত্ব অর্দ্ধক্রোশেরও কম। মিনিট দশেক পথ চলিবার পরেই কনষ্টেবল বলিল—হুজুর! ওই যে দূরে চিলকোঠাওলা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ওই বাড়ী।

কনষ্টেবলের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উভয়ে দেখিল, এক নাতিক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে অন্ধকারে স্তব্ধ প্রহরীর মতো এক বিশাল অট্টালিকা মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ফটিক বলিল—ওই বাড়ী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে ধান জমি, আর এর পিছনে বাগান, এসব ওই বাড়ীরই অন্তর্গত।

তরুণ বলিল—সামনের গেট্ দিয়ে যাব না; পিছন্ দিক দিয়ে যাবার কোন রাস্তা আছে কনষ্টবল ?

কনষ্টেবল কহিল—রাস্তা নেই ; তবে এই মাঠের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়।

তরুণ বলিল—তাই চলো।

কনষ্টেবলের পিছনে পিছনে মাঠের উপর দিয়া জল কাদা হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা রাণী রত্নময়ীর বাড়ীর সন্নিকটে পৌছিল। দূরে বাড়ীর দরজা দেখা যাইতেছে। উপরের কোঠায় আলো জ্বলিতেছে। বাগানের মধ্যে যেন কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল...

ফটিক বলিল—সোজাসুজি বাড়ীর ভিতর ঢোকাই বোধ হয় ঠিক।

তরুণ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অকস্মাৎ সেই অন্ধকার বাগানে কাহার তীব্র আর্ত্ত চিৎকারে যেন সচকিত জাগ্রৎ হইল ; বাড়ীর দ্বারের কাছে দুইবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ ধ্বনিত হইল—গুড়ুম, গুড়ুম !!

তখন আর দ্বিধা না করিয়া পিস্তল হাতে তরুণ সঙ্গীদ্বয়কে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। কনষ্টেবল ঠিক তাহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। ফটিক রহিল কিছু দূরে।

অন্ধকারের গর্ভ হইতে কে যেন টলিতে টলিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তরুণ হাঁকিল—কে যায় ? দাঁড়াও, এখনি দাঁড়াও, নইলে গুলী করব। আমরা পুলিসের লোক।

লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিল, তারপর তরুণের পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। শোনা গেল লোকটা বলিতেছে—আমাকে মেরেছে...আর সবাই আছে...শীঘ্র যান ; শীঘ্র ..

তরুণ হাতের টর্চ্চ প্রজ্বালিত করিল। তাহার পায়ের কাছে তিনকড়ি পড়িয়া আছে ; তাহার বক্ষদেশে তাজা রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। তরুণ দেখিল, লোকটির প্রাণবায়ু নিঃশেষিত !

বাড়ীর ভিতর হইতে আবার পিস্তলের গর্জ্জন ভাসিয়া আসিল। তরুণ চিৎকার করিল—ফটিক ! বাড়ীর ভিতর চল। পিস্তল বাগাও।

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা অদূরে গেটের কাছে মোটরগাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং একখানা মোটর বায়ুবেগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৬

বাড়ীর সদর দরজার কাছে একটি স্ত্রীলোক করুণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছিল—দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, তাহার আর কেহ নাই ; এই পৃথিবীতে সে অনাথা...

তরুণ তাহাকে তুলিয়া বলিল—তিনকড়ি তোমার স্বামী ?

ক্রন্দননিরতা রমণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কুহকিনী আমার স্বামীকে হত্যা করেছে !

আমার স্বামী বাগানে আছে। অন্য সকলে কোথায় ?

আর সবাই পালিয়েছে। বাগানে আমি যাই...

তরুণ তাহাকে প্রশ্ন করিল—সবাই পালিয়েছে ? কুহকিনী ছাড়া এখানে যে একটি মেয়ে ছিল, সে কোথায় ?

তাকে তারা নিয়ে গেছে। আলোটা আমায় দিন। আমি দেখি, তিনি কোথায় গেলেন। তারা ওঁকে গুলী করেছে···ও মাগো!

তরুণের হাত হইতে টর্চ্চটি ছিনাইয়া লইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাগানের দিকে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি আর মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া তরুণ সঙ্গীদের লইয়া ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

নিম্নতলের সব আলো গুলি নির্ব্বাপিত; সারা বাড়ী অন্ধকারে যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। সেই স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া তরুণ শুনিতে পাইল, অদূরে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত নারীকণ্ঠের স্বর শোনা যাইতেছে। উন্মত্ত বেগে তরুণ সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

নিম্নতলের শেষ প্রান্তরে একটি ঘরের কাছে গিয়া তরুণ দেখিল, লৌহ-গরাদ আঁটা এক দরজার পিছনে দাঁড়াইয়া ফুলচাঁদ জহুরী; মণিকা দরজার বাইরে। দুইজনে সেই লৌহদ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কে?

মিস্ রায়! আমি তরুণ!

তরুণ বাবু!

পিছন হইতে ফটিক তাহার টর্চ্চ জ্বলিল। মণিকা বলিল—সত্যিই আপনারা! আঃ; বাঁচলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রান্ত অভিভূত দেহ এলাইয়া পড়িল। জীবনে এই প্রথম মণিকা—অসমসাহসিনী, অসামান্য মানসিক শক্তিশালিনী মণিকা, ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীন হইল।

তরুণ চিৎকার করিয়া উঠিল—এ কী হ'ল ফটিক!

মণিকার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ফটিক বলিল—কিছু নয়। সামান্য মূর্চ্ছা ; একটু জল চাই ; জল !

কারাকক্ষের ভিতর হইতে ফুলচাঁদ বলিল—এই নিন ; আমার ঘরে জলের কুঁজো আছে !

ফুলচাঁদের হাত হইতে জলের পাত্র লইয়া তরুণ মণিকার চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিতেই সে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে ফটিক কনষ্টেবলকে বলিল—তুমি এক দৌড়ে থানায় চলে যেও। সেখানে ঘটনার কথা ব'লে যত জনকে পারো নিয়ে এসো। সার্জ্জেণ্ট্‌কে আনতে ভুলো না। আসবার সময় মোটর চড়ে এসো—সার্জ্জেণ্ট চালাতে জানে।

আদেশ পাইবামাত্র কন্‌ষ্টেবল অদৃশ্য হইল।

আঁচলে মুখ মুছিয়া মণিকা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কুহকিনীকে ধরেছেন ? কোথায় সে ?

তরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি। সে মোটরে চড়ে পালিয়েছে।

মোটরে চ'ড়ে ! ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মণিকা বলিল—কিন্তু সে তো মোটরে ওঠে নি। আমি সব দেখেছি। মোটরে চ'ড়ে চলে গেছে মোক্ষদা—তিনকড়ির স্ত্রী।

নিকটে একখানা ভাঙা বেঞ্চি পড়িয়াছিল, মণিকাকে তাহার উপর বসাইয়া তরুণ বলিল—উত্তেজিত হবেন না। এইখানে বসুন। তিনকড়ির স্ত্রী মোক্ষদাকে আমরা এইমাত্র দেখেছি ; সে কাঁদতে কাঁদতে তার স্বামীর মৃতদেহ খুঁজতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মণিকার মুখের উপর মৃদু বক্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল—সেই হোল কুহকিনী। মোক্ষদার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে সে মুক্তার কণ্ঠির অনুসন্ধান করছিল।

বলেন কি!

তরুণ ও ফটিক, উভয়ে ক্ষণকাল বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া রহিল। তারপর উভয়েই ঝড়ের বেগে বাগান অভিমুখে দৌড়িল। বাগানের ভিতর তিনকড়ি অসাড় মৃতদেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ক্রন্দন নিরতা রমণীর কোন চিহ্ন নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে বাগানের আশে পাশে অনুসন্ধান করিল কিন্তু বলা বাহুল্য তাহার সন্ধান মিলিল না। উভয়ে হতাশ চিত্তে বাড়ীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চলিতে চলিতে ফটিক বলিল—কিন্তু চোখের জল ফেলবার কি আশ্চর্য্য কৌশল! এমন অভিনেত্রী কখনও দেখি নি।

মণিকার কাছে আসিয়া তরুণ বলিল—আপনি ঠিকই বলেছেন কুহকিনী পালিয়েছে।

মণিকা বলিল—সে আমি জানি। এখন আপনারা ফুলচাঁদ বাবুকে কারামুক্ত করুন।

তখন তরুণ ও ফটিক বহু চেষ্টার পর ফুলচাঁদ জহুরীকে বন্ধ ঘর হইতে বাহির করিল। বন্দীত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জহুরী সগর্জ্জনে বলিল—দেখে নেব আমি সবাইকে! আজই কমিশনরের সঙ্গে দেখা করে···

তরুণ বলিল—এখন অনেক রাত। কাল সকালেই দেখা করবেন। এখন শান্ত হ'য়ে ওই টুলের ওপর বসুন।

সকলে উপবেশন করিলে ফটিক বলিল—থানা থেকে পুলিস-

বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কি অন্য কাজ কিছু নেই ?

তরুণ বলিল—আছে বৈকি ! মিস্ রায়ের মুখ থেকে গল্প শোনা। এই বলিয়া তাহার পানে চাহিল।

মণিকা বলিল—গল্প বলছি ; কিন্তু তার আগে এইটে দেখুন দেখি ; ফুলচাঁদ বাবু নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারবেন।

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মণিকা কণ্ঠিছড়া বাহির করিয়া তরুণের হাতে দিল। তাহার উপর চোখ্ বুলাইয়া ফুলচাঁদ সবিস্ময়ে বলিল—কেয়া তাজ্জব ! আপনি পেলেন কোথা থেকে ?

মণিকা মিষ্ট হাসিয়া বলিল—রাহাজানি করেছি, জহুরী মশায়......

তরুণ বলিল—কিন্তু মাঝখান থেকে নয়, দয়া ক'রে গোড়া থেকে সুরু করুন।

মণিকা মৃদু হাসিয়া তাহার কাহিনী বলিতে লাগিলেন ; কুহকিনীর ছদ্মবেশে রাধিকানারায়ণের আড্ডায় গিয়া ফুলচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যকার ঘটনাবলী পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়া মণিকা বলিতে লাগিল—প্রথমে মোক্ষদাকে কিছুতেই বশ করতে পারি নি ; তারপর তাকে বশ ক'রে একদিন এই হারটি চুরী করি। পরদিন তিনকড়িকে ডেকে বলি যে মোক্ষদা যখন আমায় সাহায্য করছে তখন তার আর কিসের ভয় ? মোক্ষদা আগেই তাকে সব কথা বলেছিল ; তিনকড়ি সহজেই আমার কথায় রাজী হল। সে বল্লে, আমি যদি এখান থেকে পালাই, তাতে সে বাধা দেবে না, এবং ফুলচাঁদ বাবুকেও সে মুক্ত করে দেবে।

ক্ষণেক থামিয়া মণিকা বলিতে লাগিল—প্রথমে ঠিক করে-ছিলাম, কুহকিনী ও রাজারাম এখানে অনুপস্থিত থাকলেই আমরা পালাবো। অবশ্য কুহকিনীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা যে হচ্ছিল না, তা নয়; কিন্তু সে কাজ ভবিষ্যতের জন্য রেখে আমি এখান থেকে পলায়ন করতে কৃতসঙ্কল্প হলাম। কিন্তু কাজটি যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম, দেখলাম সেটি প্রকৃতপক্ষে ততখানি সহজ নয়। তিনকড়ির মুখে শুনলাম, এ বাড়ীর আশে পাশে অনেকগুলো কুহকিনীর চর ছাউনি পেতে বসবাস করছে; সুতরাং তাদের এড়িয়ে পালানো সম্ভব নয়।

মণিকা বলিয়া চলিল—সেদিক দিয়ে যখন সুবিধা হল না, তখন আমি তিনকড়িকে দিয়ে কলকাতার সদর থানায় টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। তার কাছে শুনলাম, এখানকার থানা কাছেই। সে কথা শুনে আজ বিকালে আমি তাকে থানার ইনস্পেকটারের উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখে তাকে থানায় যেতে বল্লাম। তিনকড়ি বোধ হয় সে চিঠি নিয়ে থানায় যাবার সময় পায় নি। সন্ধ্যার পরেই কুহকিনী ও রাজারাম ফিরে এলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অনেকক্ষণ ধরে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তারা কি সব পরামর্শ করলে। নিশ্চয় তবে কুহকিনী এতক্ষণে জানতে পেরেছে যে আসল কণ্ঠি চুরী গেছে; দেখা যাক সে এখন কি করে...এই উদ্দেশ্যে আমি সাহসে ভর করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়ালাম।

তরুণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিল—তারপর?

কিছুক্ষণ পরে রাজারাম বাইরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনকড়িকে আহ্বান করলো। তিনকড়ি নিজের ঘরে ছিল, আহ্বান শুনে

বেরিয়ে এলো। দু'জনে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো। এমন সময় মোক্ষদা ওপর থেকে নীচে নেমে এলো; অন্ধকারে তিনকড়ি তাকে চিনতে পারলে না; কিন্তু আমি দেখলাম, সে আসলে মোক্ষদা নয়; মোক্ষদার ছদ্মবেশে কুহকিনী! আশ্চর্য্য হলাম! মনে হ'ল, কুহকিনী কণ্ঠি-চুরীর সম্পর্কে মোক্ষদা এবং তিনকড়িকে সন্দেহ করেছে, তাই মোক্ষদার ছদ্মবেশে সে তিনকড়ির কাছ থেকে কথা বার ক'রে নিতে চায়। তিনকড়ির কাছে গিয়ে বল্লে—আমি গিন্নিমাকে সব কথা বলে দিয়েছি। কথা শুনে তিনকড়ি বিহ্বল হ'য়ে গেল; আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—করেছিস্ কি সর্ব্বনাশী! তোকে আমি খুন করব। তার এই কথা শুনে ওদের সন্দেহ বেড়ে গেল; রাজারাম তার গলা টিপে ধ'রে বল্লে—কি করেছিস্ শীগ্‌গির বল্। তিনকড়ি বিহ্বলভাবে বল্লে—মেয়েটাকে ছেড়ে দিইছি; কিন্তু সে ওর দোষ! এই বলে সে কুহকিনীর দিকে হাত বাড়ালে। সে ভেবেছিল, আমরা বুঝি ইতিমধ্যে পলায়ন করেছি। রাজারাম ইতিমধ্যে তার পকেট থেকে আমার লেখা চিঠিখানা টেনে বার করেছিল। সেই চিঠি দেখে কুহকিনী ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ক'রে নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—বিশ্বাসঘাতক! কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কাপড়ের ভিতর থেকে পিস্তল বার ক'রে তিনকড়িকে গুলী করলে। সেই সময় গোলমাল শুনে মোক্ষদা ছুটে এলো এবং চিৎকার ক'রে কুহকিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে ঠিক মতো দেখ্‌তে পেলাম না; আর একবার পিস্তলের শব্দ হল। ঠাহর ক'রে দেখলাম, ধস্তাধস্তির ভিতরে রাজারাম তার পিস্তলের উলটো দিক দিয়ে সজোরে মোক্ষদার মাথায় আঘাত

করলে। পরমুহূর্ত্তেই বুঝলাম, আসল মোক্ষদা নয়; সে ভুল ক'রে কুহকিনীকে আঘাত করেছে। মার খেয়ে টাল সাম্‌লাতে না পেরে কুহকিনী মাটিতে পড়ে গেল এবং রাজারাম ছুটে গিয়ে নিকটস্থ মোটরের উপর লাফিয়ে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ী হাঁকাতে আদেশ করলো।

তরুণ বলিল—তখন আমরা মাঠ পেরিয়ে বাগানের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি।

মণিকা বলিল—তা আমি অবশ্য জান্‌তে পারি নি। আমি দেখলাম, পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে মোক্ষদাও রাজারামের মোটরে উঠ্‌লো এবং চিৎকার ক'রে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে বাগান পার হ'য়ে গেল। কুহকিনীকে দরজার কাছে দেখতে না পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে ফুলচাঁদ বাবুর ঘরের কাছে এলাম; এই সময় যদি তাঁকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে অনেকখানি ভরসা পাব, এই আশায় তাঁর ঘরের কাছে এসে তাঁকে ডেকে তুল্লাম; উনি ঘুমুচ্ছিলেন।

ফটিক বলিল—আশ্চর্য্য! এই দুর্য্যোগেও কোন মানুষ ঘুমুতে পারে!

মণিকা হাসিয়া বলিল—ওঁর কাছে অসম্ভব কিছু নেই। যেখানে সেখানে...

তরুণ গুণ গুণ স্বরে গাহিয়া উঠিল—'যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা!'

মণিকা ও ফটিক বুঝিয়া এবং ফুলচাঁদ না বুঝিয়াই হাসিয়া উঠিল

এমন সময় বাহিরে একাধিক মানুষের পদশব্দ পাওয়া গেল। ঘরের বাহিরে আসিয়া তরুণ দেখিল, পূর্ব্বোক্ত কনষ্টবল এবং সার্জ্জেণ্ট তাহাদের অন্বেষণে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করিতেছে, তাহাকে এবং পিছনে ফটিককে দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইল।

তরুণ বলিল—থানা থেকে আর কেউ আসছে না?

কনষ্টেবল বলিল—আসছে। তারা হেঁটে আসছে; আমরা মটর গাড়ীতে চ'লে এলুম। আসবার সময়, হুজুর, মাঠের ওপর, উঃ, সে কি ভয়ানক দৃশ্য...

ব্যাপার কি? শীঘ্র বল।

যে ভদ্রলোক এইখানে রাণীর সঙ্গে থাকতো, সেই লোকটি মাঠের ওপর পড়ে আছে; তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়েছে। বোধ হল যেন একটা মোটর গাড়ীর ওপর থেকে সে পড়ে গেছে।

সে রাজারাম। কেমন করে পড়ল? কে ছুরী বসালে?

দূর থেকে দেখলুম হুজুর যেন একটা মেয়েলোক পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

তরুণ বুঝিল, সে মেয়েলোক মোক্ষদা ভিন্ন অন্য কেহ নয়।

১৭

পরদিন রাত্রে তরুণ মণিকার বাড়ী উপস্থিত হইল। দেবীপুরের বাড়ীতে কুহকিনীর ঘর হইতে মণিকা চিঠির প্যাডে পেন্সিলে লেখা এক অস্পষ্ট লিপি পাইয়াছিল; সেই চিঠিখানি তরুণ থানায় বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ভাবে লিখাইয়া লইয়া মণিকাকে তাহার বিষয় শুনাইতে আসিয়াছিল।

মণিকা পরম নিশ্চিন্তমনে অর্গানের সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছিল। দাসীর মুখে তরুণের নাম শুনিয়া চঞ্চলপদে বাহিরে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনয়ন করিল।

তরুণ বলিল—সেই চিঠিখানা এনেছি।

এনেছেন? বাঃ, বেশ তো! আচ্ছা, এক মিনিট সবুর করুন।

মণিকা ত্বরিত পদে গবাক্ষের কাছে গিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কিন্তু তারা তো নেই—কোথায় গেল?

তরুণ প্রশ্ন করিল—কারা?

রাধিকানারায়ণ আর তার একজন সহচর—শম্ভু। দুজনে এতক্ষণ আমার বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল; বোধ হয় রাত্রে আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকবে। কিন্তু এখন তো তারা নেই। হয়, আপনাকে দেখে গা ঢাকা দিয়েছে, নয়, বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ভিতরে ঢোকবার আয়োজন করছে।

তরুণ চমকিয়া কহিল—বলেন কি! তাহলে তো খুব সময়ে এসে পড়েছি!

মণিকা ঈষৎ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। তরুণ বলিল—থানায় টেলিফোন ক'রে দেব? আরও জনকতক...

মণিকা মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি তো একাই ছিলাম; তবুও আমি ফোন করবার কথা ভাবি নি। তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুফল পাওয়া যাবে না। কুহকিনীকে ধরতে চান তো?

হ্যাঁ, তা চাই।

তাহলে থানায় টেলিফোন ক'রে এদের গ্রেপ্তার করিয়ে

লোক জানা জানি করলে কুহকিনী অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবে ; তার চেয়ে...

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া মণিকা এক মিনিট অপেক্ষা করুন বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তরুণ স্তব্ধ বিহ্বল ভাবে বসিয়া রহিল।

মিনিট দুই পরে ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—যা ভেবেছিলাম, তাই ; ওরা বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ওপরে ওঠ্‌বার চেষ্টা করছে। ওরা সামনে থেকে পিছন দিকে আসবার পর আপনি এসেছেন, তাই ওরা আপনার আগমন টের পায় নি।

তরুণ পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল—ওদের দুর্ভাগ্য !

মণিকাও ক্ষিপ্রহাতে দেরাজ হইতে একটি ক্ষুদ্রকায় পিস্তল বাহির করিয়া তাহা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া বলিল—কিন্তু মনে রাখবেন, আত্মরক্ষা ব্যতীত এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। আপনি এক কাজ করুন ; ওরা খুব সম্ভব এই জানলা দিয়ে উঠ্‌বে—আপনি এই পরদার পিছনে দাঁড়ান।

তরুণকে পরদার কাছে লইয়া গিয়া তাহার হাতে একটা মোটা বেঁটে লাঠি দিয়া মণিকা বলিল—আমি যখন রাধিকাকে ওই পরদার কাছে পাঠাবো, তখন আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। খুব সাবধান ; আগে থাকতেই যেন আত্মপ্রাশ ক'রে কাজ পণ্ড করবেন না।

তরুণ মৌনমুখে আদেশ পালন করিল। তাহাকে পরদার আড়ালে রাখিয়া মণিকা পুনরায় অর্গানের সম্মুখে বসিয়া গানের গৎ বাজাইতে সুরু করিল।

মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ জানালার কাছে ধপ্ করিয়া শব্দ হইল এবং পর পর দুইজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুইজনের হাতে দুইখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ঘরের আলোয় চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

মণিকা নিতান্ত অন্যমনস্কের মতো কহিল—কে! রাধে এলে?

শব্দ হইল—রাধে নয়! তোমার যম!

মুখ ফিরাইয়া সে কহিল—সে কি! তাঁর তো এত শীগ্‌গির আসবার কথা নয়! ও, তাই বল, রাধে নয় রাধিকা বাবু আর শম্ভু! আসুন, আসুন! তা এমন অসময়ে কেন? আর তাছাড়া একাই বা কেন কুহকিনী কই?

শম্ভু বলিল—আস্তে কথা বল। চেঁচালেই খুন করব।

হঠাৎ এতটা অনুগ্রহ—ব্যাপার কি?

মণিকার কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর শুনিয়া রাধিকা বলিল—হ্যাঁ, তাই। আমাদের মাথার ঠিক নেই। যাক্, যে জন্যে এসেছি, শোন। সেই মুক্তোর কণ্ঠিটা দাও। আমরা জানি, তুমি সেটা কুহকিনীর বাড়ী থেকে চুরী করে এনেছো।

মণিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—সেইটের জন্যে এসেছো? তা এত কষ্ট করে জানালা বেয়ে ওঠবার তো দরকার ছিল না—কুহকিনী আমায় টেলিফোন করলেই তো পারতেন। কিন্তু কেন তিনি তা করেন নি, জানো? কারণ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হবেন; তাই তিনি আমায় টেলিফোন করতে সাহস করেন নি। আর সেই সঙ্গে নরহত্যার অপরাধে তোমরাও বাদ পড়বে না।

নরহত্যা! রাধিকানারায়ণ বিচলিত কণ্ঠে বলিল—ওসব কাজে আমরা নেই। আমরা সেই কণ্ঠি চাই। তুমি এখুনি সেটা বার করে দাও।

দুইজন আততায়ীর হাতে ছুরিকার আস্ফালন দেখিয়া মণিকা ভয় পাইল; আঙ্গুল বাড়াইয়া পরদার দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—ওর পিছনে সিন্দুকের মধ্যে আছে।

তাহার কথা শুনিয়া রাধিকানারায়ণ ব্যস্তভাবে পরদার কাছে গিয়া দুই হাতে পর্দ্দা সরাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে অবসর পাইল না; হঠাৎ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল।

সে দৃশ্য দেখিয়া শম্ভু মুহূর্ত্তের জন্য বিহ্বল হইল; তারপর ছুরি উঁচাইয়া সে পলায়নের নিমিত্ত গবাক্ষের দিকে ছুটিল।

কিন্তু সেখানে চিত্রার্পিতের মতো পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণকুমারী! শম্ভু সভয়ে দুইহাত শূন্যে তুলিল। ম৷ণকা বলিল—ঠিক ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো; এক পা নড়েছো কি কুকুরের মতো গুলী করবো।

পিছন হইতে তরুণ আসিয়া সজোরে তাহার হাতের কব্জির উপর লগুড়াঘাত করিতেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া শম্ভু ছুরিকা মাটিতে ফেলিয়া দিল।

তখন শম্ভু রাধিকানারায়ণকে বন্দী করিতে তরুণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

মণিকা থানায় টেলিফোন করিয়া দিয়াছিল। একজন সার্জ্জেন্ট ও দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহাদের হাজতে লইয়া

গেল। তরুণ তাহাদের বলিয়া দিল, পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ-সংবাদ যেন প্রকাশ না হয়।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তরুণ বলিল—এইবার তাহলে কুহকিনীর চিঠিখানা দেখা যাক।

মণিকা বলিল—হ্যাঁ, বার করুন দেখি! অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে আছি।

পকেট হইতে একটি সুদৃশ্য নোটবই বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ লইয়া তরুণ তাহা সম্মুখের টেবিলে রাখিল। উভয়ে তাহার উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া পড়িল—

যদি টেলিফোন করিবার সময় ও সুযোগ না পাই, সেই কারণে এই পত্র পাঠাইতেছি। সমস্ত কাজ গোলমাল হইয়া গিয়াছে এবং এখন তোমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যদি সাহায্য না কর তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যৎ সুখের হইবে না, জানিও। এই পত্র পাইবার পর অন্ততঃ দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিও। শুক্রবার প্রাতে তোমার বাড়ীতে গিয়া এই টাকা আমি লইব! যদি দেখ যে পুলিস তোমার বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছে, তাহা হইলে রাস্তার দিকের একতালার ঘরের একটা জানালার উপর একখানা লাল কাপড় ঝুলাইয়া রাখিও। তাহা দেখিলে, আমি তোমার সহিত দেখা করিবার অন্ত ব্যবস্থা করিব। খুব সাবধান, যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিও না; তাহা যদি কর তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত জহুরী বেরমঞ্জি গঞ্জদারও ধরা পড়িবে এবং তাহার অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আশা করি, বিশ্বাসঘাতকতা

করিবে না। টাকাটা অবশ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিও, না রাখিলে ফল ভাল হইবে না।

পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা। তলায় কোন নাম নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও কে ইহার লেখক বা কাহাকে লেখা হইতেছে তাহা বুঝিতে উভয়ের বাকী রহিল না।

পত্র পাঠান্তে তরুণ বলিল—কুহকিনী বেরমজির বাড়ী আসবে না।

কেন ?

তার কারণ, পুলিসের লোক গুপ্তভাবে বেরমজির বাড়ী পাহারা দিচ্ছে এবং সে তা জানে, তাই সে নিশ্চয়ই জানলায় লালকাপড় ঝুলিয়ে কুহকিনীকে আসতে নিষেধ করবে।

মণিকা সাগ্রহে বলিল—শুক্রবার তো কাল। আমরা যদি ইতিমধ্যে বেরমজিকে লাল কাপড় টাঙাতে না দিই।

কেমন করে ?

আমরা যদি আজই সেখানে যাই ?

তরুণ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল—প্রস্তাবটি মন্দ নয়; কিন্তু হয়ত কুহকিনী ইতিমধ্যে টেলিফোন করেছে। বেরমজি যদি একবার সাবধান হবার অবকাশ পায় তাহলে আমাদের যওয়া না যাওয়া সমান হবে। এই চিঠির সাহায্যে আমরা বেরমজিকে গ্রেপ্তার করতে বা তার বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারবো না। সে চোরাই মালের কারবার করেএকথা খুবই ঠিক কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? একজন দস্যু নারীর চিঠি বিশেষ মূল্যবান নয়। সেই কারণে হঠাৎ তার বাড়ী চড়োয়া হওয়া যুক্তি যুক্ত কি না, তাই ভাবছি। কিন্তু সে যাই হোক, আমি যাব। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নাই।

মণিকা বলিল—আপনার সঙ্গে আমিও যাব।

তরুণ কহিল—না, না। আপনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট হাঙ্গামা সহ্য করেছেন ; আর নয়। আপনি বাড়ীতে থাকুন। আমি থানায় বলে যাচ্ছি, দুজন সার্জ্জেণ্ট রোজ রাত্রে আপনার বাড়ী পাহারা দেবে।

মণিকা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—ধন্যবাদ। কিন্তু হঠাৎ আমার উপর আপনার এতটা অনুগ্রহ হবার কারণ কি ? আপনি কি সত্যই চান না—আমার যশ সুনাম—

তাহার কপট ক্রোধদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া তরুণ হাসিয়া বলিল—থামুন যথেষ্ট হয়েছে। সুনাম ও যশ জিনিসটা জীবনে খুবই পেয়েছি। ওটার ওপর আর লোভ নেই এবং আপনি পেলেই আমি সুখী হব।

তাহলে আর দ্বিরুক্তি না করে বেরমজির বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করুন। স্থির হোক, আমরা দুজন বেরমজির বিশেষ খরিদ্দার ; বাঙালী নই, ভাটিয়া বা গুজরাটী। বেরমজির সঙ্গে বিশেষ দরকারে দেখা করতে চলেছি। কি বলেন ?

তরুণ সহাস্যে বলিল—তথাস্তু। কিন্তু আমাদের উভয়ের পরিচয়টা কি হবে ? বন্ধু না আর কিছু ?

সলজ্জ কণ্ঠে মণিকা বলিল—সেটা মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

পরদিন থানা হইতে ফটিককে তুলিয়া লইয়া তাহারা যখন পার্ক ষ্ট্রীটে পৌঁছিল, তখন মধ্য রাত্রি অতীত হইয়াছে।

একটা গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকাইয়া তরুণ নিকটস্থ এক সার্জ্জেণ্টের কাছে আসিয়া কহিল—খবর কি?

সার্জ্জেণ্ট প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া বলিল—খবর ভালই। কোন লোক যাতায়াত করে নি—বিশেষ করে কোন স্ত্রীলোক। বেরমজি বাড়ীতেই আছে।

তোমরা কজন আছো?

চারজন।

আর থাকবার দরকার নেই তোমাদের ছুটী। সাড়া শব্দ না করে চলে যাও।

সার্জ্জেণ্ট সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। তরুণ তখন সঙ্গী দুইজনকে লইয়া বেরমজির বাড়ীর দরজায় উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজায় করাঘাত করিল। অন্ধকার বাড়ী—সুষুপ্ত; কোন উত্তর আসিল না।

ফটিক বলিল—কলিং বেল রয়েছে তো? সেইটে ব্যবহার কর না!

তরুণ অস্ফুটে বলিল—তার চেয়ে এটাই বেশী কার্য্যকরী হবে; দেখনা।

পুনরায় করাঘাত সুরু করিল

কিছুক্ষণ পরে ভিতরে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল ; তারপর মানুষের চলাফেরার শব্দ শোনা গেল ; কিয়ৎকাল পরে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—কে ?

তরুণ সাড়া দিল না। বিকৃত চাপা স্বরে ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল—কে, ইমাম ?

হ্যাঁ।

ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া তিনজনেই ভিতরে ঢুকিল এবং ফটিক দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী বেরমজি।

প্রত্যাশিত ইমামের পরিবর্ত্তে ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ে গজদারের দুই চক্ষু কপালে উঠিল ; স্খলিত স্বরে বলিল—এ কী ! এ সময়ে, আপনারা ? এই যে তরুণবাবু ! আপনি, এখন এত রাত্রে······

তরুণ হাসিয়া বলিল—ভয় পাবেন না। আপনি বন্ধু লোক, দেখা করতে এলাম।

কিন্তু, কিন্তু দেখা করতে আসবার এই কি সময় ? যাক, যখন এসেছেন তখন আসুন, বসবেন আসুন।

তাহাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া বেরমজি অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিল—এইবার আপনাদের এমন অসময়ে আমার গৃহে পদধূলি দেবার আসল উদ্দেশ্যটি জানতে পারি কি ?

তরুণ বলিল—হ্যাঁ, এইবার আমাদের বলতেও বাধা নেই। শেষ যখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আপনি বলে-

ছিলেন, কুহকিনী কে তা আপনি জানেন না। আচ্ছা, রাণী রত্নময়ী কে তা আপনি জানেন ?

বেরমজি মাথা নাড়িয়া কহিল—এ নাম আপনার মুখে এই প্রথম শুনলাম। এই কথা জিজ্ঞাসা করতেই কি এত রাত্রে আমার বাড়ী হানা দিয়েছেন ?

না ; আরও কয়েকটা বিষয় জানবার আছে ?

বেরমজি কহিল—কিন্তু তার আগে আমি আমার উকিলকে ডেকে পাঠাই। তার সামনে আপনাদের যা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে সব বলবেন।

বেরমজি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু ততক্ষণে ফটিক গিয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তরুণ মৃদু হাসিয়া কহিল—আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন, গজ্দার সাহেব ; রাণী রত্নময়ী তো কিছুক্ষণ পরেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ; তার সামনেই না হয় সব কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে। আপনি বসুন।

তরুণের এই কথা শুনিয়া বেরমজির মুখ শুকাইয়া গেল ; সে একবার ফটিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—আপনারা যে কি বলতে চাইছেন, তা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। আমি অনেক রাণী মহারাণীর সঙ্গে কারবার করেছি ; সুতরাং তাঁরা যদি কেউ কোন বিশেষ দরকারে আসেন......

তরুণ বলিল—যদি কেন নিশ্চয়ই আসবেন ; এবং এলে তাঁর সঙ্গে আপনার কি কথাবার্ত্তা হয় তা আমরা শুনবো। সেইজন্যেই আমাদের কষ্ট ক'রে আসা।

বেরমজি চটিয়া বলিল—কিন্তু আপনাদের এ জবরদস্তি ঘোরতর অন্যায়। আমি আপনাদের নামে পুলিশে রিপোর্ট করব।

এই কথা শুনিয়া সহসা ফটিক তাহার নিকটে আসিয়া ভীত-ত্রস্ত মুখে বলিল—বলেন কি! না না, দয়া করে অমন কাজ করবেন না। তাহলে যে আমরা একদম্ মারা পড়ব।

বেরমজি প্রথমে তাহার এই কৌতুক বুঝিতে পারে নাই; অবশেষে যখন তরুণ ও মণিকার চাপা হাসিতে বুঝিতে পারিল তখন তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না; সর্ব্বশরীর ফুলিতে লাগিল।

কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। বেরমজি চিন্তা করিতে লাগিল। কুহকিনীকে সাবধান করিবার কোন আশা নাই। সে এখনই আসিল বলিয়া। তখন বেরমজি তাহার সহিত কি ভাবে কথাবার্ত্তা চালাইবে, কেমন করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে আসল কথা জানাইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

তরুণ বলিল—অত ভেবে আর কি হবে, গজদার সাহেব; আপনি যদি নির্দ্দোষী হন, তাহালে আপনার ভয় কি?

বেরমজি কহিল—নিশ্চয় আমি নির্দ্দোষ! শুনবেন আপনারা আমাদের কথা। কিন্তু সে হয়ত মিছামিছি আমাকে দোষী করবে, সে বিষয়ে কি হবে?

মিছামিছি কি সত্যি সত্যি, সে দেখা যাবে পরে।

বেরমজি কহিল—তাহলে আপনারা বসুন, আমি স্নান সেরে আসি।

স্নান! শেষ রাত্রে স্নান! ঠাণ্ডা লাগবে যে?

আমি এমনি সময়েই স্নান ক'রে থাকি; আমার মাথার ব্যামো আছে; কবিরাজ বলে দিয়েছে।

তরুণ ফটিকের দিকে চাহিল। সে কহিল—আমারো বড্ড মাথার ব্যামো। চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও স্নানটা সেরে নিই।

বেরমজি বুঝিল, তাহারা তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড়াল করিবে না। সে হতাশ অন্তরে ফটিকির সঙ্গে স্নানাগারের দিকে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে মণিকা বলিল—রাত সাড়ে তিনটে বাজলো; আর ঘণ্টাখাকের মধ্যেই ফর্সা হবে। আমাদের এই বেলা কাজ এগিয়ে রাখা দরকার।

তরুণ কহিল—প্রথমেই চাকর গুলোকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে হবে; তাদের দ্বারা কাজ পণ্ড না হয়। কিন্তু তাহলে কুহকিনীকে দরজা খুলে দেবে কে?

তরুণের চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকাইয়া মণিকা বলিল—আপনি তাদের বন্ধ ক'রে রাখুন; দরজা আমি খুলে দেব।

আপনি?

হ্যাঁ; অবশ্য এই বেশে নয়; চাকরাণীর ছদ্মবেশে। দরকার লাগতে পারে বলে কিছু কিছু জিনিষ পত্র সঙ্গেই আছে।

তরুণ সপ্রশংস নেত্রে বারেক তাহার পানে চাহিয়া চাকরদের মহল অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এত রাত্রে বাড়ীতে লোকজনের সাড়া পাইয়া একজন বেহারা ঘরের বাহিরে আসিয়া কৌতূহলী নেত্রে মনিবের ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তরুণ তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—ওহে! শোন; কথা আছে। ঘরে এসো।

ভৃত্য ভীতভাবে তাহার অনুগমন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে আরও দুইজন ভৃত্য বসিয়াছিল; সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন।

তরুণ বলিল—তোমরা এই তিন জন, না আরও আছো।

আজ্ঞে না আর কেউ নেই।

ঝী কেউ নেই?

আছে, দুজন। তারা রাত্রে বাড়ী যায়।

তরুণ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—উত্তম এখন শোন। আমরা পুলিসের লোক ভয় পেও না, তোমাদের কোন ভয় নেই। আমরা এত রাত্রে এসেছি কেন, জান? আমরা খবর পেয়েছি, আজ শেষ রাত্রে গজদার সাহেবের বাড়ী ডাকাতি হবে, কিন্তু আমরা যখন এসে পড়েছি, তখন আর ভয় নেই। কিন্তু একটা কথা, তোমরা আজ রাত্রে কেউ যেন এঘর থেকে বেরিও না। দরজা বন্ধ করে ব'সে থাকো। আর, আমি তোমাদের বাইরে থেকে চাবী দিয়ে চ'লে যাই; তাহলে আর তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। একটা চাবী-তালা আমায় দাও।

একজন ভৃত্য চাবী তালা আনিয়া দিল। তরুণ বাহির হইয়া বলিল—তোমরা দরজায় খিল দিয়ে দাও।

তাহারা ভীতনেত্রে দ্বারে অর্গল লাগাইল; তরুণ বলিল—হুঁসিয়ার, কেউ টুঁ শব্দটি কোরো না; তাহলেই মারা পড়বে।

ভৃত্যদের বন্ধ করিয়া উপরে আসিয়া সে দেখিল, মণিকা ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত নিজেকে রূপান্তরিত করিয়াছে; তাহার চুল রুক্ষ ও অযত্নবিন্যস্ত; সুমুখের দুইটা দাঁত নাই, বাহুতে

দুইটা লৌহ অলঙ্কার ; পরণে একখানা জীর্ণ মলিন শাড়ী ; মুখ-মণ্ডল এবং হাত-পা রীতিমতো অপরিচ্ছন্ন।

তরুণ অবাক্ হইয়া শুধু বলিল—আশ্চর্য্য !

পরের ব্যবস্থাগুলিও অতি সত্বর সম্পন্ন হইল। ঘরের কোনে যে আলমারি ছিল, তাহাকে একটু সরাইয়া তরুণ তাহার আড়ালে লুক্কায়িত থাকিবার বন্দোবস্ত করিল। ফটিক ও মণিকা বাহিরে থাকিবে।

মিনিট দশেক পরে বেরমজি বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে 'কলিংবেল' বাজিয়া উঠিল।

সকলে চকিত হইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাইল। কুহকিনী আসিয়াছে ! বেরমজি পাংশুমুখে বলিল—কে ডাক্ছে।

মণিকা বলিল—আপনি বসুন, আমি দেখছি।

তরুণ আলমারির পিছনে লুকাইল ; ফটিক দ্বারের বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। মণিকা অবিচল দৃঢ়পদক্ষেপে নীচে নামিয়া দ্বার প্রান্তে গিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—কে ?

দরজার ওপর তিনবার টোকা দিয়া আগন্তুক বলিল—গজদার সাহেব বাড়ী আছেন ?

আছেন।

মণিকা দ্বার খুলিতেই একজন প্রিয়দর্শন মারাঠী যুবক ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গে একখানি বহুমূল্য চাদর জড়ানো। চোখে পুরু ফ্রেমের চশ্মা।

মণিকা বলিল—বাবু বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন।

না, ঘুমোন নি। খুব সম্ভব তিনি জেগেই আছেন। আমার আসবার কথা আছে, তিনি তা জানেন।

মণিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও! তাহলে আপনি উপরে আসুন। ওই যে বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। উনি উঠেছেন।

আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া বৈঠকখানার দ্বারপ্রান্তে গিয়া মণিকা ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিল—একটি ভদ্রলোক এসেছেন।

ভিতর হইতে বেরমজি কহিল—পাঠিয়ে দাও।

আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

১৯

বেরমজি প্রথম দর্শনে কুহকিনীকে চিনিতে পারে নাই। তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙিল। গায়ের চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের উপর রাখিয়া কুহকিনী বলিল—আমার চিঠি পেয়েছো?

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বেরমজি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল—পেয়েছি।

কুহকিনী বলিল—মুখ অমন কাঁচু মাচু ক'রে বসে আছো কেন? আমি ধরা পড়ব জেনে ভয় পেয়েছো নাকি? ভেব না, গজদার। আমাকে ধরে কার সাধ্য। আর তাছাড়া আমি যদিই বা ধরা পড়ি তাহলে তোমার কি! তুমি তো নিরাপদ। কিন্তু ওসব বাজে কথা থাক। টাকাটা দাও; আমি চলে যাই।

বেরমজি ভয়ে ভয়ে বলিল—টাকাটা এখনো যোগাড় করতে পারি নি।

তাহার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া কুহকিনী বলিল—মিথ্যা কথা! আমার সঙ্গে ছলনা করবার চেষ্টা ক'রো না, গজদার; তা যদি কর তাহলে...

সে জামার পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া ক্রূরকণ্ঠে কহিল—তাহ'লে এই কাগজ গুলি সদর থানায় চলে যাবে এবং তখন তোমার কি অবস্থা হবে তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলতে হবেনা,—এর মধ্যে তোমার অনেক কীর্ত্তির কথা লেখা আছে।

আর্ত্তকণ্ঠে বেরমজি বলিল—ওগুলো আমায় দাও...তুমি জানো না, ওগুলো...

চুপ করো। আগে টাকা দাও, তারপর এগুলো তোমায় ফিরিয়ে দেব। শীগ্‌গির বার কর টাকা; আমি কি এখানে তোমার সঙ্গে রহস্য করতে এসেছি। আজি আমায় রেঙ্গুন রওনা হ'তে হবে।

সহসা পিছন হইতে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—আজই যাবেন! দুচার দিন পরে গেলে হয় না?

চকিতে মুখ ফিরাইয়া কুহকিনী দেখিল, তাহার একান্ত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে তরুণ গুপ্ত! পিস্তল বাহির করিবার সময় হইল না—তরুণ দৃঢ় বলে তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ফটিক ও মণিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ধরা পড়িয়াও কুহকিনী প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছাড়াইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল এবং আহতা ব্যাঘ্রীর মতো হিংস্র

মুখে দাঁত বাহির করিয়া তরুণের হাত কামড়াইয়া ধরিল; অনন্যোপায় হইয়া তরুণ তখন তাহাকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলিল এবং ফটিক অগ্রসর হইয়া তাহার হাতে হাত কড়া পরাইয়া দিল। অভিভূতের মতো নিশ্চল ভাবে বসিয়া বেরমজি এই দৃশ্য দেখিতেছিল; তরুণ তাহার হাতেও হাতকড়া লাগাইয়া দিল। বেরমজির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে সে প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

পড়িয়া পড়িয়া কুহকিনী তীক্ষ্ণ নেত্রে মণিকার প্রতি তাকাইয়াছিল; এইবার কহিল—তোমাকে এতক্ষণে চিনতে পারলাম! ভুল করেছিলাম তখনই; যখন তোমাকে হাতে পেয়েছিলাম তখনই তোমাকে হত্যা করা আমার উচিত ছিল। তুমিই কণ্ঠি চুরী ক'রে এনেছো এবং আজ তোমারই জন্যে ধরা পড়লাম!

মণিকা হাসিয়া বলিল—রাণী রত্নময়ী, এ বিদ্যা আপনার নিকট হতেই আমি শিখেছি। নকল রূপ নিয়ে আপনি আমাদের অনেকবারই প্রতারণা করেছেন—আমরা না হয় একবার করলাম। তার জন্য রাগ করবেন না।

ঘরের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অবশেষে কুহকিনী বলিল—তোমরা সবাই বোবা হ'য়ে গেলে নাকি? যা করবার কর; এমন ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকবো?

তরুণ সজাগ হইয়া বলিল—তা—বটে! ফটিক, তুমি মোটরখানা এই বাড়ীর দরজায় নিয়ে এসো; এদের চালান দিয়ে দেওয়া যাক্।

চালান দিবার কথা শুনিয়া বেরমজি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কুহকিনী বলিল—কাপুরুষ!

* * * *

দুইজন সার্জ্জেণ্ট ও ফটিকের সঙ্গে কুহকিনী আর বেরমজিকে সদর থানায় পাঠাইয়া দিয়া মণিকা তরুণকে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

সুসজ্জিত বৈঠকখানায় তরুণকে বসাইয়া মণিকা বলিল—আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলাম। এখন চা পান করবার ব্যবস্থা করি কি বলেন?

তরুণ আলস্যভরে হাই তুলিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—এ বিজয় গৌরব আপনারই প্রাপ্য মণিকা দেবী।

মণিকা হাসিয়া বলিল—এ কথা এখনও আমি ভেবে দেখবার সময় পাইনি। তবে এর গৌরব সবটাই যদি আমারই উপর ফেলেন—অন্যলোকে তা স্বীকার করবেনা—হাসবে। কারণ এটা সত্য নয়।

তরুণ বলিল—কখনও নয়।

মণিকা হাসিয়া বলিল—থাক্, তর্কের প্রয়োজন নেই—আর অন্য কেউ স্বীকার না করলেও তা নিয়ে ঝগড়া করাটাও ভাল দেখাবেনা। স্ত্রীলোক হয়েও এতটা করতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

হঠাৎ টেলিফোনে আহ্বান আসিল। তরুণ ছুটিয়া রিসিভারটী তুলিয়া লইয়া বলিল—হ্যালো—কে ফটিক?

পালিয়েছে—সর্ব্বনাশ—তারপর—তুমি কিছু নও—আচ্ছা আমি আসছি।

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল—কে? কুহকিনী! কি করে পালাল?

তরুণ বলিল—অপূর্ব্ব এ নারী। পথে এদের গাড়ীর সঙ্গে আর একখানি গাড়ীর ধাক্কা লাগে। দু'একজন জখমও হয়েছে। পরে দেখা গেল, কুহকিনী ছাড়া আর সকলেই আছে।

শেষ